সূচীপত্র

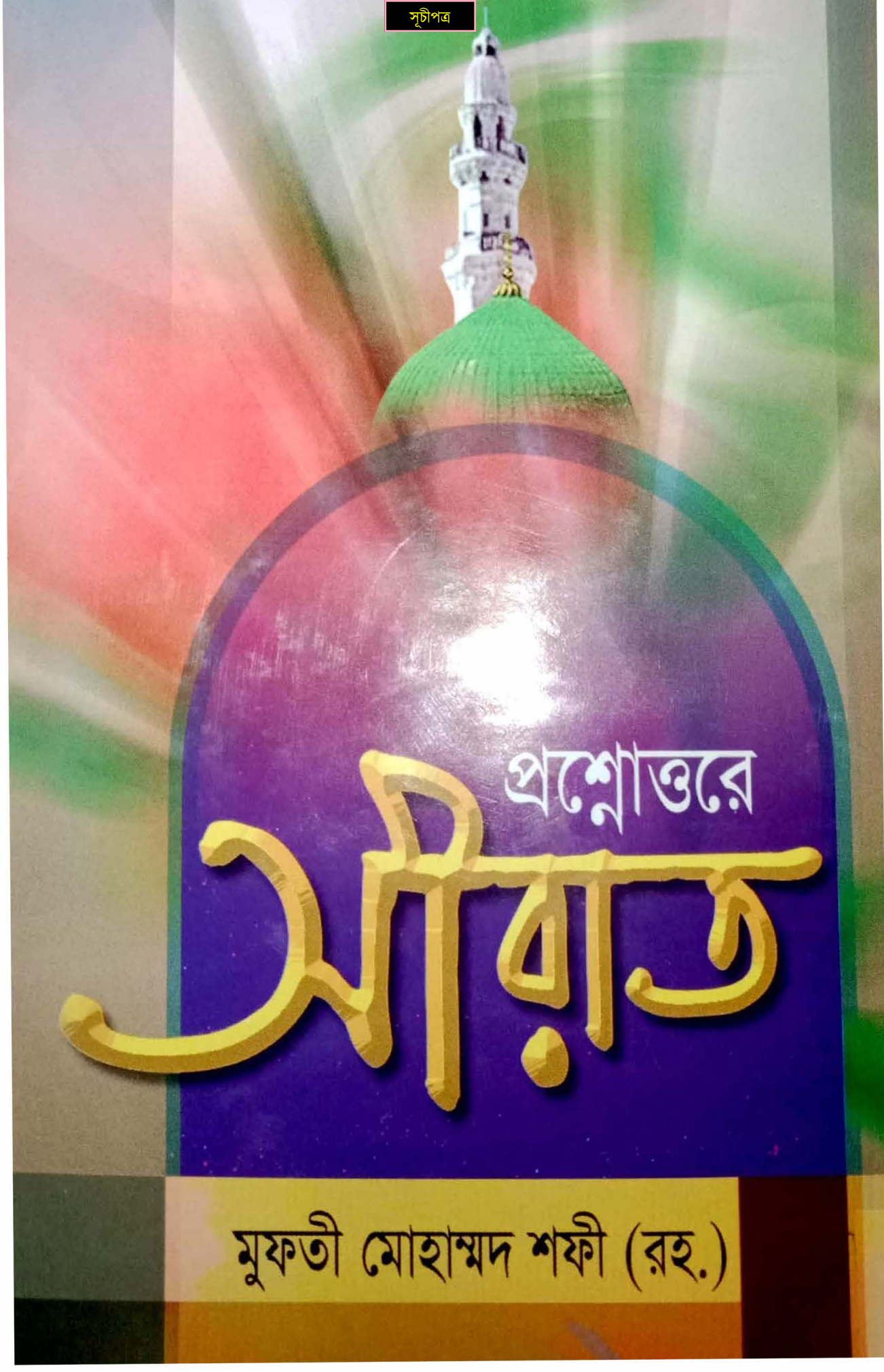

www.smfoundationbd.com

www.smfoundationbd.com

প্রশ্নোত্তরে

সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী'রহ.

অনুবাদ

মাওলানা আব্দুল গাফফার শাহপুরী

শিক্ষক জামিয়া আরাবিয়া দারুল উলূম দেওভোগ, নারায়নগঞ্জ

সম্পাদনা

মুফতী মঈনুল ইসলাম সাইয়্যিদপুরী

প্রধান মুফতী আল মারকাযুল ইসলামী বাংলাদেশ

দারুল উলূম লাইব্রেরী

[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

অষ্টম মুদ্রণ: জানুয়ারী ২০১৬ঈ.

প্রকাশক❑ শহীদুল ইসলাম, দারুল উলূম লাইব্রেরী, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল. ০১৯১৮-১৮৮০৮৫, ০১৭১২-৫০৭৮৭৭

স্বত্ব ❑ সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ❑ নাজমুল হায়দার

মূল্য : ২২০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবী করীম সা. এর পবিত্র বংশ	১২
জন্মের পূর্বে প্রকাশিত নবী করীম (সা.) এর বরকত সমূহ	১৩
নবী করীম (সা.) এর শুভ জন্ম	১৫
নবী করীম (সা.) এর সম্মানিত পিতার ইন্তিকাল	১৯
দুগ্ধপান ও শৈশবকাল	১৯
নবী করীম (সা.) - এর সর্ব প্রথম কথা	২৪
নবীজী (সা.) এর সম্মানিতা মাতার ইন্তিকাল	২৮
আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল	২৮
নবীজী (সা.) এর সিরিয়া ভ্রমণ	৩০
নবীজী (সা.) সম্পর্কে ইহুদীদের এক বড় আলিমের ভবিষ্যদ্বাণী	৩০
ব্যবসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার সিরিয়া সফর	৩২
হযরত খাদীজা (রা.) এর সঙ্গে নবীজীর বিবাহ	৩৪
হযরত খাদীজার গর্ভে নবীজীর (সা.) সন্তানাদি	৩৭
নবীজী (সা.) এর কন্যা চতুষ্টয়	৩৮
নারী জাতি স্মরণ রেখো!	৪১
নবী করীম (সা.) এর অন্যান্য পুতঃপবিত্র পত্নীগণ	৪১
নবীজী (সা.) এর বহু বিবাহের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা	৫০
নবী করীম (সা.) এর চাচা ও ফুফুগণ	৬১
নবী করীম (সা.)এর পাহারাদারগণ	৬২
পবিত্র কাবা'ঘর নিমার্ণ ও কুরাইশদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সর্বসম্মতিক্রমে 'আল আমীন' স্বীকৃতি দান	৬২
নবী করীম (সা.) এর নবুওয়াত প্রাপ্তি	৬৫
দুনিয়ার বুকে ইসলাম প্রচার ঃ তাবলীগের প্রথম পর্যায়	৬৫
প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত	৬৯
গোটা আরবের শত্রুতা ও বিরোধিতা এবং নবী করীম (সা.) এর অবিচলতা	৭১
আরবের সকল গোত্রের বিরুদ্ধে রাসূল (সা.) এর জবাব	৭৩
মানুষের মাঝে ঘৃণ্যতা বিস্তার এবং এর বিপরীত ফল	৭৪

কুরাইশদের নির্যাতন: রাসূল (সা.) এর দৃঢ়তা ৭৫
রাসূল (সা.) কে হত্যার পরিকল্পনা এবং তাঁর স্পষ্ট মু'জিযা ৭৬
কুরাইশদের বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জবাব...৭৭
সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কে হাবশায় হিজরতের অনুমতি প্রদান ৮১
তুফাইল ইবনে আমর দাউসীর ইসলাম গ্রহণ ৮৭
আবু তালিব এর ইন্তিকাল..... ৮৯
তায়িফে হিজরত ৯০
ইসরা ও মিরাজ ৯২
ইসরায়ে নববী সম্পর্কে চাক্ষুস সাক্ষ্য ৯৬
স্বয়ং কুরাইশদের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী ৯৮
মদীনা তাইয়িবায় ইসলাম ৯৯
মদীনায় সর্ব প্রথম মাদরাসা ১০৩
মদীনায় হিজরতের সূচনা.....১০৭
নবী করীম (সা.) - এর মদীনায় হিজরত ১০৯
সওর পর্বতের গুহায় অবস্থান.....১১১
গারে সাওর থেকে মদীনা অভিমুখে রওনা.....১১৪
পথিমধ্যে সুরাকা ইবনে মালেকের উপস্থিতি ও তার ঘোড়া মাটিতে
ধবসেযাওয়ার ঘটনা.....১১৫
সুরাকার মুখে নবী করীম (সা.) এর নবুওয়াতের স্বীকৃতি..... ১১৬
নবী করীম (সা.) এর মুজিযা এবং উম্মে মা'বাদ ও তার স্বামীর ইসলাম গ্রহণ...১১৮
কুবায় অবতরণ.....১১৯
হযরত আলী (রা.) এর হিজরত এবং কুবায় রাসূল (সা.) এর সাথে সাক্ষাত.... ১২০
ইসলামী তারীখের (হিজরী সন এর) সূচনা ১২০
মদিনায় মহা নবী (সা.) এর শুভাগমন.....১২১
মসজিদে নববী নির্মাণ.....১২২
প্রথম হিজরী ঃ জিহাদ প্রবর্তন ও অনুমোদন সারিয়ায়ে হামযা
ও সারিয়ায়ে উবাইদা ১২৪
ইসলাম স্বীয় প্রচার-প্রসারে তলোয়ারের মুখাপেক্ষী নয়.....১২৯
রাজনীতি বর্জিত ধর্ম ও অস্ত্র বিবর্জিত রাজনীতি পূর্ণাঙ্গ নয় ১৩০

গাযওয়া ও সারিয়া সমূহ.....১৩৮
গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়া, সারিয়া এবং বিবিধ ঘটনা
প্রথম সারিয়া হযরত হামযা (রা.) এর নেতৃত্বে.....১৪৪
সারিয়ায়ে উবাইদা ইবনে হারিছ (রা.) এবং
ইসলামে তীর নিক্ষেপের সূচনা.....১৪৫
দ্বিতীয় হিজরীঃ কেবলা পরিবর্তন, বদর যুদ্ধ ও সারিয়ায়ে
আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) ১৪৫
সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) ও ইসলামের সর্বপ্রথম গনীমত ..১৪৬
বদর যুদ্ধ.....১৪৬
ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই.....১৪৮
সাহাবায়ে কেরামের আত্মোৎসর্গ.....১৪৯
গাইবী সাহায্য.....১৫১
মুসলমানদের অঙ্গীকার পূরণ.....১৫২
সাহাবায়ে কেরামের বিস্ময়কর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব.....১৫৪
আবু জাহেলের পতন হলো ১৫৬
এক আশ্বচর্য মুজিযা এক মুষ্টি বালুকণা দ্বারা সমস্ত বাহিনীর পরাজয়
এবং ফিরিশতাদের সাহায্য.....১৫৭
যুদ্ধবন্দীদরে সাথে মুসলামানদের আচরণ ঃ
সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষা.....১৫৯
ইসলামী সাম্য.....১৬০
আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ.....১৬২
ইসলামী রাজনীতি ও শিক্ষার উন্নতি.....১৬৪
এ বছরের বিবিধ ঘটনা.....১৬৩
তৃতীয় হিজরী ঃ (গাযওয়ায়ে উহুদ, গাতফান, প্রভৃতি) গাতফান যুদ্ধ
এবং নবীজী (সা.) এর উত্তম চরিত্রের মুজিযা ১৬৫
হযরত হাফসা ও যয়নবের বিবাহ ১৬৭
উহুদ যুদ্ধ.....১৬৭
সৈন্য বিন্যস্তকরণ ও স্বল্প বয়সী সাহাবীদের জিহাদী প্রেরণা.....১৬৯
রাসূল (সা.) এর নূরানী চেহারা যখম হওয়া.....১৭৩

সাহাবায়ে কেরামের আত্মোৎসর্গ.....১৭৪
চতুর্থ হিজরীঃ সারিয়ায়ে মুনযির বীরে মাউনাহ অভিমুখে.....১৬৭
পঞ্চম হিজরীঃ কুরাইশ ও ইয়াহুদীদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র
এবং গাযওয়ায়ে আহযাব কুরাইশ ইয়াহুদী ঐক্য ১৭৭
গাযওয়ায়ে আহযাব ও পরিখার ঘটনা.....১৮০
কাফেরদের উপর ঝড় ও প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া এবং আল্লাহর সাহায্য...১৮২
বিবিধ ঘটনা.....১৮২
ষষ্ঠ হিজরীঃ হুদাইবিয়ার সন্ধি, বাইয়াতের রিদওয়ান,বিভিন্ন দেশের
রাজা-বাদশাহগণের নিকট ইসলামের দাওয়াত}.....১৮৩
নবী করীম (সা.) এর মুজিযা ১৮৪
বিশ্বের রাজা-বাদ.শাহদের প্রতি দাওয়াতি পত্র ১৮৭
হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও আমর ইবনে আস এর ইসলাম গ্রহণ.১৮৯
সপ্তম হিজরীঃ গাযওয়ায়ে খাইবর, ফাদাক বিজয় ও উমরাতুল কাযা....১৯০
ফাদাক বিজয় ১৯১
উমরায়ে কাযা ১৯১
অষ্টম হিজরীঃ (মুতার যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়) ১৯২
মক্কা বিজয় ১৯৩
মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের আচরণ ১৯৫
নবী করীম (সা.) এর মহত্ত চরিত্র ও আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ...১৯৬
গাযওয়ায়ে হুনাইন ১৯৬
একটি বিশেষ মুজিযা ঃ (এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সকল শত্রু বাহিনীর পরাজয়).....২০০
গাযওয়ায়ে তায়িফ ২০১
ওমরায়ে জিইর'রানা ২০২
নবম হিজরীঃ গাযওয়ায়ে তাবুক, হাজ্জুল ইসলাম, প্রতিনিধি দলের
আগমন এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ গাযওয়ায়ে তাবুক এবং
ইসলামে চাঁদা প্রচলন.....২০২
কয়েকটি মুজিযা ২০৩
মসজিদে যিরারে অগ্নি সংযোগ ২০৫
প্রতিনিধি দলের আগমন এবং দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণ ২০৫

বনী কাহতান ও বনী হারিসের প্রতিনিধি দল ২১১
সিদ্দীকে আকবর (রা.) কে হজ্জের আমীর নির্বাচন.....২১২
দশম হিজরীঃ হজ্জাতুল ইসলাম ও বিদায় হজ্জের ভাষণ ২১২
বিদায় হজ্জের ভাষণ ২১৩
একাদশ হিজরী ঃ সারিয়ায়ে উসামা, অসুস্থতা ও ওফাত ২১৫
রাসূলে করীম (সা.) এর অন্তিম রোগ ২১৫
সিদ্দীকে আকবর (রা.) এর ইমামতি.....২১৭
শেষ নবীর শেষ ভাষণ.....২১৭
রাসূলে করীম (সা.) এ অন্তিম বাণী সমূহ.....২২১
নবী করীম (সা.) এর আখলাক-চরিত্র ও মুজিযা ২২৪
নবী করীম (সা.) এর কয়েকটি মুজিযা ২২৮
জাওয়ামিউল কালিম বা নবীজী (সা.) এর চল্লিশ হাদীস ২৩১

প্রশ্নোত্তরে সীরাতে খাতামুল আম্বিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ভূমিকা

সৃষ্টিকূলের সর্দার,বিশ্ব জগরেত গৌরব, দো জাহানের প্রাণপুরুষ, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত পঠন ও পাঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা। আর একারণেই যখন থেকে দ্বীনী বই-পুস্তক রচনা ও সংকলনের ধারা শুরু হয়েছে তখন থেকেই অদ্যবধি সর্বকালে সর্ব যুগে উলামা হযরাতগণ নিজ নিজ ধারায় নিজ নিজ ভাষায় মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এঅবিচ্ছিন্ন ধারায় কত অসংখ্য গ্রন্থ যে এ যাবৎ রচিত হয়েছে এবং আরো কত হবে তা আল্লাহ ই বেহতের মালুম।

نہ من براں گل عارض غزل سرایم وبس ☆ کہ عندلیب تو از ہر طرف ہزاراں اند

"আমি অধমের সাহস কি যে গাহিব তাহার স্তুতি গান-
শত সহস্র বুল বুলি যেথা সর্ব দিকে গাইতেছে গান।"

শুধু মুসলমানই নয় বরং শত শত অমুসলিম ও তাঁর জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন বিশেষতঃ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণই এ ব্যাপারে বেশী অংশ নিয়েছেন । তন্মধ্য হতে বিশ-ত্রিশ জনের সম্পর্কে তো আমারই জানা আছে। তবে ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পক্ষপাতিত্ব করেছেন তাঁরা। এ কারণে মুসলমানদের জন্য তাঁদের রচিত ইতিহাস বা জীবনচরিত পাঠ করা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

মোটকথা র্নিদ্বিধায় বলা যায় যে, পৃথিবীতে মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্য কারো জীবনী রচনার ব্যাপারে এপর্যন্ত এত গুরুত্বারোপ করা হয়নি। জনৈক ইউরোপীয় জীবনী লেখক লিখেন-

"মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনীকারদের ধারা এতো ব্যাপক ও সুবিস্তৃত যে, তার সমাপ্তি অসম্ভব। বস্তুতঃ তন্মধ্যে সামান্য স্থান পাওয়াটাও অত্যান্ত গৌরবের বিষয়।" {সীরাতুন্নাবী}

উর্দ্দু ভাষায় নতুন পুরাতন বহু সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে যা ভারতবাসী তথা উর্দ্দু ভাষীদের পক্ষ হতে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে বলতে হবে। তবে দীর্ঘ কাল যাবৎ আমার দৃষ্টি এমন একটি জীবনী গ্রন্থ খুঁজতেছিল যা কর্মব্যস্ত প্রত্যেক নর নারী দু'এক বসায় তা শেষ করে স্বীয় ঈমান সতেজ করতে ও নবীজীর আদর্শকে স্বীয় জীবনের দিশারী বানাতে পারে এবং বিভিন্ন সংস্থা ও বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরের পাট্যসূচীতে অর্ন্তভূক্ত হতে পারে। তার মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে রাসূলে কারীম (সা.) এর পবিত্র জীবনের সম্যক চিত্র বাস্তবতার নিরীখে সঠিক বর্ণনার প্রতি পূর্ণ লক্ষ

রেখে পেশ করা হবে। কিন্তু এ ধরনের কোন পুস্তিকা আমার নজরে পড়েনি।

ইতিমধ্যে শিমলার কতিপয় বন্ধু তাঁদের ইসলামী সংস্থার জন্যে এমন একটি পুস্তিকার প্রয়োজন অনুভব করে অধমের নিকট আবেদন জানান। তাই বিদ্যার স্বল্পতা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যাস্ততা থাকা সত্বেও শুধু এ লক্ষ্যেই কলম হাতে নিলাম যেন হাশরের ময়দানে যখন সাইয়্যিদুল কাউনাইন (সা.) এর জীবনী রচয়িতাগণের নাম পেশ করা হবে তখন যেন তার কোন এক কোণে এ গোনাহগারের নাও লিপিবদ্ধ থাকে।

بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس ست

"ফুল" এর সহিত "বুলবুল" নামের এ মিলটুকু মোর যথেষ্ট।

এজন্যে আল্লাহর নাম নিয়ে এ পুস্তিকা লিখতে শুরু করি এবং লিখার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর অনুকরণে সীরাত গ্রন্থের সার নির্যাস এতে উপস্থাপন করি-

১। অত্র পুস্তিকটি যাতে দীর্ঘ না হয়ে যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্যরাখা হয়েছে। এ কারণে আরবের ভৌগলিক অবস্থা, ইসলাম পূর্ব আরব অনারবের অবস্থা যাকে সীরাতের অংশ মনে করা হয় এবং তা কিছুটা উপকারীও বটে সে সব বিষয়কে এড়িয়ে কেবল ঐ সকল বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে যা রাসূল (সা.) এর সত্বার সাথে সম্পৃক্ত।আর সংক্ষিপ্তের প্রতি লক্ষ্যকরে এই পুস্তিকাটির এক নাম রেখেছিলাম "আউজাযল মাসালিক লি খায়রিল বাশার"।

২। সংক্ষিপ্তের সাথে সাথে এ বিষয়ের প্রতিও লক্ষ রাখা হয়েছে যাতে পূর্ণতা বিনষ্ট না হয়। আল্লাহর শুকর জরুরী প্রায় সকল বিষয়ই এর মধ্যে এসে গেছে।

৩। জিহাদ, বহু বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের যে সব ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তার বিশদ ও সন্তোষজনক উত্তর দেয়া হয়েছে।

৪। পুস্তিকাটির বুনিয়াদ নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ। ক্ষেত্র বিশেষ পৃষ্ঠা নম্বর সহ তা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্য হতে কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১। মিশকাত ২। সিহাহ সিত্তা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ ৩। কানযুল উ'স্মাল ৪। খাসাইসে কুবরা আল্লামা সূয়ূতী রচিত ৫। মাওয়াহিবে লাদুনিয়্যা ৬। সীরাতে মোগল তাঈ হাফিজে হাদীস আল্লামা আলাউদ্দীন মোগলতাঈ রচিত ৭। সীরাতে ইবনে হিশাম ৮। শিফা কাজী আয়াজ রচিত খাফাজীর ব্যাখ্যা গন্থ সহ
৯। সীরাতে হালাবিয়া ১০। যাদুল মা'আদ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রচিত

১১। তারীখে ইবনে আসাকীর ১২। সরুরুল মাহযুন' শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রাহ.) রচিত ১৩। অউজাযুস সিয়ার শাইখ আহমাদ রচিত ১৪। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহ.) এর নশরুত তীব ইত্যাদী ইত্যাদী।

আল্লাহ তা'আলার লাখো কোটি শুকর যে, তিনি অধমের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করেছেন। সর্ব প্রথম আমার মুরশিদ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহ.) এটিকে পছন্দ করে খানকায়ে ইমদাদিয়ার পাঠ্যতালিকায় অর্ন্তভূক্ত করেছেন এবং স্বীয় পুস্তিকা "তাতিম্মাতে অছিয়্যত" এর মধ্যে এর ঘোষনা দিয়ে অন্যদের ও এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যার কারণে মাত্র তিন মাসের মধ্যেই পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান ও বাংলার শতাধিক মাদরাসা ও সংস্থার পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভূক্ত হয়েছে।

والحمد لله اوله واخره۔

প্রশংসার শরু ও শেষ আল্লাহরই জন্য।

বান্দা মুহাম্মাদ শফী' আফাল্লাহু আনহু
২৮ শে যিল হজ্জ
১৩৪৪ হিঃ

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذ ين اصطفى

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف

নবী করীম সা. এর পবিত্র বংশ

نبی کریم ﷺ کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپکے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا۔ حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجایش ملے تو آپ ﷺ پر عیب لگائیں۔

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) এর বংশ কেমন ছিলো?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) এর পবিত্র বংশ সারা পৃথিবীর বংশ সমূহের মধ্যে অধিক পবিত্র ও সম্ভ্রান্ত ছিলো। একথা মক্কার সকল কাফের এবং তাঁর শত্রুরাও অস্বীকার করতে পারেনি। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) কাফের থাকাবস্থায়ও রোম সম্রাটের সামনে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। অথচ তখন তিনি এটাই চাচ্ছিলেন যে, কোন সুযোগ পেলেই তাঁকে কলংকিত করবেন।

آپ کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے : محمدؐ بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب ابن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانۃ بن خزیمہ بن مدرکۃ ابن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلۂ نسب باجماع امت ثابت ہے، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے اسلئے اسکو ترک کیا جاتا ہے۔

শব্দার্থ ঃ نسب বংশ। شریف সম্ভ্রান্ত, ভদ্র। بحالت کفر কুফুর অবস্থায়। اقرار স্বীকার। گنجائش অবকাশ, সুযোগ। عیب দোষ, কলঙ্কিত।

টিকা.১ দালায়েলে আবু নাঈমে মারফু রেওয়ায়াত সূত্রে বর্ণিত যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, "আমি পৃথিবীর উদয়াচল হতে অস্তাচল পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি; কিন্তু বনু হাশিম অপেক্ষা উত্তম কোন বংশ দেখিনি।"-মাওয়াহিব

প্রশ্ন ঃ পিতার দিক থেকে নবী করীম (সা.) এর বংশ ধারা বর্ননা কর।
উত্তর ঃ পিতার দিক থেকে নবী করীম (সা.) এর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপঃ 'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুর্‌রা ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহির ইবনে মালিক ইবনে নযর ইবনে কানানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইয়াস ইবনে মুজার ইবনে নাজার ইবনে মা'দ ইবনে আদনান।'

নবী করীম (সা.) এর বংশ পরম্পরা এ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত। এরপর হতে হযরত আদম (আ.) পর্যন্তের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তাই তা উল্লেখ করা হলো না।

اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپکا نسب یہ ہے:۔ محمدؐ بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرۃ میں آپکے والدین کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔

প্রশ্ন ঃ মাতার দিক থেকে নবী করীম (সা.) এর বংশ ধারা বর্ননা কর।
উত্তর ঃ মাতার দিক থেকে নবী করমী (সা.) এর বংশ ধারা নিম্নরূপ ঃ 'মুহাম্মাদ ইবনে আমিনা বিনতে ওহাব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে জুহরা ইবনে কিলাব।' এ থেকে বুঝা গেলো যে, কিলাব ইবনে মুররা পর্যন্ত গিয়ে নবীজী (সা.) এর মাতা-পিতার উভয়ের বংশধারা মিলিত হয়ে যায়।

ولادت سے پہلے آپکی برکات کا ظہور

জন্মের পূর্বে প্রকাশিত নবী করীম (সা.) এর বরকত সমূহ

جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کئے گئے جو آپؐ کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے جن کو محدثین و مؤرخین کی اصطلاح میں ارھاصات کہا جاتا ہے۔

প্রশ্ন ঃ ইরহাসাত কাকে বলে ?

শব্দার্থ ঃ آفتاب সূর্য। عالمگیری বিশ্ব ব্যাপী। شفق سرخ গোধুলির লালচে রং, সূর্যের লালিমা। آوردی আগমন। مؤرخین ঐতিহাসিকগণ।

উত্তর ঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমনিভাবে সুবহে সাদিকের বিশ্বব্যাপী আলোকচ্ছটা ও লাল আভা পৃথিবীকে সূর্যোদয়ের সু-সংবাদ প্রদান করে; তেমনিভাবে নবুওয়্যাতের সূর্যোদয়ের সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন বিশ্বের দিকে দিকে এমন সব ঘটনাবলী প্রকাশ হতে লাগলো যা মহানবী (সা.) এর শুভাগমনের সু-সংবাদ বহন করছিল। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় এটাকে (জন্মের পূর্বের এ সকল পূর্বাভাসকে) ইর্হাসাত বলা হয়।

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپؐ انکے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انھیں خواب میں بشارت دیگئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا کہ میں انکو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور انکا نام محمد ﷺ رکھنا (سیرت ابن ہشام) اور فرماتی ہیں کہ آپؐ کے حمل رہنے کے بعد میں ایک نور دیکھا جس سے شہر بصری علاقہ شام کے محلات انکے سامنے آ گئے (سیرت ابن ہشام)

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) এর জন্মের পূর্বে কি কি বরকত প্রকাশ পেয়েছিল? নবীজী (সা.) গর্ভে থাকাকালীন তাঁর মা কি কি স্বপ্ন দেখেছেন?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) এর আম্মাজান হযরত আমিনা (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি যখন তাঁর গর্ভে স্থিতি লাভ করেন, তখন স্বপ্নযোগে তাঁকে এ সু-সংবাদ দেয়া হয় যে, তোমার গর্ভের এ সন্তানটি এ উম্মতের সরদার হবেন। তিনি ভূমিষ্ট হলে এ দু'আ করবে ঃ 'আমি তাঁকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সপে দিচ্ছি'। আর তাঁর নাম রাখবে মুহাম্মাদ। -সীরাতে ইবনে হিশাম।

তিনি আরো বর্ণনা করেন মুহাম্মাদ (সা.) গর্ভে আসার পর আমি একটি নুর দেখতে পেয়েছিলাম, যার আলোতে বসরা নগরী ও শামের (সিরিয়া) বিভিন্ন প্রাসাদ আমার (চোখের) সামনে এসে গিয়েছিল। -সীরাতে ইবনে হিশাম।

اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سبک اور سہل ہو۔ یعنی ایام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہیں وہ کچھ مجھے پیش نہیں آئی۔ ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کی اس مختصر رسالہ میں گنجایش نہیں۔

শব্দার্থ ঃ بطن পেট, উদর। مستقر স্থিতিশীলতা। پناہ আশ্রয়। علاقہ অঞ্চল। محلات প্রসাদ,ভবন। سبک হালকা,কম ওজন। متلی মাতলী,বমির ভাব। عموماً সাধারণত।

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) গর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় তাঁর মা কোন কষ্ট অনুভব করেছেন কিনা?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) এর আম্মাজান বর্ণনা করেন, আমি মুহাম্মাদ (সা.) অপেক্ষা অধিক হালকা ও সহজ কোন গর্ভ কোন নারীকে ধারণ করতে দেখিনি। অর্থাৎ, গর্ভকালীন সময়ে মহিলাদের সাধারণত: যে বমির ভাব, অবসাদ ইত্যাদি হয়ে থাকে, এসব কিছুই আমার হয়নি। এছাড়াও আরো অনেক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো সংক্ষিপ্ত এ পুস্তকে উল্লেখ করার অবকাশ রাখে না।

آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت

নবী করীম (সা.) এর শুভ জন্ম

اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپکی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے انکو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعہ شکست دی۔ جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے۔ اور درحقیقت واقعہ فیل بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔

بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل ۲۰ اپریل ۵۷۱ عیسوی میں ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدایش سے پانسو اکھتر سال بعد میں ہوئی۔

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) এর শুভ জন্ম কখন হয়েছিল এবং তাঁর জন্মস্থল কোনটি?

উত্তর ঃ অধিকাংশ আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, নবী করীম (সা.) এর শুভ জন্ম ঐ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল, যে বছর (বাদশাহ আবরাহার) হস্তিবাহিনী বাইতুল্লাহ শরীফের ওপর আক্রমণ করেছিল এবং আল্লাহ তা'আলা আবাবীল তথা কয়েক ঝাঁক ক্ষুদ্র পাখী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত

শব্দার্থ ঃ رونما প্রকাশিত। اصحاب فیل হস্তি বাহিনী। حقیر ছোট,নগন্য,তুচ্ছ। ٹکڑیوں টুকরা,খন্ড। شکست পরাজিত। موجود বিদ্যমান।

প্রস্তরখন্ডের মাধ্যমে পরাজিত করেছিলেন। যার সংক্ষিপ্ত ঘটনা পবিত্র কুরআনে রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে হস্তিবাহিনীর পরাজয়ের ঘটনাও নবী করীম (সা.) এর শুভ জন্মের বরকত সমূহের ভূমিকা স্বরূপ ছিল। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাই মুহাম্মাদ এর করতলে যে গৃহটি এসেছিল , সেটিই ছিল নবীজী (সা.) এর জন্মস্থল।

কোন কোন ঐতিহাসিক একথা লিখেছেন যে, হস্তিবাহিনীর ঘটনা ৫৭১ (পাঁচশত একাত্তর) খৃষ্টাব্দের ২০ শে এপ্রিল সংঘটিত হয়েছিল। এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের ৫৭১(পাঁচশত একাত্তর) বছর পর নবী করীম (সা.) এর জন্ম হয়েছিল।

امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار دوسو برس کا فاصلہ ہوا۔ اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک ایک ہزار ایک سو بیالیس سال کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک پانسو پینسٹھ برس کا اور موسیٰؑ سے داؤد علیہ السلام تک پانسو انہتر اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہزار تین سو چھپن اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ کے درمیان چھ سو برس کا فاصلہ گذرا ہے۔ اس حساب سے آدم علیہ السلام سے ہمارے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک پانچ ہزار چار سو بتیس سال ہوئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے موافق چالیس کم ایک ہزار سال ہوئی۔ اسلئے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریبا چھ ہزار سال بعد یعنی ساتویں ہزار میں حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوئے۔ (تاریخ ابن عساکر بحوالہ محمد بن اسحاق)

শব্দার্থ ঃ مجمل সংক্ষিপ্ত। مشہور প্রসিদ্ধ। رونق افروز আলোকিত। فاصلہ ব্যবধান।

الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اسکے ماہ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ روز دو شنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل ونہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا اور موسی وعیسی کی پیشین گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর?

উত্তরঃ হাদীস সাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা ইবনে আসাকির পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এরূপ১ লিখেছেন, হযরত আদম আ. ও নূহ আ. এর মাঝে ১২০০ (এক হাজার দুইশত) বছরের ব্যবধান, হযরত নূহ আ. হতে ইবরাহীম (আ.) এর পর্যন্ত ১১৪২ (এক হাজার একশত বিয়াল্লিশ) বছর, হযরত ইবরাহীম (আ.) হতে মুসা (আ.) পর্যন্ত ৫৬৫ (পাঁচশত পয়ষট্টি) বছর, হযরত মুসা আ. হতে হযরত দাউদ (আ.) পর্যন্ত ৫৬৯ (পাঁচশত ঊনসত্তর) বছর, দাউদ আ. হতে ঈসা আ. পর্যন্ত ১৩৫৬(এক হাজার তিনশত ছাপ্পান্ন) বছর এবং ঈসা আ. হতে সর্বশেষ নবী (সা.) এর মাঝে ৬০০ (ছয়শত) বছরের ব্যবধান। এ হিসাবে হযরত আদম আ. থেকে আমাদের রাসূলে মকবুল (সা.) এর মাঝে ৫৪৩২ (পাঁচ হাজার চারশত বত্রিশ) বছর হলো। আর প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে হযরত আদম (আ.) এর বয়স ছিল ৯৬০ (চল্লিশ কম এক হাজার) বছর। তাই আদম আ. পৃথিবীতে আগমনের প্রায় ছয় হাজার বছর পরে অর্থাৎ সপ্তম সহস্রাব্দে হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। (তারীখে ইবনে আসাকির, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক, প্রথম খন্ড-১৯-২০ পৃঃএর বরাত মতে) মোটকথা, যে বছর হস্তিবাহিনীর আক্রমণ হয়েছিল ঐ বছরেরই রবিউল আউয়াল মাসের ১২ (বার) তারিখ সোমবার, এদিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দিন।

শব্দার্থ ঃ نرالا دن বিরল দিন। انقلاب পরিক্রমা, বিপ্লব। کشتی নৌকা,কিস্তি । مصداق উদ্দীষ্ট বস্তু।

টীকা.১ এ ব্যাখ্যা সম্পর্কে আরও বিভিন্ন মত রয়েছে। কিন্তু ইবনে আসাকির এটিকে সহীহ বলেছেন। এ ব্যাপারে সকলের ঐক্যমত যে, নবী করীম (সা.) এর শুভ জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন হয়েছে। তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে চারটি মত প্রসিদ্ধ। যথা ১ম, ২য়,৮ম,১০ম,১২তম হাফেস মুগলতাঈ ২য় তারিখটিকে অবলম্বন করে সেটিকেই

কেননা এ দিনটিতে পৃথিবীর সৃষ্টির মূল লক্ষ্য, দিন-রাত পরিক্রমের আসল উদ্দেশ্য, আদম এবং আদম সন্তানের গৌরব নূহ (আ.) এর কিশতী সংরক্ষণের রহস্য, ইব্রাহীম (আ.) এর দু'আ এবং মুসা ও ঈসা (আ.) এর ভবিষ্যত বাণীর যথাযথ স্বীকৃতি তথা আমাদের আকায়ে নামদার মুহাম্মাদ (সা.) পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হন।

ادھر دنیا کے بتکدہ میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے اور ادھر ملک فارس میں کسری کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اسکے چودہ کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرۂ سادہ (ملک فارس کا ایک دریا) دفعۃ خشک ہوجاتا ہے۔ فارس کے آتشکدہ کی وہ آگ جو ایک ہزار سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہوجاتی ہے۔ (سیرت مغلطائی) اور یہ درحقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمہ کا اعلان اور فارس وروم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپکی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق ومغرب روشن ہوگئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ زمین پر جلوہ آفروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دئے تھے۔ پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ (مواہب لدنیۃ)

প্রশ্নঃ নবী করীম (সা.) এর জন্মের পর কি কি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে লিখুন? বা নবীজী (সা.) এর জন্মের পর সংঘটিত কতিপয় বিস্ময়কর ঘটনাবলীর বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ এক দিকে পৃথিবীর আকাশে নবুওয়্যতের রবির উদয় হলো, অপর দিকে পারস্য সম্রাট কিসরার রাজ প্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি হলো। যার ফলে তার চৌদ্দটি গম্বুজ ভেঙ্গে পড়ে যায়। পারস্যের শ্বেত উপসাগর নিমিষে শুকিয়ে গেল। পারস্যের অগ্নি কুন্ডলীর আগুন যা এক হাজার বছর যাবত কখনো নির্বাপিত হয়নি, তা হঠাৎ এমনিতেই শীতল হয়ে গেলো।-সীরাতে মুগলতাঈ।

শব্দার্থ ঃ بتکدہ দেবালয়। زلزلہ কম্পন। آتشکدہ অগ্নিকুন্ডলী। نہ بجھی নিভেনি। سرد শীতল, ঠান্ডা। آتش پرستی অগ্নি পজারী। زوال পতন। جلوہ آفروز ভুমিষ্ট।

টীকা.প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ মত হলো ১২তম তারিখ। ইবনুল জারার এর উপর এজমার দাবী করেছেন। কামিলে ইবনে আছীরের মধ্যে এটা উল্লেখ করা হয়েছে। বাকী মিশরের মাহমুদ পাশা মাস-বর্ষের হিসাব দ্বারা যে ৯ বম তারিখ নির্ধারণ করেছেন এটাকে অধিকাংশের মত বলে উল্লেখ করাটা সনদ বিহীন একটি উক্তি। উদায়াচলের পার্থক্যের দরুন শুধু হিসাবের উপর আস্থাশীল হয়ে সংখ্যা গরীষ্ঠের মতকে পরিহার করা উচিত নয়।

বস্তুত এ সবই ছিল অগ্নিপুজা ও বিভিন্ন ভ্রষ্টতার যবনিকার ঘোষণা এবং রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের ইঙ্গিত। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (সা.) ভূমিষ্ট হওয়ার সময় তার আম্মাজানের উদর হতে এমন এক নূর প্রকাশ পেয়েছিল যার আলোতে পূর্ব হতে পশ্চিম দিগন্ত আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, নবীজী (সা.) যখন ভূমিষ্ট হলেন, তখন উভয় হাতের উপর ভর করে ছিলেন। অতঃপর তিনি হাতের মুঠোয় মাটি নিয়ে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। -মাওয়াহিবে লাদুনিয়া।

آپ کے والد ماجد کی وفات

নবী করীম (সা.) এর সম্মানিত পিতার ইন্তিকাল

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپکے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبدالمطلب نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ کو بصورت حمل چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں انکی وفات ہوگئی اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا (سیرت مغلطائی)

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) এর পিতা কখন ইন্তিকাল করেন?
উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) তখনো ভূমিষ্ট হননি, তাঁর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহকে দাদা আব্দুল মুত্তালিব পবিত্র মদীনা থেকে কিছু খেজুর আনার নির্দেশ দেন। আব্দুল্লাহ নবীজী (সা.) কে গর্ভাবস্থায় রেখে মদীনা চলে যান। ঘটনাক্রমে সেখানেই তার১ ইন্তিকাল হয়ে যায় এবং জন্মের পূর্বেই পিতৃ স্নেহের ছায়া মাথা হতে উঠে যায়। -সীরাতে মুগলতাঈ।

رضاعت اور زمانۂ طفولیت

দুগ্ধপান ও শৈশবকাল

سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے اور چند روز کے بعد

টিকা.১ একটি রেওয়াত মোতাবেক নবী করীম (সা.) এর জন্মের ৭ মাস পর তার পিতার ইন্তিকাল হয়েছিল। কিন্তু "যাদুল মা'আদ" গ্রন্থে ইবনে কাইয়্যিম এ অভিমতকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন।

ابولہب کی کنیز ثویبہ نے دودھ پلایا۔اس کے بعد یہ دولت خداداد حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی (مغلطائی)

প্রশ্নঃ নবী করীম (সা.) কোথায় কার কাছে দুগ্ধ পান করেন?
উত্তরঃ নবী করীম (সা.) কে সর্বপ্রথম তাঁর সম্মানিতা মা এবং কয়েকদিন পর আবু লাহাবের দাসী ছুওয়াইবা দুধ পান করান। অতঃপর খোদাপ্রদত্ত এ মহা সম্পদ হালীমা সাদিয়ার ভাগ্যে জুটে যায়। -সীরাতে মোগলতাঈ।

شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کیلئے گردو جوار کے دیہات میں بھیجد یتے تھے جس سے بچوں کی صحت جسمانی بھی اچھی ہوجاتی تھی اور وہ خالص زبان عربی بھی سیکھ جاتے تھے۔اور اسی لئے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں شیر خوار بچے لینے کے لئے جایا کرتی تھیں۔

প্রশ্ন ঃ- নবজাতকের দুগ্ধ পানের ক্ষেত্রে আরবদের কি রীতি ছিল এবং তা কেন?
উত্তর ঃ আরবদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাধারণ রীতি ছিল যে, দুধপানের জন্য তারা নবজাতক শিশুকে আশপাশের এলাকায় পাঠিয়ে দিতো। এতে গ্রামীণ নির্মল বায়ু ও পরিবেশে শিশুর স্বাস্থ্য ভালো হতো এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষাও সে শিখতে পারতো। এ কারণেই পল্লী এলাকার অধিকাংশ মহিলারা দুগ্ধপায়ী শিশুদেরকে আনার জন্য শহরে যেতো।

حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔اس سال قحط تھا۔میری گود میں ایک بچہ تھا۔مگر (فقر وفاقہ کی وجہ سے) اتنا دودھ نہ تھا کہ جو اس کو کافی ہو سکے۔رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھکر رات گذرتے تھے۔ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔

শব্দার্থ ঃ کنیز বাদী,দাসী। شرفاء সম্ভ্রান্ত। گردو جوار আশে পাশে। دیہات পল্লী। شیر خوار দুগ্ধপায়ী। ہمراہ সাথে,সঙ্গে। قحط দুর্ভিক্ষ।تڑپنا ছটফট করত।

مکہ کے سفر میں جس دراز گوش پر سوار تھی وہ بھی اسقدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ ہمراہی بھی اس سے تنگ آرہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طئے ہوا مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی (کیونکہ زیادہ انعام واکرام کی توقع نہ تھی) ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لئے رحمت بن گئی۔ کیونکہ دودھ کم دیکھکر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس ہوں۔ خالی سے یہی بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں جس سے حلیمہ اور آمنہ کے گھر میں نہیں بلکہ مشرق ومغرب میں اجلا ہونے والا تھا۔

প্রশ্ন ঃ হযরত হালীমা সাদিয়ার কিভাবে নবীজী (সা.) এর দুধ পান করানোর গৌরব অর্জন করলেন?

উত্তরঃ হযরত হালীমা সাদিয়া বর্ণনা করেন- আমি তায়েফ থেকে বনু সাদের মহিলাদের সঙ্গে দুগ্ধপায়ী শিশুদের খোঁজে মক্কায় গেলাম। সে বছরটি ছিলো দুর্ভিক্ষের। আমার কোলেও একটি শিশু ছিলো। ক্ষুধা ও অভাবের তাড়নায় আমার এতটুকু দুধ ছিলনা যা তার জন্যেই যথেষ্ট হয়। সারারাত সে ক্ষুধায় ছটফট করত। এজন্য আমরা বসে বসে রাত কাটাতাম। আমাদের একটি উষ্ট্রী ছিলো কিন্তু তারও দুধ ছিলোনা। মক্কার সফরে আমি যে গাধায় আরোহী ছিলাম, সেটিও এতো দুর্বল ছিল যে, অন্যদের সঙ্গে সমান তালে চলতে সক্ষম ছিলনা। আমার সঙ্গীরাও এ কারণে বিরক্ত হচ্ছিল। অবশেষে দারুণ কষ্টে এ সফর অতিক্রান্ত হলো। মক্কা পৌঁছলাম। রাসূল (সা.) কে যে মহিলাই দেখতো এবং শুনতো যে, তিনি ইয়াতীম তখন কেউ তাকে গ্রহণ করত না। কেননা এতে তাদের বেশী সম্মানী ও পুরস্কার পাওয়ার ভরসা ছিলনা। এদিকে হালীমা সাদিয়ার ভাগ্যের তারকা ঝলমল করছিল। তাঁর দুধের স্বল্পতাই তাঁর জন্য রহমত

শব্দার্থ ঃ لاغر দুর্বল। همراهی সাথী। تنگ সংকীর্ণ, বিরক্তি। چمک رہا ঝলমল করছে চমকাচ্ছে। گوارا সম্মতি। منظور কবুল, গ্রহণ।

হয়ে গেলো। কেননা তার দুধের স্বল্পতা দেখে কেউ তাঁর কাছে স্বীয় সন্তানকে দিতে রাজী হলো না। হযরত হালীমা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার স্বামীকে বললাম- শুণ্য হাতে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। খালি যাওয়ার চেয়ে ভাল হবে এ ইয়াতীম শিশুটিকে নিয়ে চলুন। স্বামী এতে সম্মত হলেন এবং ইয়াতীম রত্নটিকে নিয়ে এলেন। যার আলোকচ্ছটায় কেবলমাত্র হালীমা ও আমিনার গৃহই নয়; বরং পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলো।

خدا کا فضل کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائناتؐ ان کی آغوش میں آ گئے فرودگاہ پر لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو برکات کا ظہور شروع ہو گیا۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپؐ نے بھی اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ مدتوں کے بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرے شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اسکے بعد ہم مکہ سے روانہ ہوئے۔ میں آپ کو گود میں لیکر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی۔ مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ یہ وہ ہی ہے جس پر تم آئی تھیں؟

الغرض راستہ قطع ہوا۔ ہم گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے۔ لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں۔ اور کسی کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی

خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لعل کی خاطر منظور تھی اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں۔

اسی طرح ہم برابر آپکی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے یہانتک کہ دوسال پورے ہوگئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑادیا (از الصالحات)

প্রশ্ন ঃ হালীমা সাদিয়া নবীজীকে গ্রহণ করার পর কি কি বরকত প্রকাশিত হয়েছিল?

উত্তরঃ আল্লাহর মহিমা! হালীমার ভাগ্যের দুয়ার খুলে গেলো এবং কুল-মাখলুকের সরদার তাঁর কোলে এসে গেলো। তাঁবুতে এসে দুধ পান করাতে বসলেন হালীমা রা.। একের পর এক আসমানী বরকত প্রকাশিত হতে লাগলো। হযরত হালীমা (রা.) বলেন- আমার এ পরিমাণ দুধ নামলো যে, নবীজী (সা.) এবং তাঁর দুধভাই উভয়েই খুব তৃপ্তিসহ পান করলেন এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। অপর দিকে উষ্ট্রীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন, দুধে তার স্তন টানটান হয়ে গেছে। আমার স্বামী তা দোহন করলেন।

আমরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে পান করে বেশ আরামে রাতটুকু কাটালাম। বহুদিন পর এ রাতেই প্রথম আমরা শান্তির সাথে ঘুমিয়ে ছিলাম। এখন তো আমার স্বামীও বলতে লাগলো যে, হালীমা তুমি তো বড় মুবারক সন্তান এনেছো! আমি বললাম- আমারও এই মনে হচ্ছে যে, সে অত্যন্ত বরকতময় ছেলে।

অতঃপর আমরা মক্কা থেকে বাড়ীর পথে রওনা হলাম। আমি তাঁকে কোলে নিয়ে ঐ গাধাটির উপরই আরোহন করলাম। এবার আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর তামাশা প্রত্যক্ষ করলাম। সেই দুর্বল গাধাটি এমন দ্রুত গতিতে চলতে শুরু করলো যে, অন্য কারো সাওয়ারী এর কাছেও পৌঁছতে পারছিলো না। আমার সহযাত্রী মহিলাগণ আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলতে লাগলো যে, (হালিমা!) এটি কি ঐ গাধাই, যার উপর চড়ে তুমি এসেছিলে?

শব্দার্থ ঃ چاگی জাগল,খুলল। فرودگاہ তাবু। سیر তৃপ্ত।لبریز পরিপূর্ণ। قطع কর্তন, অতিক্রম। لعل রত্ন।

মোটকথা, যাত্রাপথ অতিক্রান্ত হলো। আমরা বাড়ীতে পৌঁছলাম। সেখানে প্রচন্ড দূর্ভিক্ষ পড়েছিল। সকল দুগ্ধপ্রাণী দুগ্ধশূন্য ছিল। কিন্তু আমি গৃহে প্রবেশ করেই দেখি আমার সমস্ত বরকীর স্তন দুধে টইটুম্বর, এখন প্রতিদিন আমার বকরী সমূহ দুধে পরিপূর্ণ হয়ে ঘরে ফিরে। অথচ অন্য কারো বকরীর স্তনে এক ফোটা দুধও পাওয়া যায় না। আমার গোত্রের লোকজন তাদের রাখালদেরকে বললো- হালীমার বকরীগুলো যেখানে চরে, তোমরাও সেখানে তোমাদের পশু চরাও। কিন্তু সেখানে তো চারণভূমি ও মাঠের কোন বিশেষত্ব ছিল না; বরং অন্য কোন রত্নের পরশেই এসব হচ্ছিল। সে সব লোকজন তা কোথা থেকে আনবে। তাই তো একই স্থানে চরানোর পরও তাদের পশুগুলো দুধশুন্য থাকতো আর আমার বকরীগুলো দুধে পরিপূর্ণ হয়ে ফিরতো।

এভাবে আমরা একের পর এক তাঁর বরকতরাশি প্রত্যক্ষ করতে থাকলাম। একে একে দু'বছর পূর্ণ হয়ে গেলো। আমি তাঁর দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দিলাম। -'আস সালিহাত' থেকে সংগৃহীত।

آپ ﷺ کا سب سے پہلا کلام

নবী করীম (সা.) - এর সর্ব প্রথম কথা

حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپکا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپکی زبان مبارک پر جاری ہوئے اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ حمداً کثیراً وسبحان اللہ بکرۃً واصیلاً۔ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا (اخرجہ البیہقی عن عباسؓ کذا فی الخصائص ۵۵/۱

প্রশ্নঃ নবী করীম (সা.) এর সর্বপ্রথম কথা কী ছিল?

উত্তর ঃ হযরত হালিমা সাদিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আমি তাঁর দুগ্ধ বন্ধ করলাম, তখন এ শব্দটি তাঁর যবান মুবারকে উচ্চারিত হচ্ছিল।

اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔

অর্থ ঃ আল্লাহই মহান এবং সব ধরনের সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আমি সকাল-সন্ধা আল্লাহরই পবিত্রতা বর্ণনা করি আর এটাই ছিল তাঁর সর্ব প্রথম কথা। -বায়হাকী ইবনে আব্বাস সূত্রে ও খাসায়িস পৃষ্ঠা ঃ৫৫ ১ম খন্ড।

آپ ﷺ کا نشوونما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ دو سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) এর দৈহিক গঠন কেমন ছিল?
উত্তর ঃ তাঁর দৈহিক বৃদ্ধি অন্য সব শিশুদের তুলনায় ছিল ভাল। দু'বছর বয়সেই তাঁকে বেশ বড় মনে হচ্ছিল।

اب ہم حسب قاعدہ آپ کی والدہ کے پاس لائے مگر آپ کی برکات کی وجہ سے آپکو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقا اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا ہم وباء کا بہانہ کر کے پھر آپکو اپنے ساتھ واپس لے آئے۔

প্রশ্ন ঃ দুগ্ধপানের মেয়াদপূর্ণ হওয়ার পর হযরত হালীমা নবীজী (সা.) কে ফেরত দিতে গিয়ে কিসের অজুহাতে আবার নিয়ে এসেছিলেন?
উত্তর ঃ হযরত হালীমা (রা.) বর্ণনা করেন। রীতি অনুযায়ী আমি তাঁকে তাঁর জননীর নিকট নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাঁর বরকত সমূহের কারণে তাঁকে ছাড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল না। ঘটনাক্রমে সে বছর মক্কায় মহামারি ছড়াতে ছিল। আমি মহামারির অজুহাতে পুনরায় তাঁকে আমার সাথে ফেরত নিয়ে এলাম।

آپ ہمارے پاس رہے باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کرو۔ اور اسکے بعد آپؐ اپنے رضاعی بھائی (عبداللہ) کے ساتھ جایا کرتے تھے (خصائص/۵۵)

প্রশ্ন ঃ শৈশব কালে সমতা বিধানে নবীজী (সা.) কি করেছিলেন?
উত্তর ঃ হযরত হালিমা (রা.) বর্ণনা করেন- তিনি আমাদের মাঝে অবস্থান করতে থাকেন। বাইরে গিয়ে অন্য বালকদের খেলাধুলা দেখতেন, কিন্তু

শব্দার্থ ঃ نشوونما **দৈহিক গঠন, আকৃতি।** طاعون মহামারি। وباء মহামারি। رضاعی بھائی দুধ শরীক ভাই, দুধ ভাই।

নিজে তা থেকে দূরে থাকতেন। একদিন আমাকে বলতে লাগলো যে, আমার অপর ভাইটিকে সারাদিন যাবত দেখছি না, তিনি কোথায় থাকেন? আমি বললাম, সে বকরি চরাতে যায়, এ কথা শুনে শিশু নবী বললেন, আমাকেও তাঁর সঙ্গে পাঠাবেন। এরপর হতে তিনিও তাঁর দুধভাই (আব্দুল্লাহ) এর সঙ্গে ছাগল চরাতে যেতেন। -খাসায়িস ১ম খন্ড ৫৫ পৃঃ।

ایک مرتبہ دونوں مواشی میں پھیر رہے تھے کہ عبد اللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو دو سفید کپڑوں والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا۔ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں مگر رنگ (خوف سے) متغیر ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ دو شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھکو پکڑ کر لٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا۔ معلوم نہیں کیا تھا۔

প্রশ্ন ঃ শৈশকালে নবী করীম (সা.) এর বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি বলো?
উত্তর ঃ একবার তারা দুইভাই ছাগল চরাচ্ছিল, হঠাৎ আব্দুল্লাহ হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে ঘরে এসে তার পিতাকে বললো আব্বা! আমার কুরাইশী ভাইকে দু'জন সাদা পোশাক পরিহিত ব্যক্তি ধরে শুইয়ে তাঁর পেট ফেড়ে ফেলেছে। আমি তাঁকে সে অবস্থায়ই রেখে চলে এসেছি। এ খবর শুনে আমরা দু'জনই (হালীমা সাদিয়া ও তার স্বামী) চিন্তিত হয়ে দ্রুত মাঠের দিকে ছুটে চললাম। সেখানে পৌঁছে দেখি তিনি মাটির উপর বসে আছেন। তবে আতংকে চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম- বৎস! কি হয়েছে? তিনি বললেন- শুভ্রবস্ত্র পরিহিত দু'জন ব্যক্তি এলো এবং আমাকে ধরে মাটিতে শুইয়ে আমার পেট ফেড়ে ফেললো; এরপর পেট থেকে কি যেন খুঁজে বের করলেন; জানি না তা কি ছিল।

শব্দার্থ ঃ ہانپتے হাপাতে। شکم পেট। چاک বিদীর্ণ, ফেরে ফেললো। متغیر পরিবর্তন। বিবর্ণ। کاہن গণক। سینہ সিনা, বুক। آل عرب আরববাসী। مٹادیگا বিলুপ্ত করে দিবে।

টীকা.১ শৈসব কালে নবীজীর এমতর সাম্য চেতনা বিষেশভাবে লক্ষ্যনীয় যে, আমার ভাই কাজ করবে আমি কেন করবো না।

ہم آپکو گھر لائے اسکے بعد میں آپکو ایک کاہن کے پاس لیگئی وہ آپ کو دیکھتے ہی فورا اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینہ پر اٹھالیا اور چلانا شروع کیا کہ اے آل عرب دوڑو جو بلا عنقریب تم پر پہنچنے والی تھی اسکو دفع کرو جسکی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کردو اور مجھے بھی اسکے ساتھ قتل کردو۔ اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے دین کو مٹا دیگا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دیگا جو تم نے ابتک کبھی نہیں سنا۔

প্রশ্ন ঃ বক্ষ বিদারণের পর মাঠ থেকে বাড়ীতে পৌঁছার পর হযরত হালিমা সাদিয়া নবীজী (সা.) কে জনৈক জ্যোতিষীর নিকট নিয়ে গেলে জ্যোতিষী কি বললো?

উত্তরঃ অতঃপর আমরা তাকে বাড়ী নিয়ে আসি, এরপর আমি তাকে জনৈক জ্যোতিষীর নিকট নিয়ে যাই।১ জ্যোতিষী তাঁকে দেখা মাত্র স্বীয় জায়গা হতে উঠে তাঁকে বুকে তুলে নিলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো।

হে আরববাসী! ছুটে এসো! অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর যে বিপদ আসন্ন সূচনাতেই তা প্রতিহত কর। অর্থাৎ, এ বালকটিকে হত্যা কর। আর তাঁর সাথে আমাকেও হত্যা করে দাও! পক্ষান্তরে তোমরা যদি তাঁকে ছেড়ে দাও, তাহলে মনে রাখবে যে, সে তোমাদের ধর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিবে এবং এক ধর্মের প্রতি তোমাদেরকে আহবান করবে যা এ যাবত তোমরা কখনো শোননি।

حلیمہؓ یہ سنکر جھنجھلا اٹھی اور آپکو اس بد بخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہوگیا ہے تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہئے۔ حلیمہؓ آپؐ کو لیکر گھر آگئیں لیکن اس دوسرے واقعہ نے انکو اس پر آمادہ کردیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد (خصائص کبری) کردیں کیونکہ کما حقہ تحفظ نہ کرسکتی تھیں۔ (ماخوذ از شواہد النبوۃ لمولانا الجامی

جب مکہ پہنچکر آپ کو آپ کی والدہ شریفہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہؓ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کرکے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟

টীকা.১ ইসলামের পুর্বে কিছু মানুষ জ্বিন ও শয়তানের সাহয্যে আসমানী খবর এবং গোপন কথা বার্তা জেনে নিয়ে গায়েবী খবরের দাবীদার হতো। তাদেরকে কাহেন বা গনক বলা হয়। সিরাতে ইবনে হিসাম হাসিয়া "যা-দুল মা'আদ" পৃ: ৮০, আল-গায়া পৃ: ৮৯।

اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سنکر فرمایا کہ بیشک میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے (ابن ہشام)

প্রশ্ন ঃ জ্যোতিষীর কথা শুনে হযরত হালীমা (রা.) কি করলেন?

উত্তর ঃ জ্যোতিষীর এ কথা শুনে হালীমা (রা.) শিউরে উঠলেন এবং বালক মুহাম্মাদ (সা.) কে ঐ দুর্ভাগার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললেন- তুমি পাগল হয়ে গেছো। তোমার মস্তিস্কের চিকিৎসা করাতে হবে। হযরত হালীমা (রা.) তাঁকে নিয়ে স্বীয় বাড়ীতে চলে এলেন।

দ্বিতীয় এই ঘটনাটি তাঁকে তাঁর মাতার নিকট ফেরত দানে বাধ্য করল। কারণ পুরোপুরি ভাবে তাঁর নিরাপত্তা দিতে পারছিলেন না হালীমা।

মক্কা পৌঁছার পর যখন তাঁকে তাঁর মাতার নিকট সোপর্দ করলেন, তখন তিনি হালীমা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন- এতো আগ্রহের সাথে ফেরত নিয়ে যাওয়ার পর এতো শীঘ্র ফেরত দিয়ে যাওয়ার কারণ কি? পিড়াপীড়ির পর হযরত হালীমা (রা.) কে সমস্ত ঘটনা বলতে হলো। তিনি উক্ত ঘটনা শুনে বললেন- নিঃসন্দেহে আমার এ ছেলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এরপর তিনি গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সময়ের বিস্ময়কর ঘটনাবলী শুনালেন।-ইবনে হিশাম পৃঃ ৯।

آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کی وفات

নবীজী (সা.) এর সম্মানিতা মাতার ইন্তিকাল

جب آپکی عمر شریف چار یا چھ برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بمقام ابواء آپ کی والدہ ماجدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی (مغلطائی)

بچپن کا زمانہ چھ سال کی عمر ہے۔ والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا۔ لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانیوالا ہے، وہ ان سب اسباب سے بے نیاز ہے۔

শব্দার্থ ঃ جھنجھلانا শিহরণ। اصرار পীড়াপীড়ি। عرض আবেদন। حیرت انگیز বিস্ময়কর।

প্রশ্ন ঃ নবীজী (সা.) এর মাতা কখন কোথায় ইন্তিকাল করেন?

উত্তর ঃ নবীজী (সা.) এর পবিত্র বয়স যখন চার মাস ছয় বছর, তখন মাদীনা হতে ফেরার সময় "আবওয়া" নামক স্থানে তাঁর সম্মানিতা মাতাও এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। -সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ১০।

শৈশবকাল। বয়স মাত্র ছয়। পিতৃছায়া তো পূর্বেই উঠে গিয়েছিল, আর এখন মায়ের স্নেহ ও সোহাগের ও যবনিকা হলো। কিন্তু ইয়াতীম রত্নটি যে করুণা ময়ের কোলে প্রতিপালিত হবেন, তিনি তো এসব কারণের প্রতি মুখাপেক্ষি নয়।

عبدالمطلب کی وفات

আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল

والدین کے بعد آپ اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس رہے لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانیوالا ہے مسبب الاسباب اس کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب آپکی عمر آٹھ برس دو مہینہ دس دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دینا سے رحلت فرما گئے

প্রশ্ন ঃ নবীজী (সা.) এর দাদা আবদুল মুত্তালিব কখন ইন্তিকাল করেন? পিতা-মাতা এবং দাদা একের পর এক সকলে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেয়ার মাঝে আল্লাহর কি উদ্দেশ্য ছিল?

উত্তরঃ পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর নবীজী (সা.) স্বীয় দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এটাই দেখানো উদ্দেশ্য ছিল যে, এ শিশুটি কেবলমাত্র আপন প্রভুর করুণার কোলে প্রতিপালিত হবেন, জাগতিক সকল উপায়-উপকরণে স্রষ্টাই তাঁর লালন পালনের যিম্মাদার। যখন তাঁর বয়স আট বছর দু'মাস দশ দিন হলো, সেদিন তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিবও পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

শব্দার্থ ঃ نونہال নবজাতক,শিশু। رحلت রওয়ানা,ইন্তিকাল। آغوش কোল। کفیل

آپ ﷺ کا سفر شام

নবীজী (সা.) এর সিরিয়া ভ্রমণ

اس کے بعد آپ کے حقیقی چچا ابو طالب آپکے ولی ہوئے اور آپ ان کے پاس رہے یہانتک کہ آپکی عمر شریف بارہ برس دو مہینہ دس دن کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کیلئے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیکر شام کی طرف چلے۔ راستہ میں مقام تیماء میں اقامت فرمائی۔

প্রশ্ন ঃ নবীজী (সা.) চাচা আবু তালিবের সঙ্গে কত বছর বয়সে সিরিয়া ভ্রমণ করেন এবং কেন?

উত্তর ঃ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর আপন চাচা আবু তালিব তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং তিনি চাচার নিকট অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন বার বছর দু'মাস দশ দিন, তখন আবু তালিব ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরের ইচ্ছা করেন। নবীজী (সা.) কে সঙ্গে নিয়ে তিনি সিরিয়ার পথে রওনা হলেন। পথে 'তাইমা' নামক স্থানে অবস্থান করেন।

آپکے متعلق یہود کی ایک بڑے عالم کی پیشینگوئی

নবীজী (সা.) সম্পর্কে ইহুদীদের এক বড় আলিমের ভবিষ্যদ্বাণী

آپ مقام تیماء میں مقیم تھے کہ اتفاقا یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرا الراہب کہا جاتا تھا آپ کے پاس گذرے۔ آپ کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ بحیرا نے کہا کہ کیا آپ اس پر مہربان ہیں؟ اور اسکی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بیشک۔ یہ سنکر بحیرا راہب نے خدا کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر تم اسکو شام لے گئے تو اس کو یہود قتل کر

শব্দার্থ ঃ حقیقی আপন। ولی অভিভাবক। تیماء জায়গার নাম। اقامت অবস্থান।

ڈالیں گے کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کریگا۔ میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتاب میں پاتا ہوں۔

প্রশ্ন ঃ সিরিয়া যাওয়ার পথে জনৈক ইহুদী আলিম নবীজী (সা.) সম্পর্কে কি ভবিষ্যদ্বাণী করেন?

উত্তর ঃ নবীজী (সা.) 'তাইমা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তখন 'বুহাইরা রাহেব' নামক জনৈক ইহুদী আলিম তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, নবীজী (সা.) কে দেখামাত্র তিনি আবু তালিবকে সম্বোধন করে বললেন- আপনার সাথের এ ছেলেটি কে? আবু তালিব বললেন- আমার ভাতিজা 'মুহাম্মাদ'। বুহাইরা বললেন- আপনি কি এ ছেলেটির প্রতি দয়াশীল? আপনি কি তাঁর হিফাজত কামনা করেন? আবু তালেব বললেন! অবশ্যই ! একথা শুনে বুহাইরা রাহেব বললেন- আল্লাহর কসম! আপনি যদি একে সিরিয়া নিয়ে যান, তাহলে ইহুদীরা তাঁকে মেরে ফেলবে। কারণ এ বালকটি আল্লাহর নবী হবেন। তিনি ইহুদী ধর্মকে রহিত করে দিবেন, আমি ঐশী গ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন গুণ ও আলামত পেয়েছি?

فائدہ

بحیرا راہب نے چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ السلام کا پورا حلیہ مذکور تھا اسلئے اس نے دیکھکر آپ کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیا ہیں جو تورات کو منسوخ اور احبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کرینگے۔ ابو طالب کو بحیرا کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور آنحضرت کو مکہ معظّمہ واپس کر دیا (مغلطائی)

প্রশ্ন ঃ বুহাইরা রাহেব কোন আসমানী গ্রন্থে নবীজী (সা.) এর গুণাবলী দেখতে পান? বুহাইরা রাহেবের কথায় তাঁর চাচা আবু তালিব কি করলেন?

উত্তর ঃ বুহাইরা রাহেব যেহেতু তাওরাতের আলিম ছিলেন, আর তাওরাতে নবীজী (সা.) এর পূর্ণ গঠনাকৃতি ও প্রকৃতি সব কিছুই উল্লেখিত ছিল, এ

শব্দার্থ ঃ حلیہ গঠনাকৃতি। احبار ধর্ম যাজক। خطرہ শংকা।

জন্য তিনি দেখামাত্রই চিনে ফেলেন যে, এ বালকই সেই শেষ নবী হবেন, যিনি তাওরাতকে রহিত করবেন এবং ইহুদী ধর্ম যাজকদের রাজত্বের অবসান ঘটাবেন। বুহাইরার এ উক্তিতে আবু তালিবের মনে আশংকা জাগল। তিনি নবীজী সা.কে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। -সীরাতে মোগলতাঈ পৃঃ ১০।

دوبارہ سفر شام بغرض تجارت

ব্যবসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার সিরিয়া সফর

مکہ معظّمہ میں خدیجہؓ اس وقت ایک مالدار عورت تھیں اور ساتھ ہی نہایت عقلمند اور تجربہ کار۔ جن غریب لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتیں انکو اپنا مال سپرد کر دیتیں کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کر آؤ۔ اس قدر تم کو بھی دیا جائیگا۔

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদীজা (রা.) কিভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করতেন?

উত্তর ঃ সেকালে পবিত্র মক্কা নগরীতে খাদীজা (রা.) নামক এ সম্পদশালী রমণী ছিলেন। এই সঙ্গে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি এবং অভিজ্ঞ নারী। যে সকল গরীব লোকদেরকে সুচতুর ও বিশ্বস্ত মনে করতেন, তাদের কাছে নিজের ব্যবসার পণ্য দিতেন এবং বলতেন অমুক জায়গায় বিক্রি করে এসো। লভ্যাংশের এ পরিমাণ ভাগ তোমাকেও প্রদান করা হবে।

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا لیکن آپکی دیانت وامانت کا تمام مکہ والوں میں شہرہ تھا اور ہر ایک کو آپکے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ آپ امین کے لقب مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی خدیجہؓ پر پوشیدہ نہ تھی۔ اسلئے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپکے سپرد کر کے آپکی دیانتداری سے نفع اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر آپ ہماری تجارت کا مال شام کو لیجائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ کی خدمت کیلئے ہمراہ کر دیں اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپکی خدمت کریں۔

آپکی ذات مبارک چونکہ ایک بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی فوراً اس بعید سفر کیلئے طیار ہوگئے اور خدیجہؓ کے غلام میسرہ کو ساتھ لیکر ۱۲ ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہوگئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقلمندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کردیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے مکہ معظّمہ میں لاکر خدیجہؓ کو مال سپرد کردیا اسکو خدیجہؓ نے یہاں بیچا تو دوچند کے قریب نفع ہوا۔

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদীজা (রা.) নবীজীকে কেন তার ব্যবসা পরিচালনার ভার গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন এবং কি কি চুক্তি করেন? নবীজী (সা.) প্রস্তাব পেয়ে কি করলেন?

উত্তর ঃ তখনো নবীজী (সা.) নবুওয়াত প্রাপ্ত হননি। তবে তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততা গোটা মক্কাবাসীর মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। সকলের নিকট ছিল তাঁর অনুপম ও পুত-পবিত্র চরিত্রের গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা। তিনি 'আল আমীন' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। তাঁর এ সুখ্যাতি ও মহত্ত্ব খাদীজা (রা.) এর কাছে গোপন ছিলনা। এজন্য তিনি তাঁর কাছে স্বীয় ব্যবসা সোপর্দ করে তাঁর বিশ্বস্ততা দ্বারা উপকৃত হওয়ার ইচ্ছা করলেন। এ মর্মে তিনি রাসূলে করীম (সা.) এর নিকট বলে পাঠালেন যে, আপনি যদি আমার ব্যবসার পণ্য নিয়ে সিরিয়া যান, তাহলে আপনার সেবার জন্য আমি আমার একজন গোলাম আপনার সঙ্গে দিয়ে দেব এবং অন্যদেরকে লভ্যাংশের যে পরিমাণ ভাগ দিয়ে থাকি, আপনাকে তাঁর চেয়ে অধিক প্রদান করবো।

নবী করীম (সা.) যেহেতু অত্যন্ত সাহসী ও প্রশস্ত মনের অধিকারী ছিলেন, তাই প্রস্তাব পাওয়া মাত্র সেই দুরবর্তী সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। খাদিজা (রা.) এর গোলাম মাইসারাকে সঙ্গে নিয়ে ১৬ ই যিলহজ্জ সিরিয়ার পানে রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে অনেক বেশী মুনাফায় সেসব পণ্য বিক্রি করলেন এবং সিরিয়া হতে অন্য মাল ক্রয় করে মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কা মোয়াজ্জমায় পৌঁছে খাদীজা (রা.) এর নিকট উক্ত পণ্য পেশ করলেন। খাদীজা (রা.) তা মক্কায় বিক্রি করলে প্রায় দ্বিগুণ লাভ হয়।

শব্দার্থ ঃ برگزیدہ নির্বাচিত, পুণ্যবান। اعتبار গ্রহণযোগ্যতা, আস্থা। دیانت داری বিশ্বস্ততা। نفع লাভ। ہمت بلند উচ্চ সাহস। وسیع الخیال উদার চিন্তার অধিকারী। فروخت বিক্রী।

www.smfoundationbd.com

شام کے راستہ میں جب آپ ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے ایک راہب نسطور نامی نے آپ کو دیکھا اور نبی آخر الزمان ؐ کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھیں آپ میں دیکھکر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہیں؟ اس نے کہا کہ مکہ معظّمہ کے رہنے والے قریش میں کے ایک شریف جوان ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ نبی ہوں گے۔ (از مغلطائی والصالحات)

প্রশ্নঃ সিরিয়ার পথে নাসতুরা নামক জনৈক পাদ্রী কি ভবিষ্যত বাণী করেছিলো?

উত্তর ঃ সিরিয়ার পথে রাসূল (সা.) এক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সেখানে নাসতুরা নামক জনৈক পাদ্রী নবীজী (সা.) কে দেখে তাঁর মধ্যে শেষ যুগে আগমনকারী নবীর যেসব নিদর্শনাবলী পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমুহে উল্লেখিত ছিল, তাঁর মধ্যে সেসব নির্দশনাবলী দেখতে পেয়ে তিনি চিনে ফেললেন। পাদ্রী পূর্ব থেকেই মাইসারাকে চিনতেন। তাই তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- তোমার সাথের এ লোকটি কে? সে উত্তরে বললো- মক্কা মুয়াজ্জমার অধিবাসী কুরাইশ গোত্রের একজন ভদ্র যুবক। তিনি বললেন- ভবিষ্যতে তিনি নবী হবেন। -সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ১২,ও আসসালিহাত হতে সংগৃহীত।

حضرت خدیجہؓ سے نکاح

হযরত খাদীজা (রা.) এর সঙ্গে নবীজীর বিবাহ

خدیجہؓ ایک عقلمند فہمیدہ عورت تھیں۔ آپؐ کی شرافت اور محیر العقول اخلاق کو دیکھکر ان کو ایک سچا اعتقاد اور خالص انس ہوگیا۔ جس سے خدیجہؓ نے خود ارادہ کیا کہ اگر آپ منظور فرماویں تو آپ ہی سے نکاح کرلیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اکیس سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہؓ سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہؓ کی عمر اس وقت چالیس اور بعض روایات کی رو سے پینتالیس سال تھی۔ (مغلطائی)

শব্দার্থ ঃ محیر العقول বিস্ময়কর। اعتقاد ভক্তি। انس প্রীতি অনুরাগ।

প্রশ্ন ঃ খাদীজা (রা.) নবী করীম (সা.) কে কেন বিবাহের প্রস্তাব দিলেন? তখন উভয়ের বয়স কতোছিল?

উত্তরঃ খাদীজা (রা.) ছিলেন একজন বুদ্ধিমতি বিচক্ষণ রমণী, রাসূল (সা.) এর অনুপম ভদ্রতা ও বিস্ময়কর চরিত্র মাধুরী প্রত্যক্ষ করে তাঁর প্রতি তাঁর খাঁটি আস্থা ও অকৃত্রিম ভালবাসা সৃষ্টি হয়। যার ফলে খাদীজা (রা.) নিজেই ইচছা পোষণ করলেন যে, যদি তিনি সম্মত হন, তাহলে তাঁর সাথেই পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যাবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বয়স যখন১ একুশ বছর তখন হযরত খাদীজার সঙ্গে তাঁর বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। সে সময় হযরত খাদীজা (রা.) এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। অন্যান্য বর্ণনা মতে পঁয়তাল্লিশ বছর ছিল। -মোগলতাঈ।

نکاح میں ابوطالب اور بنو ہاشم اور رؤسائے مضر سب جمع ہوئے۔ ابوطالب نے خطبۂ نکاح پڑھا۔ اس خطبہ میں ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ ہیں جو اگر چہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپکے مقابلہ میں رکھا جائے آپ اس سے زیادہ عالی مرتبہ نکلیں گے۔ کیونکہ مال ایک زائل ہو جانیوالا سایہ اور ٹوٹنے والی چیز ہے اور یہ محمدؐ جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کل مہر معجّل اور مؤجل میرے مال سے ہے اور خدا کی قسم اسکے بعد انکی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔ ابوطالب کے یہ الفاظ آپ کی شان میں اس وقت ہیں جب کہ آپ اکیس سال کی عمر میں ہیں اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی۔ پھر اس پر یہ طرہ کہ ابوطالب اپنے اسی قدیم مذہب پر ہیں جس کے مٹانے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی وقف ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جاسکتی۔

শব্দার্থ ঃ روسائے নেতৃবর্গ। شریفانہ ভদ্রোচিত। ٹوٹنے والی ধ্বংসপ্রাপ্ত।

টীকা.১ নবী করীম (সা.) এর বিবাহকালীন বয়সের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা রয়েছে। যথা ২১,২৯,৩০ ও ৩৭। সীরাতে মোগলতাঈ)

الغرض حضرت خدیجہؓ سے آپ کا نکاح ہوگیا۔ وہ آپکی خدمت میں چوبیس سال رہیں۔ کچھ مدت نزول وحی سے پہلے اور کچھ نزول وحی کے بعد۔

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সা.) এর বিবাহ অনুষ্ঠানে কারা উপস্থিত ছিলেন এবং আবু তালিব বিবাহের খুতবায় নবীয়ে আকরাম (সা.) সম্পর্কে কি কি বলেছিলেন?

উত্তর ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে আবু তালিব এবং বনু হাশিম ও মুযার গোত্রের নেতৃবর্গ সমবেত হয়েছিলেন। আবু তালিব বিবাহের 'খুতবা' পাঠ করেন। সে খুতবায় আবু তালিব নবীজী (সা.) সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা বিশেষ ভাবে শ্রবণ করার মত। যার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

'ইনি হলেন আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ' সহায়-সম্বলের দিক দিয়ে তিনি দরিদ্র হলেও ভদ্রোচিত চরিত্র ও অনুপম গুণাবলীর দিক থেকে যাকেই তাঁর সম্মুখে দাঁড় করানো হবে তাঁর থেকে তিনি অতি মহত ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হবেন। কেননা, ধন-সম্পদ এক ধরণের বিলীয়মান ছায়া এবং ক্ষণস্থায়ী বস্তু বিশেষ। (আমার ভাতিজা) এ মুহাম্মাদ (সা.) যার রক্তের সম্পর্কের কথা তোমরা সকলেই অবগত রয়েছো,আজ খুওয়াইলিদের কন্যা খাদীজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচেছন। তাঁর নগদ ও বাকী সকল মোহর আমার সম্পদ থেকে পরিশোধ করা হবে। আল্লাহর শপথ! এরপর অচিরেই তিনি অধিকতর সম্মান ও মর্যদার অধিকারী হবেন।

রাসূলে আকরাম (সা.) সম্পর্কে আবু তালিবের এ কথাগুলো ঐ সময়ের বিবৃত, যখন তাঁর বয়স একুশ বছর। প্রকাশ্যভাবে তখনো তাঁকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়নি। অধিকন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আবু তালিব ছিলেন সেই আদি ধর্মের বিশ্বাসী যাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য রাসূলে মকবুল (সা.) এর সমস্ত জীবন উৎসর্গিত ছিল। তবে বাস্তব কথা হলো এই যে, সত্য কথা কখনো গোপন রাখা যায় না।

মোটকথা, খাদীজা (রা.) এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে গেল। নবীজী (সা.) এর খেদমতে খাদীজা (রা.) চব্বিশ বছর কাটিয়েছেন। ওহী অবতীর্ণের পূর্বে কিছুকাল এবং কিছুকাল ওহী অবতীর্ণের পরে।

آپ ﷺ کی اولاد حضرت خدیجہؓ سے

হযরত খাদীজার গর্ভে নবীজীর (সা.) সন্তানাদি

حضرت خدیجہؓ سے آپ کے دو فرزند اور چار صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ فرزندار جمند قاسمؓ اور طاہرؓ تھے۔ قاسمؓ کے نام سے ہی آپ کی کنیت۔ ابوالقاسم مشہور ہے اور طاہرؓ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔

چار صاحبزادیاں حضرت فاطمہؓ، حضرت زینبؓ، حضرت رقیہؓ، حضرت ام کلثوم تھیں۔ حضرت زینب آپکی اولاد میں سب سے بڑی تھیں رضی اللہ عنھن وعنا اجمین۔

یہ سب اولاد حضرت خدیجہؓ کے بطن سے تھیں۔ البتہ آپکے تیسرے صاحبزادے جنکا نام ابراہیمؓ تھا صرف وہ ماریہ قبطیہؓ سے تھے۔ آپکے یہ تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ البتہ حضرت قاسمؓ کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ سواری پر سوار ہو جائیں۔ (مغلطائی)

প্রশ্ন ঃ হযরত খাদীজা (রা.) এর গর্ভে নবীজী (সা.) এর মোট কয়জন সন্তানাদি জন্মলাভ করেছিল তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ হযরত খাদীজা (রা.) এর গর্ভে রাসূল (সা.) এর দু'টি পুত্র এবং চার জন কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেন। ভাগ্যবান পুত্র দু'জনের নাম হলো হযরত কাসিম ও তাহির (রা.)। কাসিম (রা.) এর নামানুসারে রাসূল (সা.) এর ডাক নাম প্রসিদ্ধ ছিল আবুল কাসিম। হযরত তাহির (রা.) সম্পর্কে কথিত আছে যে, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আব্দুল্লাহ।১ কন্যা চার জনের নাম এই- হযরত ফাতিমা (রা.)২, হযরত যয়নব (রা), হযরত রুকাইয়্যা (রা.) ও হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)। রাসূল (সা.) এর সন্তানগণের মধ্যে সবার প্রিয় ছিলেন হযরত ফাতিমা (রা.)। এসকল কন্যাই ছিল হযরত খাদীজা (রা.) এর গর্ভের। অবশ্য রাসূলুল্লাহর (সা.) তৃতীয় পুত্র হযরত ইবরাহীম (রা.) হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভের ছিলেন। রাসূল (সা.) এর তিনটি ছেলেই শৈশবে ইন্তিকাল করেন। তবে কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত কাসিম (রা.) সওয়ারীর উপর আরোহণ করার বয়সে পৌঁছে ছিলেন। -মোগলতাঈ।

টীকা.১ যাদুল মা'আদের বর্ণনা অনুযায়ী তার মুল নাম ছিল আব্দুল্লাহ। কাসেম ও তাহের উভয়টিই ছিল তার উপাধি।

টীকা. ২ হাফেজ ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) যাদুল মা'আদে কে বড় এব্যাপারে বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন। কেউ হযরত যয়নবকে, কেউ হযরত রুকাইয়াকে, কেউ হযরত উম্মে কুলসুমকে সকলের বড় বলে মন্তব্য করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত রুকাইয়া সকলের বড় ছিলেন। উম্মে কুলসুম সকলের ছোট ছিলেন।

آپ ﷺ کی چاروں صاحبزادیاں

নবীজী (সা.) এর কন্যা চতুষ্টয়

حضرت فاطمہؓ باجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ان کا نکاح پندرہ برس ساڑھے پانچ ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔چارسو اسی درہم مہر مقرر کیا گیا۔جسکے تقریبا ایکسو پچاس روپے کلدار ہوتے ہیں۔

প্রশ্নঃ নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা (রা.) সম্পর্কে যা জান বর্ণনা দাও।
উত্তর ঃ উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে হযরত ফাতিমা (রা.) অপরাপর সকল কন্যাদের মাঝে শ্রেষ্ট ছিলেন। নবী করীম (সা.) তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন- ফাতিমা জান্নাতী সকল নারীদের সরদার হবেন। পনের বছর সাড়ে পাঁচ মাস বয়সে হযরত আলী (রা.) এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। মোহর ধার্য হয়েছিল চারশ আশি দিরহাম বা রৌপ্য মুদ্রা যা বর্তমান হিসেবে প্রায় ১৫০ (একশত পঞ্চাশ)তোলা রৌপ্য সমপরিমাণ।

اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا۔ایک چادر، ایک تکیہ جسمیں کھجور کے درخت کا گودہ بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدا، ایک بان کی چارپائی، ایک چھاگل اور دو مٹی کے گھڑے اور دو مشکیزے اور ایک چکی۔(طبقات ابن سعد وغیرہ)

چکی پیسنا اور گھر کے سب کاروبار خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔دونوں جہان کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح اور جہیز اور مہر یہ ہے اور انکی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے۔کیا اسکو دیکھکر بھی وہ عورتیں نہ شرمائینگی جو بیاہ شادی کی رسموں میں اپنے دین و دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔

শব্দার্থঃ جہیز উপঢৌকন। گودہ ছাল। چھاگل পানির পাত্র। گھڑ মাটির কলস। چمڑے کا گدا গদী। لاڈلی আদুরে। مشکیزے মশক।

প্রশ্ন ঃ হযরত ফাতিমা (রা.) এর বিবাহের উপঢৌকন কি কি ছিল?

উত্তর ঃ জান্নাতের রমণীকুলের এ সরদারের বিবাহের উপঢৌকন ছিল একটি চাদর, একটি খেজুর বৃক্ষের ছালভর্তি বালিশ, একটি চামড়ার তোষক, একটি বান এর খাটিয়া, একটি চামড়ার পান-পত্র, দুটি মাটির কলস, দুটি মশক এবং একটি আটা পেষণের চাক্কি। -তবকাতে ইবনে সাদ প্রমুখ।

চাক্কি পেষণ সহ ঘরের যাবতীয় কার্জ তিনি নিজ হাতে করেন। এই ছিল উভয় জগতের সরদারের সর্বাধিক প্রিয়তম কন্যার বিবাহের উপঢৌকন ও মোহর। আর এই ছিল তাঁর দারিদ্র জীবনের বাস্তব চিত্র। এসব দেখেও কি ঐ সকল নারীগণের লজ্জা হয় না যারা বিবাহ-শাদী অনুষ্ঠানে স্বীয় দ্বীন ও দুনিয়াকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়।

اس میں خداوند تعالی کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی صرف دختری اولاد سے آپکی نسل دنیا میں پھیلی۔ لیکن بیٹیوں میں صرف فاطمہ ؓ کی اولاد باقی رہی ہے۔ دوسری صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی بعض کی زندہ نہیں رہی۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলে করীম (সা.) এর কোন পুত্র সন্তান জীবিত না থাকার পিছনে কি রহস্য ছিল? এবং কার মাধ্যমে নবীজী (সা.) এর বংশ বিস্তার লাভ করেছে?

উত্তর ঃ এতে আল্লাহ তা'আলার বিরাট হেকমত বা রহস্য নিহীত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিল না। কেবল কন্যা সন্তানগণের মাধ্যমেই পৃথিবীতে তাঁর বংশ বিস্তার লাভ করেছে। কন্যাগণের মধ্যেও শুধুমাত্র হযরত ফাতিমা১ (রা.) এর সন্তানগণই জীবিত ছিলেন। অন্যান্য কন্যাগণের মধ্য হতে কারো কারো সন্তানই হয়নি। আবার কারো সন্তান বেঁচে ছিলো না।

حضرت زینب ؓ کا نکاح ابوالعاص بن الربیع سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا اور ایک لڑکی (امامہ) پیدا ہوئیں جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ ؓ کے بعد نکاح کیا۔ لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

টীকা.১ হযরত ফামেতা (রা.) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আসগর হোসাইন (রহ.) রচিত কিতাব "নেক বিবিয়া" গ্রন্থখানা পাঠ করতে পারেন। এতে ঈমান তাজা হবে। এটি কুতুবখানা এমদাদিয়া দেওবন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রশ্নঃ নবী নন্দিনী হযরত জয়নব (রা.) সম্পর্কে যা জান লিখ?

উত্তর ঃ হযরত জয়নব (রা.) এর বিবাহ হয় হযরত আবুল আস ইবনে রাবী' এর সাথে। তাঁর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প বয়সেই ইন্তিকাল করেন এবং একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, যার নাম ছিল উমামা। যাকে হযরত আলী (রা.) ফাতিমা (রা.) এর ইন্তিকালের পর বিবাহ করেন। কিন্তু তাঁর উদরে কোন সন্তানাদি হয়নি।

رقیہؓ حضرت عثمان غنیؓ کے نکاح میں آئیں اور ہجرت حبشہ میں آپکے ساتھ رہیں ۲؁ھ میں غزوۂ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہوگئیں۔ ان کے بعد ۳؁ھ میں انکی دوسری بہن ام کلثوم کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی سے کردیا۔ اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ذی النورین ہوا۔ ۹؁ھ میں انکا بھی انتقال ہوگیا۔ اسوقت آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو انکو بھی انکے نکاح میں دیدیتا۔ (مغلطائی)

প্রশ্ন ঃ নবী নন্দিনী হযরত রুকাইয়্যা (রা.) ও উম্মে কুলসুম সম্পর্কে যা জান লিখ।

উত্তরঃ হযরত রুকাইয়্যা (রা.) এর বিবাহ হয় হযরত উসমা গণী (রা.) এর সঙ্গে। আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরী সনে মুসলিম মুজাহিদগণের বদর যুদ্ধ হতে ফেরার প্রাক্কালে নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

অতঃপর তৃতীয় হিজরী সনে তাঁর অপর বোন হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) কে ও রাসূল (সা.) হযরত উসমান (রা.) এর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেন। আর এ কারণেই হযরত উসমান (রা.) এর উপাধী ছিল 'যুন্ নূরাইন' (দুই নূরের মালিক)।

নবম হিজরীতে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। তখন নবীজী (সা.) ইরশাদ করেছিলেন- "যদি আমার তৃতীয় কোন মেয়ে থাকতো, তাহলে তাঁকেও উসমানের সাথে বিবাহ দিতাম"। -সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ১৬-১৭।

www.smfoundationbd.com

عورتیں یاد رکھیں

নারী জাতি স্মরণ রেখো!

سیر کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہؓ حضرت عثمانؓ سے ناراض ہوکر آں حضرت ﷺ سے شکایت کرنے آئیں آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے۔ جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا وآخرت دونوں درست ہوسکتی ہیں (اوجز السیر لابن الفارس)

প্রশ্ন ঃ হযরত রুকাইয়্যা (রা.) এর দাম্পত্য জীবনে নারী জাতির জন্য কি শিক্ষা রয়েছে?

উত্তরঃ নারী জাতির স্মরণ রাখা দরকার যে, সীরাত গ্রন্থ সমূহে নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় রয়েছে যে, একবার হযরত রুকাইয়্যা (রা.) স্বামী হযরত উসমানের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে নবীজী (সা.) এর নিকট অভিযোগ পেশ করতে এলেন। রাসূল (সা.) বললেন- মহিলারা অন্য কারো নিকট স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করবে এটা আমার নিকট অপছন্দনীয়। যাও নিজ গৃহে যেয়ে বস, এই হলো মেয়েদের শিক্ষা, যা দ্বারা তাঁদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ঠিক হতে পারে। -আওজাযুস সিয়ার, ইবনে ফারিছ।

باقی ازواج مطہرات

নবী করীম (সা.) এর অন্যান্য পুতঃপবিত্র পত্নীগণ

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ کی حیات میں کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ہجرت سے تین سال پہلے جب انکی وفات ہوگئی اور آپ کی عمر ۴۹ برس میں پہنچی تو اور خواتین بھی آپ کے نکاح میں آئیں جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

(۱) سودہؓ بنت زمعہ، (۲) عائشہؓ، (۳) حفصہؓ، (۴) زینبؓ بنت خزیمۃ، (۵) ام سلمۃؓ (۶) زینبؓ بنت جحش، (۷) جویریہؓ، (۸) ام حبیبہؓ، (۹) صفیہؓ، (۱۰) میمونہؓ۔

প্রশ্নঃ হযরত খাদীজা (রা.) ছাড়া নবী করীম (সা.) এর কয়জন স্ত্রী ছিলো এবং তাদের নাম কি কি?

উত্তর ঃ হযরত খাদীজা (রা.) জীবিত থাকাবস্থায় হুযূরে আনওয়ার (সা.) অন্য কোন নারীকে বিবাহ করেননি। হিজরতের তিন বছর পূর্বে যখন খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করেন এবং রাসূল (সা.) এর বয়স ৪৯ বছরে উপণীত হয় তখন আরো কতিপয় নারীগণও তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের নাম হলো- ১. সাওদা বিনতে যাম'আ (রা.) ২. আয়িশা (রা.) ৩. হাফসা (রা.) ৪. যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা.) ৫. উম্মে সালামা (রা.) ৬. যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) ৭. জুওয়াইরিয়া (রা.) ৮. উম্মে হাবীবা (রা.) ৯. সাফিয়্যা (রা.) ১০. মাইমুনা (রা.)।

یہ گیارہ ہیں جن میں سے دو سامنے وفات پا گئیں اور نو آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں اور یہ باجماع امت صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ امت کیلئے چار سے زائد عورتیں ایک وقت میں بصورت نکاح جمع کرنا جائز نہیں۔ اور اس خصوصیت کی بعض وجوہ آگے آتی ہیں۔

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) এর এগারজন স্ত্রীর মধ্যে ক'জন তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন?

উত্তর ঃ এ এগার জনের মধ্যে দু'জন তথা খাদীজা ও সাওদা (রা.) নবী করীম (সা.) এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। বাদ বাকী নয়জন তাঁর ওফাত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে এটা কেবল নবীজী (সা.) এরই জন্য বিশেষত্ব ছিল। উম্মতের জন্য চার জননের অধিক স্ত্রীকে একই সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা বৈধ নয়। নবীজী (সা.) এর বিশেষত্বের তাৎপর্য সামনে বর্ণিত হবে।

حضرت سودہؓ پہلے سکران بن عمرو کے نکاح میں تھیں۔ اسکے بعد آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔

প্রশ্ন ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রা.) এর প্রথম বিবাহ কার সঙ্গে হয়েছিল?

উত্তর ঃ হযরত সাওদা (রা.) প্রথমে সুকরান ইবনে আমরের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর স্ত্রী হয়েছেন।

حضرت عائشہ صدیقہؓ جو حضرت ابوبکر صدیقؓ کی صاحبزادی ہیں چھ برس کی عمر میں تھیں جبکہ آپ سے ان کا نکاح ہوا۔ اور ہجرت کے سال نو برس کی عمر میں رخصت ہوئی۔ اور جب آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال کی تھی۔

প্রশ্ন ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা.) এর সঙ্গে কখন বিবাহ হয় এবং তিনি কত বছর নবীজী (সা.) এর সাহচার্য লাভ করেন?

উত্তর ঃ হযরত আয়িশা (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর মেয়ে ছিলেন। নবীজী (সা.) এর সঙ্গে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। হিজরী প্রথম বর্ষে নয় বছর বয়সে তিনি স্বামী গৃহে আসেন। নবী করীম (সা.) এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর।

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نو سالہ مصاحبت سے آپ پر کیا رنگ چڑھا اور کیا حاصل ہوا اس کا حال اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جب کسی مسئلہ میں شک ہوتا تھا تو صدیقہ عایشہؓ کے پاس اس کا علم پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اجلۂ صحابہ آپ کے شاگرد ہیں۔

প্রশ্ন ঃ হযরত আয়িশা (রা.) নবীজীর মাত্র নয় বছরের সাহচর্যে কি কি হাসিল করেছিলেন? তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) এর সাহচর্যের কারণে হযরত আয়িশা (রা.) এর উপর যে প্রভাব পড়েছিল এবং তিনি কি হাসিল করে ছিলেন তা এতটুকু দ্বারাই অনুমাণ হয় যে, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম বলতেন- আমাদের যখন কোন বিষয়ে সন্দেহ হতো, তখন আমরা১ আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর নিকট তাঁর সঠিক জ্ঞান পেতাম। এ কারণেই বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তাঁর শিষ্য ছিলেন।

শব্দার্থ ঃ مصاحبت সাহচর্য। رنگ রঙ।

টীকা.১ হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে "নেক বিবিয়া" গ্রন্থখানি বিশেষ পাঠযোগ্য।

حضرت حفصہؓ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں پہلے انیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں ان کے بعد ہجرت سے دوسرے یا تیسرے برس آپ سے نکاح ہوا (مغطائی ۴۸)

প্রশ্ন ঃ হযরত হাফসা (রা.) কার কন্যা ছিলেন? নবীজী (সা.) এর সঙ্গে তাঁর কোন বছর বিবাহ হয় ?
উত্তর ঃ হযরত হাফসা (রা.) হযরত উমর (রা.) এর কন্যা ছিলেন। প্রথমে উনায়েস ইবনে হুযাইফা এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। অতঃপর হিজরতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে রাসূল (সা.) এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। -মোগলতাঈ পৃঃ ৪৮।

حضرت زینبؓ بنت خزیمہ ہلالیہ ام المساکین کے نام سے معروف ہیں۔ پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں اس نے طلاق دیدی پھر اسکے بھائی عبیدہ سے نکاح ہوگیا۔ جب یہ بھی غزوۂ بدر میں شہید ہوگئے تو ۳ھ میں غزوۂ احد سے ایک ماہ پہلے آں ﷺ کے نکاح میں آئیں (سیرت مغلطائی)
اور صرف دو ماہ نکاح میں رہ کر وفات پا گئیں (نشر الطب)

প্রশ্ন ঃ হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা.) এর প্রথমে কোথায় কোথায় বিবাহ হয়েছিল? নবীজী (সা.) এর সঙ্গে কখন তাঁর বিবাহ হয়?
উত্তর ঃ হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা হেলালিয়া (রা.) উম্মুল মাসাকিন নামে পরিচিতা ছিলেন। প্রথমে তুফায়েল ইবনে হারিছের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাঁর ভাই উবাইদা (রা.) এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলে তৃতীয় হিজরী সনে উহুদ যুদ্ধের এক মাস পূর্বে নবী করীম (সা.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। -সীরাতে মোগল তাঈ পৃঃ ৪৯। এবং মাত্র দু'মাস নবীজীর সংসারে অতিবাহিত করার পর পরোলোক গমন করেন। -নাশরুতীব।

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوسفیانؓ کی بیٹی ہیں پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں ان سے اولاد بھی ہوئی۔ یہ دونوں مسلمان ہوکر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ وہاں پہنچکر عبید اللہ بن جحش نصرانی ہوگیا اور ام حبیبہ اپنے ایمان پر قائم

رہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ ام حبیبہؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح دیں چنانچہ نجاشی نے پیغام دیا اور خود ہی نکاح کا وکیل ہوا اور چار سو دینار مہر بھی خود ہی ادا کر دیئے۔

প্রশ্ন ঃ হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) এর সঙ্গে নবীজী (সা.) এর বিবাহ কোথায় কিভাবে হয়?

উত্তর ঃ হযরত উম্মে হাবীবা (রা.) হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) এর কন্যা। প্রথমে উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে বিবাহ হয় এবং তাঁর ঘরে সন্তানাদিও হয়। উভয়ে মুসলামান হয়ে হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে গিয়ে ছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর (তার স্বামী) উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ খৃষ্টান হয়ে যায়। কিন্তু উম্মে হাবীবা (রা.) স্বীয় ঈমানে অটল-অবিচল থাকেন। সে সময় নবী করীম (সা.) আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীকে নবীজী (সা.) এর পক্ষ হতে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করার মর্মে পত্র লিখেন। নাজ্জাশী নির্দেশ মত প্রস্তাব দেন এবং নিজেই এ বিবাহের উকীল হন এবং মোহর হিসাবে চার শত স্বর্ণমুদ্রা নিজেই পরিশোধ করে দেন।

حضرت ام سلمہؓ کا نام ہندہ ہے۔ پہلے ابوسلمہ کے نکاح میں تھیں جن سے اولاد بھی ہوئی۔ جمادی الثانیہ ۴ھ میں آپ کے نکاح میں آئیں اور بعض روایت کے مطابق ۳ھ میں آپؐ کے نکاح میں آئیں۔ (سیرت مغلطائی) کہا جاتا ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے تمام ازواج مطہرات کے بعد انتقال فرمایا ہے۔

প্রশ্ন ঃ হযরত উম্মে সালামা (রা.) সম্পর্কে যা জান লিখ।

উত্তর ঃ হযরত উম্মে সালামা (রা.) এর মূল নাম ছিল 'হিন্দাহ'। প্রথমে আবু সালামার সঙ্গে বিবাহ হয় এবং তাঁর থেকে সন্তানাদিও হয়। হিজরী ৪র্থ বর্ষের জুমাদাস সানীতে কোন বর্ণনা মতে ৩য় হিজরী সনে নবী করীম (সা.) এর সঙ্গে বিবাহ হয়। -সীরাতে মোগলতাঈ পৃঃ ৫। কথিত আছে যে, হযরত উম্মে সালামা (রা.) নবীজী (সা.) এর সকল স্ত্রীদের মধ্যে সবার পরে ইন্তিকাল করেন।

حضرت زینب بنت جحشؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔آپنے انکا نکاح زید بن حارثہ سے کرنا چاہا تھا، جن کو آپ نے آزاد کر کے اپنا متبنی بنا رکھا تھا۔ مگر چونکہ حضرت زید پر غلامی کا نام آچکا تھا اس لئے زینبؓ اس عقد کو پسند نہ کرتی تھیں مگر بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ارشاد کیلئے راضی ہوگئیں۔ایک سال کے قریب تک زیدؓ کے نکاح میں رہیں۔مگر چونکہ طبعی موافقت نہ تھی ہمیشہ شکر رنجی رہا کرتی تھی۔یہانتک کہ زید نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر طلاق کا ارادہ ظاہر کیا آپؐ نے انکو سمجھا کر طلاق سے روکا لیکن پھر جب کسی طرح موافقت نہ آئی تو زیدؓ نے مجبور ہوکر طلاق دیدی۔

প্রশ্নঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) এর প্রথমে কার সঙ্গে বিবাহ হয়? পূর্বের বিয়ে কেন বিচ্ছেদ হয়?

উত্তর ঃ হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) ছিলেন রাসূলে আকরাম (সা.) এর আপন ফুফাতো বোন। রাসূল (সা.) এর আজাদকৃত পালক পুত্র যাইদ ইবনে হারিসা (রা.) এর সঙ্গে তাকে বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাইদ ইবনে হারিসা (রা.) এর উপর যেহেতু গোলামীর নাম পড়ে গিয়েছিল, তাই যয়নব (রা.) এ বিবাহে সম্মত ছিলেন না। পরিশেষে হুযূর (সা.) এর নির্দেশ পালনার্থে রাজী হয়ে যান এবং প্রায় এক বছর যাইদ (রা.) এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন। কিন্তু যেহেতু মানসিক ভাবে মিল ছিলনা, সর্বদা মনোমালিন্য বিরাজ করতো; তাই এক পর্যায়ে যাইদ (রা.) নবীজী (সা.) এর খিদমতে হাজির হয়ে তালাক প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী (সা.) যাইদকে বুঝিয়ে সমঝিয়ে তালাক দেয়া থেকে বারণ করলেন। অবশেষে যখন কোনক্রমেই বনাবনি হলো না, তখন যাইদ (রা.) অপারাগ হয়ে তালাক দিয়ে দেন।

جب وہ آزاد ہوگئیں تو آپ نے ان کی تسلی اور دلجوئی کے لئے ان سے نکاح کرنا چاہا۔ لیکن اس وقت تک عرب کے خیال میں متبنی کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا

শব্দার্থ ঃ متبنی পালক পুত্র। شکر رنجی মনোমালিন্য। عقد বিবাহ বন্ধনে আব্ধ হওয়া।

اسلئے عام لوگوں کے خیال سے اب اس نکاح سے رکتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرلیا۔لیکن چونکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی جسکا مٹانا اسلام کا فرض تھا۔اس لئے آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں حالانکہ ڈرنا اللہ ہی سے چاہیئے سورۂ احزاب۔

غرض ۴ھ میں اور بعض روایات کے موافق ۳ھ میں خداوند عالم کے حکم سے حضور اکرم ﷺ نے خود ان سے نکاح کرلیا۔تا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لے پلک یعنی متبنی اصلی بیٹے کا حکم نہیں رکھتا۔اس کی بیوی بعد قطع تعلق کے حرام نہیں ہوتی۔اور جن لوگوں نے خدا کے اس حلال کو عقیدۃً یا عملاً حرام کر رکھا ہے وہ آئندہ اس غلطی سے نکل جائیں اور جاہلیت کی یہ رسم ٹوٹ جائے۔لیکن اس دیرینہ رسم کا ٹوٹنا جب ہی ممکن تھا کہ آنحضرت ﷺ خود عملاً اسکا نفاذ کریں۔

حضرت زینبؓ کے اسکے نکاح کے متعلق ہم نے جو کچھ لکھا ہے نہایت صحیح روایات حدیث سے لکھا ہے جنکو صحیح بخاری کی شرح میں حافظ حدیث علامہ ابن حجر نے نقل کیا ہے۔(دیکھو فتح الباری تفسیر سورۂ احزاب) اسکے علاوہ جو لغو روایات مشہور کی گئی ہیں وہ سب منافقین اور کفار کی گھڑی ہوئی ہیں جنکو بعض مسلمان مؤرخین نے بھی بلا تنقید نقل کر دیا ہے وہ محض جھوٹ اور افترا ہیں۔

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) যয়নবকে কেন বিবাহ করলেন?

উত্তর ঃ যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) যখন বিবাহ বন্ধন মুক্ত হলেন, তখন তাঁর মন খুশী ও সান্ত্বনা কল্পে নবীজী (সা.) নিজেই তাঁকে বিবাহ করার ইচ্ছা করেন । কিন্তু তখনো আরবদের দৃষ্টিতে পালক পুত্রকে আপন ছেলের সমতুল্য মনে করা হতো। তাই সাধারণ মানুষের ধারণা হতে বাঁচার জন্য নবীজী (সা.) এ বিবাহ থেকে বিরত থাকতে চাচ্ছিলেন। কেননা লোকজন বলাবলি করবে যে, মুহাম্মাদ (সা.) নিজ পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন। কিন্তু এটা যেহেতু সম্পুর্ণরূপে জাহিলিয়্যাতের কুসংস্কার ছিলো,

---

শব্দার্থ ঃ دیرینہ رسم কুসংস্কার। نفاذ বাস্তবায়ন। بلاتنقید যাচাই বাছাই ছাড়া। افترا অপবাদ।

যা নস্যাত করাই ছিল ইসলামের আবশ্যকীয় কাজ, তাই আয়াত নাযিল হলো- 'আপনি মানুষের ভয় করেন, অথচ ভয় তো আল্লাহকে করা উচিত'। -সুরা আহযাব।

মোটকথা হিজরী চতুর্থ সনে কোন বর্ণনা মতে তৃতীয় বা পঞ্চম সনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (সা.) জয়নবকে বিবাহ করেন, যাতে মানুষ অবগত হতে পারে যে, পালক পুত্র ও আপন পুত্রের বিধান এক নয়। বিবাহ বিচ্ছেদের পর তার স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম বা অবৈধ নয়। আর যারা আল্লাহর এ হালাল বিষয়কে আকীদা বা আমলের দিক দিয়ে হারাম বানিয়ে রেখেছিল, ভবিষ্যতে যেন তারা এ ভুল থেকে মুক্তি পায় এবং জাহিলিয়াতের এই কুসংস্কার চির তরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু এই বদ্ধমুল কুসংস্কার মূলক ধারণা থেকে তখনই বিরত হওয়া সম্ভব ছিল, যখন রাসূল (সা.) নিজে আমল করে; তা বাস্তবায়ন করবেন।

হযরত জয়নব (রা.) এর বিবাহ সম্পর্কে যা কিছু লিখলাম, তা অতি সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে লিখেছি। যে হাদীসগুলো সহীই বুখারীর ব্যাখ্যগ্রন্থে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রাহ.) উল্লেখ করেছেন। -ফতহুল বারীর সুরায়ে আহযাবের তাফসীর দ্রষ্টব্য। এছাড়া যে সব অলীক ও অবাঞ্চিত বর্ণনা প্রসিদ্ধ রয়েছে, তা সব মুনাফিক ও কাফিরদের মনগড়া বর্ণনা। কোন কোন মুসলিম ঐতিহাসিক তা যাচাই-বাছাই না করেই সেগুলো উল্লেখ করেছেন, যা নিছক মিথ্যা ও অপবাদ বৈ কিছু নয়।

حضرت صفیہ بنت حییؓ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں یہ صرف انکی خصوصیت تھی کہ ایک نبی کی صاحبزادی اور ایک نبی کی زوجہ تھیں پہلے کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں تھیں۔ان کے قتل کے بعد آپ کے عقد میں آئیں۔

প্রশ্ন ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা.) কার বংশধর ছিলেন? নবীজী (সা.) এর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে তিনি কার স্ত্রী ছিলেন ?

উত্তর ঃ হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা.) ছিলেন হযরত হারুন (আ.) এর বংশের। এক নবীর কন্যা অপর নবীর পত্নী হওয়ার সৌভাগ্যটি একমাত্র তাঁরই বিশেষত্ব ছিল। প্রথমে কিনানা বিন আবু হাকীকের স্ত্রী ছিলেন। তার নিহত হওয়ার পর নবী করীম (সা.) এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

حضرت جویریہ بنت حارث خزاعیہؓ بنی المصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں۔ جنگ میں گرفتار ہوکر آئی تھیں پھر آپ کے نکاح میں آئیں اور اسکی بدولت ان کا تمام قبیلہ آزاد ہوگیا اور ان کے باپ مسلمان ہوگئے۔

প্রশ্ন ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.) কার কন্যা ছিলেন? তিনি কি ভাবে নবীজী (সা.)এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন?
উত্তরঃ হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস খুজাইয়া (রা.) বনি মুস্তালিকের গোত্র নেতা হারিসের কন্যা ছিলেন। যুদ্ধ বন্দী হয়ে আসার পর নবীজী (সা.) এর বিবাহ বন্ধনে আসেন। তাঁর কারণে তার গোত্রের সকল লোক মুক্তি লাভ করে এবং পিতা মুসলমান হয়ে যান।

حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہؓ اول مسعود بن عمر کے نکاح میں تھیں اس نے طلاق دیدی تو ابورہم سے نکاح ہوگیا۔ اس کی وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ (مغلطائی ٦٦)

یہ آپ کی آخر ازواج میں سے ہیں۔ ان کے بعد آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔

প্রশ্ন ঃ হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস হেলালিয়া (রা.) সম্পর্কে যা জান লিখ।
উত্তর ঃ হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস হেলালিয়া প্রথমে মাসউদ ইবনে উমরের স্ত্রী ছিলেন। তালাক দেয়ার পর আবু রেহেমের সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল (সা.) এর বিবাহ বন্ধনে আসেন।-মোগলতাঈ, পৃঃ ৬৬।
তিনি রাসূল (সা.) এর সর্বশেষ স্ত্রী ছিলেন। তার পরে আর তিনি কোন বিবাহ করেননি।

ان کے علاوہ اور بھی بعض خواتین سے نکاح ہوا مگر ان کو شرف مصاحت حاصل نہیں ہوسکا بلکہ قبل از رخصت ہی بعض وجوہ سے علیحدگی ہوگئی جس کی تفصیل سیرت کی بڑی کتابوں میں مذکور۔

প্রশ্ন ঃ উপরে বর্ণিত স্ত্রীগণ ছাড়াও কি নবীজী (সা.) আর কোন নারীকে বিবাহ করেছিলেন?

উত্তর ঃ উক্ত বিবিগণ ছাড়া আরো কিছু সংখ্যক নারীর সঙ্গে নবী করীম (সা.) এর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু তারা নবীজী (সা.) এর সাহচার্য লাভ করতে পারেনি। বরং বিভিন্ন কারণে রুখসতির পূর্বে বিচ্ছেদ ঘটে যায়। সীরাতের বড় বড় গ্রন্থাদিতে এর বিশদ আলোচনা উল্লেখ রয়েছে।

تعداد ازواج کے متعلق ضروری تنبیہ

নবীজী (সা.) এর বহু বিবাহের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

ایک مرد کیلئے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریبا دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان، بابل، اسٹریا وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی اور اسکی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کرسکتا۔دور حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی لیکن نبھ نہ سکی اور بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب اس کے رواج دینے کیلئے کوشش کی جارہی ہیں۔

প্রশ্ন ঃ একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তর ঃ একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা ইসলামের পূর্বেও পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মেই জায়িয মনে করা হতো। আরব, পাকিস্তান-ভারত, ইরান, মিসর ,ইউনান, (গ্রীস) ব্যাবিলন, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সকল জাতির মাঝেই বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। এর স্বভাবগত প্রয়োজনীয়তাকে আজ পর্যন্ত কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। আধুনিক ইউরোপীয়রা স্বীয় পূর্ব পুরুষদের বিপক্ষে বহু বিবাহকে অবৈধ বানানোর চেষ্টা তদবীর চালাচ্ছে। কিন্তু তারা সফল হতে পারেনি। অবশেষে সহজাত কানুনেরই বিজয় হয়েছে। বরং সম্প্রতি তারা এর বহুল প্রচলনের জন্যই চেষ্টা করে যাচ্ছে।

مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے تعدد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے: ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعداد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدا نے اس میں برکت دی ہے۔(دیکھو لائف مؤلفہ جان ڈیون پورٹ ۱۵۸)

শব্দার্থঃ مصاحبت সঙ্গে। نبھ সফল। فطری স্বহজাত। حمایت সহায়তা,পক্ষ অবলম্বন।

প্রশ্ন ঃ বহু বিবাহের স্বপক্ষে মিঃ ডিনওপোট কি বলেছে ?
উত্তর ঃ মিঃ ডিওনপোট নামক প্রসিদ্ধ খৃষ্টান পন্ডিত বহু বিবাহ এর স্বপক্ষে ইঞ্জিলের বহু আয়াত উল্লেখ করার পর লিখেন- এ সকল আয়াত দ্বারা এ কথার প্রমাণ মিলে যে, বহু বিবাহ শুধু পছন্দনীয়ই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা এর মধ্যে বিশেষ বরকত রেখেছেন। -জন ডিনওনপোর্ট জীবনী, পৃ ঃ ১৫৮ দ্র ঃ।

البتہ دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے تعدد ازواج کی کوئی حد نہ تھی ایک ایک شخص کے تحت میں ہزار ہزار عورتیں رہتی تھیں۔عیسائیوں کے پادری برابر کثرت ازدواج کے عادی تھے۔سولہویں صدی عیسوی تک جرمن میں اسکا عام رواج تھا۔شاہ قسطنطین اور اسکے جانشینوں نے بہت سی بیویاں کیں۔اسی طرح ویدک تعلیم وغیرہ محدود تعدد ازدواج کو جائز رکھتی ہے اور اس سے دس دس تیرہ تیرہ ستائیس بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔
غرض اسلام سے پہلے کثرت ازدواج ایک غیر محدود صورت سے رائج تھی۔ جہانتک مذاہب وممالک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہود نے نہ نصاری نے نہ ہندوؤں نے اور نہ آریوں اور پارسیوں نے۔

প্রশ্ন ঃ ইসলামের পূর্বে বহু বিবাহের কোন সীমারেখা ছিল কিনা ? প্রমাণসহ উল্যেখ কর ?
উত্তর ঃ অবশ্য লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ইসলামের পূর্বে বহু বিবাহের কোন সীমারেখা ছিলনা। এক একজনের অধীনে হাজার হাজার নারী থাকতো।১. খৃষ্টান পাদ্রীগণ রীতিমত বহু বিবাহে অভ্যস্থ ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পযর্ন্ত জার্মানে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণের বহু স্ত্রী ছিল।এভাবে বৈদিক শাস্ত্রেও বহু বিবাহ বৈধ ছিল।

টীকা.১ পাদ্রী সিকস জন মিল্টন ও আইজ্যাক টেইলরসহ অনেকেই বলিষ্ঠ ভাষায় একে সমার্থন করেছেন।

এতে একই সময় দশজন, তেরজন এমনকি সাতাশ জন করে স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখার অনুমতি প্রতীয়মাণ হয় ।১.

মোটকথা, ইসলামের পূর্বে সীমাহীন ভাবে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন দেশ ও ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় যে, কোন ধর্মে এবং কোন কানুন এতে কোন সীমারেখা নির্ধারণ করেনি। ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু আরিয়ু এবং ফরাসী কেউ তাতে সীমা বেধে দেয়নি।

اسلام کے ابتدائی زمانہ میں بھی یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید جاری رہی بعض صحابہ کے نکاح میں چار سے زائد عورتیں تھیں۔ حضرت خدیجہؓ کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی خاص خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر دس ازواج تک جمع ہوگئیں۔ پھر جب اس کثرت ازدواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی لوگ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے مگر پھر ان سب کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے قرآن عزیز کا ابدی قانون جو دنیا سے ظلم و جور کو مٹانے کیلئے ہی نازل ہوا ہے اس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعداد ازدواج کو بالکل منع تو نہ کیا لیکن اس کی خرابیوں کی اصلاح ایک تحدید کے ذریعہ سے کردی۔ اور یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ اب صرف چار عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو اور وہ بھی اس شرط پر کہ تم چاروں کے حقوق برابر برابر ادا کر سکو۔ اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زیادہ رکھنا ظلم ہے۔

প্রশ্নঃ ইসলামে কখন বিবাহের ক্ষেত্রে সীমা রেখা নির্ধারণ করা হয় এবং কেন করা হয়?

উত্তরঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগেও বহু বিবাহের প্রথা সীমাহীন ভাবেই চলছিল। কোন কোন সাহাবীর অধীনে চারের অধিক স্ত্রী ছিল।

টীকা.১ বর্তমান বাইবেল পাঠে জানা জায় যে, সুলাইমান (আ.) এর সাত শ স্ত্রী ও তিন শ বাদী ছিলো। প্রথম সালাতীন ১১-১৩ হযরত দাউদ (আ.) এর ছিলো ৯৯ জন স্ত্রী। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর তিন বিবি। হযরত ইয়াকুব ও মুসা (আ.) এর চার চার জন করে স্ত্রী ছিলো।{বাইবেল জন্ম অধ্যায়-২৯ ও ৩০}

ইসলামের বিশেষ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই হযরত খাদীজা (রা.) এরপর দশজন স্ত্রী রাসূল (সা.) এর বিবাহ বন্ধনে এসে যান। অতঃপর যখন বহু বিবাহের দ্বারা মহিলাদের অধিকার খর্ব হতে লাগল। মানুষ লোভের বশীভূত হয়ে প্রথমে একাধিক বিয়ে করতো। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সকলের হক আদায় করতে সক্ষম হত না। তখন পবিত্র কুরআনের সার্বজনীন বিধান, যা পৃথিবী হতে অন্যায়-অত্যাচারকে উৎখাত করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে,

স্বহজাত প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে বহু বিবাহকে একেবারে অবৈধ ঘোষণা করেনি; বরং একটি সীমারেখা নির্ধারণ করার দ্বারা তার ক্ষতি সমূহের সংশোধন করে দিয়েছে। তাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ ইরশাদ হলো যে, এখন থেকে শুধু চার জন১. পর্যন্ত (একত্রে) বিবাহ করা যাবে। আর তাও এ শর্তে যে, তোমরা উক্ত চার জনেরই যথাযথ হক সমানভাবে আদায় করবে। আর যদি এ সমতা বজায় রাখার হিম্মত না থাকে, তাহলে একত্রে একের অধিক স্ত্রী রাখা জুলুম হবে।

اس ارشاد کے بعد باجماع امت چار سے زائد بیویوں کا نکاح میں جمع رکھنا حرام ہوگیا۔ جن صحابہ کے نکاح میں چار سے زائد عورتیں تھیں انہوں نے چار کو رکھکر باقی کو طلاق دیدی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت غیلانؓ مسلمان ہوئے تو انکے نکاح میں دس عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو حکم فرمایا کہ چار رکھکر باقی کو طلاق دیدیں۔ اسی طرح نوفل بن معاویہؓ اسلام لائے تو انکے نکاح میں پانچ عورتیں تھیں آپ ﷺ نے ایک کو طلاق دیدینے کا حکم فرمایا۔ (تفسیر کبیر جلد۔۲۔۳۷)

প্রশ্ন ঃ স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমারেখা নির্ধারণের পর ঐ সকল মুসলমানগণ কি করলেন, যাদের অধীনে পূর্বে থেকেই চারের অধিক স্ত্রী ছিল?

টীকা.১ এই বিধানটি এ আয়াতের সারমর্ম সংক্ষেপ।

فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة

মুনুজী যাকে হিন্দু ও আর্যগণ বিশেষ ধর্মগুরু রূপে মান্য করে তিনি ধর্ম শাস্ত্রে লিখেন-যদি কোন ব্যক্তির চার/পাঁচ জন স্ত্রী থাকে। তন্মধ্য হতে একজন সন্তানবতীহন তাহলে অপর সবাইকে সন্তানবতী বলা হবে।

উত্তর ঃ উক্ত বিধান আসার পর উম্মতের ঐক্যমতে একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা হারাম হয়ে যায়। সুতরাং যেসব সাহাবীদের অধীনে চারের অধিক স্ত্রী ছিল তাঁরা চারজন রেখে বাকীদেরকে তালাক দিয়ে দেন। একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত গাইলান (রা.) যখন মুসলামন হন তখন তাঁর বিবাহ বন্ধনে দশজন স্ত্রী ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে চারজন রেখে অবশিষ্টদেরকে তালাক প্রদানের নির্দেশ দেন। অনুরূপভাবে হযরত নওফিল ইবনে মুআবিয়া (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর অধীনে পাঁচজন স্ত্রী ছিল, রাসূল (সা.) চারজনকে রেখে একজনকে তালাক প্রদানের নির্দেশ দেন। -তাফসীরে কাবীর, পৃ ঃ ১৩৭ খন্ড ঃ ৩।

حضرت ﷺ کی ازواج مطہرات بھی اس عام قانون کی رو سے چار سے زائد نہ رہنی چاہئے تھیں۔لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ امہات المومنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔خود قرآن عزیز کا ارشاد ہے۔ یٰنساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اے نبی ﷺ کی عورتیں! تم نہیں ہو جیسی ہر کوئی عورتیں۔ وہ تمام امت کی مائیں ہیں۔آنحضرت ﷺ کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آسکتیں۔اب اگر عام قانون کی ماتحت چار کے سوا باقی ازواج مطہرات کو طلاق دیکر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب وہ عمر بھر کیلئے معطل ہو جاتیں اور رحمۃ للعالمین کی چند روزہ صحبت ان کیلئے ایک عذاب ہو جاتی کہ ادھر تو فخر عالم ﷺ کی صحبت چھوٹتی اور ادھر ان کیلئے اس کی بھی اجازت نہیں ملتی کہ کسی اور جگہ اپنا غم خلط کر سکیں۔

اس لئے کسی طرح مناسب نہ تھا کہ ازواج مطہرات اس عام قانون کے ماتحت آتیں۔خصوصا وہ خواتین جنکا نکاح اسلئے عمل میں آیا تھا کہ ان کے خاوند جہاد میں شہید ہو گئے اور وہ بے سروسامان رہ گئیں۔آپؐ نے انکی دلداری کیلئے ان سے نکاح کرلیا۔اب اگر ان کو طلاق دی جاتی تو ان پر کیا گذرتی۔یہ اچھی دلداری ہوتی کہ وہ اب تمام عمر نکاح سے محروم کر دی جائیں۔

اس لئے بحکم خداوندی چار سے زائد بیویوں کا رکھنا صرف آنحضرت ﷺ کی خصوصیت ٹھہری۔ نیز آپ کی خانگی زندگی کے حالات جو امت کیلئے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہیں ہم تک صرف ازواج مطہرات ہی کے ذریعہ سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ اس کیلئے نو خواتین بھی کم ہیں۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خصوصیت معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش پر مبنی تھی؟

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সা.) এর চারের অধিক বিবাহের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ উপরোক্ত সাধারণ বিধান মতে হুযূর (সা.) এর স্ত্রীও চারের অধিক না হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এটাও লক্ষ্যণীয় যে, উম্মহাতুল মুমিনীন (রা.) অপরাপর নারীগণের সমতুল্য নন। স্বয়ং কুরআনে করীমের ভাষ্য ঃ يا نساء النبى لستن كاحد من النساء অর্থ ' হে নবী পত্নীগণ ! তোমরা অন্য যে কোন নারীর ন্যায় নও, তারা হলেন গোটা উম্মতের জননী। রাসূল (সা.) এর পরে তাঁরা অন্য কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আসতে পারেন না। এখন যদি সাধারণ কানুনের অধীনে চারজনকে রেখে অবশিষ্টগণকে তালাক দিয়ে পৃথক করে দেয়া হয়, তাহলে তাঁদের উপর নিতান্তই জুলুম হত। গোটা জীবনের জন্য তারা নিরুপায় হয়ে যেতেন এবং দয়ার নবীর কিছু দিনের এ সাহচর্য তাঁদের জন্য আযাবে পরিণত হত। কারণ এক দিকে ফখরে দো আলম (সা.) এর সান্নিধ্য ছুটতো এবং অপর দিকে তাঁদের জন্য অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করে স্বীয় চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার অনুমতিও থাকতো না।

উপরোক্ত কারণে নবী পত্নীগণ সাধারণ বিধানের আওতায় শামিল হওয়া কোনভাবেই সমীচীন ছিল না। বিশেষ করে ঐ সকল বিবিগণ যাদের স্বামী জিহাদে শহীদ হওয়ার কারণে তাঁদের অসহায়ত্ব ও দারিদ্রতা ঘোচাবার জন্য বিবাহ হয়েছিল, রাসূলে করীম (সা.) তাদের মন খুশীর ইচ্ছায় তাদেরকে বিবাহ করেছিলেন। এখন যদি তাদেরকে তালাক দেন, তাহলে তাদের কি অবস্থা হবে?

শব্দার্থ ঃ صحبت সাহচর্য। چھوٹتی ছুটত। دلداری মনোরঞ্জন। دستور العمل কর্মপদ্ধতি।

এটা কেমন মন খুশী হতো যে, এখন তারা সারা জীবনের তরে বিবাহ বঞ্চিত হতেন! এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জন্যেই চারের অধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিল। এছাড়াও রাসূল (সা.) এর পারিবারিক জীবনের অবস্থা, যা উম্মতের জন্য ইহ-পরকালের সর্ব ক্ষেত্রে অনুসরণীয় জীবন বিধান, তা কেবল নবী পত্নীদের মাধ্যমেই আমাদের পর্যন্ত পৌছা সম্ভব ছিল। আর এটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এর জন্য মাত্র নয় জন পত্নীও অতি নগণ্য।

উপরোক্ত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে কি কেউ মন্তব্য করতে পারবে যে, (নাউযুবিল্লাহ) কোন প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে নবীজী (সা.) কে এ বিশেষত্ব দেয়া হয়েছিল?

اس کے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سارا عرب وعجم آپکی مخالفت کیلئے کھڑا ہوا، قتل کے منصوبے گانٹھے، طرح طرح کے عیب لگائے، بہتان باندھے (پناہ خدا) مجنون کہا، کذاب بتلایا۔ غرض اس آفتاب عالمتاب پر خاک ڈالنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور مار کر خود خاک آلود ہوئے، یہ سب کچھ کیا۔ لیکن کیا کسی کافر نے خواہشات نفسانی اور عورتوں کے معاملہ میں بھی کسی وقت آپ پر کوئی الزام لگایا؟ نہیں! اور ہرگز نہیں!! یہاں افترا کے بھی پاؤں نہ ہوئے ورنہ کسی نیک نام کو بدنام کرنے کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہوسکتا۔ اگر ذرا انگلی رکھنے کی جگہ ہوتی تو کفار عرب جو گھر کے بھیدی تھے سب سے زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو عیوب میں شمار کرتے۔ لیکن وہ اتنے بیوقوف نہ تھے کہ مشاہدات کا انکار کر کے اپنی بات کا اعتبار کھو دیتے۔

کیونکہ تقوائے مجسم ﷺ کی حیات طیبہ لوگوں کے سامنے تھی جسمیں وہ دیکھ رہے تھے کہ آپکے زمانہ شباب کا بڑا حصہ تو محض تجرد اور خلوت گزینی میں گذارا۔ پھر جب عمر شریف پچیس سال میں پہنچی تو حضرت خدیجہؓ کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی جو بیوہ اور صاحب اولاد ہونیکے ساتھ اس وقت چالیس سال کی عمر میں بڑھاپے کا زمانہ گذار رہی تھیں اور آپ سے پہلے دو شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں اور دو لڑکوں اور تین لڑکیوں کی ماں تھیں۔

بارگاہ نبوت میں ان کی درخواست رد نہ کی گئی اور پھر اکثر عمر اسی ایک نکاح پر گذار دی گئی اور وہ بھی اس طرح کہ ان کو چھوڑ کر حراء کے لق ودق غار میں ایک ایک مہینہ تک محض عبادت الٰہی میں مصروف رہتے تھے۔ اور عمر کا بڑا حصہ اسی نکاح پر گذرا۔ اسی لئے آپ کی جتنی اولاد ہوئی وہ سب حضرت خدیجہؓ سے ہیں۔

প্রশ্ন ঃ কাফিররা নবীজী (সা.) বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করেছে, বহু অপবাদ দিয়েছে, কিন্তু কখনো কি তার বিরুদ্ধে চারিত্রিক কোন আপত্তি তুলেছে ? কেন তুলেনি ? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, যে সময় গোটা আরব ও অনারব তাঁর বিরোধিতায় দাঁড়িয়ে ছিল, হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। নানা ধরনের দোষ ত্রুটির অপবাদ দিয়েছে তাঁকে, পাগল ও মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছে। মোটকথা, নবুওয়্যাতের সূর্যের গায়ে ধুলা-বালি নিক্ষেপের জন্য সারা জীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে নিজেরাই বরং অপমানিত হয়েছিল। কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও কি কোন কাফির তাঁর উপর কু-প্রবৃত্তির চাহিদা পুরণ বা নারী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে অপবাদ আরোপ করেছে ? না, কিছুতেই নয়। এ বিষয়ে অপবাদের সাহস হয়নি। অথচ কোন সৎ ব্যক্তির দুর্নাম করার জন্য এর চাইতে অধিক বড় কোন হাতিয়ার হতে পারে না। এতে যদি সামান্য আঙ্গুল বসানোর সুযোগ থাকতো, তাহলে আরবের কাফিররা যারা তাঁর ঘরের ছোট-খাট সকল বিষয়েই অবগত ছিল, তাকে আরো বাড়িয়ে দোষ হিসাবে গণ্য করত। কিন্তু তারা এতটুকু নির্বোধ ছিল না যে, দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট সত্যকে অস্বীকার করে নিজেদের কথার গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। কেননা খোদাভীতির মূর্তপ্রতীক, নবী করীম (সা.) এর পুণ্যময় গোটা জীবন ছিল মানুষের দৃষ্টির সামনে। তাতে তারা অবলোকন করেছে যে, তাঁর যৌবনকালের সিংহভাগ অতিবাহিত হয়েছে নিছক একাকিত্ব ও নির্জনতার মাঝে। অতপর যখন পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছেন, তখন খাদীজা (রা.) এর পক্ষ হতে বিয়ের প্রস্তাব পান, যিনি বিধবা ও সন্তান সম্পন্না হওয়ার সাথে সাথে তখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়ে বার্ধক্য

শব্দার্থ ঃ منصوبے ষড়যন্ত্র করল। خاک آلود মাটি মিশ্রিত,অপমানিত। الزام অপবাদ। حربہ যুদ্ধাস্ত্র। بھیدی অন্তরঙ্গ,খুটিনাটি বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখেন এমন।

জীবন যাপন করছিলেন। তিনি নবীজী (সা.) এর পূর্বেও দু'জন স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং দুই পুত্র ও তিন মেয়ের জননী ছিলেন। এতদাসত্তে নবুওয়্যাতের দরবারে তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়নি এবং জীবনের বেশীর ভাগ সময় ঐ একটি বিবাহের উপরই অতিবাহিত করেছেন। আর তাও এভাবে যে, স্ত্রীকে ছেড়ে হেরা পর্বতের নির্জন-গুহায় মাসের পর মাস শুধু প্রভুর ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন থাকতেন এজন্য কাফিররা নবীজী (সা.) এর বিরুদ্ধে চারিত্রিক আপত্তি তোলেনি।

উল্লেখ্য জীবনের বেশীর ভাগ সময় এই বিবাহে কাটিয়েছেন বিধায় রাসূল (সা.) এর যত সন্তান জন্মলাভ করেছিল তা সবই হযরত খাদীজার (রা.) গর্ভে হয়েছে।

البتہ حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد جبکہ عمر شریف پچاس سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو یہ سارے نکاح ظہور میں آتے ہیں اور خاص شرعی ضرورتوں کے ماتحت دس خواتین تک آپکے نکاح میں داخل ہوتی ہیں جو سب کی سب (حضرت عائشہؓ کے سوا) بیوہ ہیں اور بعض صاحب اولاد بھی۔

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সা.) এর অন্যান্য বিবাহ কখন সংঘটিত হয়েছে? তন্মধ্যে কে কে কুমারী ছিলেন?

উত্তর ঃ হযরত খাদীজা (রা.) এর ইন্তিকালের পর যখন রাসূল (সা.) এর বয়স পঞ্চাশ বছর পার হলো তখন অন্যান্য সকল বিবাহ সংঘটিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ শর'য়ী প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দশজন পর্যন্ত নারী তাঁর বিবাহ বন্ধনে আসেন। তন্মধ্যে হযরত আয়িশা (রা.) ছাড়া বাকী সবাই ছিলেন বিধবা এবং কেউ কেউ সন্তান সম্পন্না।

ان حالات پر نظر کرتے ہوئے میں گمان نہیں کر سکتا کہ کوئی سلیم الحواس انسان آپ کے اس تعدد ازدواج کو (معاذ اللہ) کسی نفسانی خواہش کا نتیجہ بتلا سکیگا۔ اگر کوئی شیرہ چشم آفتاب نبوت کی عظمت وجلال کو بھی نہ دیکھ سکے اور آپ کے اخلاق، اعمال، تقوی وطہارت، زہد وریاضت اور مقدس زندگی کے تمام گرد وپیش کے حالات سے بھی آنکھ چرالے تو خود ان متعدد نکاحوں کے واقعات وحالات ہی اسکو یہ کہنے پر مجبور کرینگے کہ

یہ تعدد ازدواج یقیناً کسی نفسانی خواہش پر مبنی نہ تھا ورنہ ساری عمر ایک سن رسیدہ عورت کے ساتھ گذار کر تقریبا پچپن سالہ کو اس کام کیلئے تجویز کرنا کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کرسکتی خصوصا جبکہ کفار عرب اور رؤساء قریش آپ کے ایک اشارہ پر اپنا منتخب حسن و جمال آپ کے قدموں پر نثار کردینے کیلئے تیار بھی تھے جیسا کہ سیر و تاریخ کی معتبر کتابیں اس کی شاہد ہیں۔

اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو خود مسلمان کی جمعیت بھی اس عرصہ میں لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکی تھی جن کی ہر عورت آپکے عقد میں داخل ہونیکو بجا طور پر فلاح دارین سمجھتی تھی۔ یہ سب کچھ تھا مگر حضرت نبوت کے عقد میں پچاس سال تک صرف ایک خدیجہؓ تھیں جن کی عمر بوقت نکاح بھی چالیس سال تھی پھر اسکے بعد بھی جن خواتین کا نکاح کیلئے انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک کے سوا سب کی سب بیوہ اور صاحب اولاد ہیں امت کی بیشمار کنواری لڑکیاں اسوقت بھی انتخاب میں نہیں آئیں۔

اس مختصر رسالہ میں تفصیل کی گنجائش نہیں ورنہ دکھلایا جاتا کہ آپکے یہ متعدد نکاح کسقدر اسلامی اور شرعی ضرورتوں پر مبنی تھے۔ نیز اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سے وہ احکام جو عورتوں ہی کے ذریعہ سے امت کو پہنچ سکتے تھے وہ سب مخفی رہ جاتے۔ کس قدر بیحیائی اور حق کشی ہے کہ حضرت رسالت کے اس تعداد ازواج کو نفسانی خواہشوں پر محمول کیا جائے۔ اگر باطل پرستی نے عقل و حواس کو اندھا کردیا ہو تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کہہ سکتا۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বহু বিবাহ প্রবৃত্তির তাড়নার ভিত্তিতে ছিল না। একথার স্বপক্ষে কতিপয় যুক্তি ও প্রমাণ পেশ কর।

উত্তর ঃ এ সকল অবস্থা দৃষ্টে কিছুতেই এ অনুমাণ করা যায় না যে, কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি নবী করীম (সা.) সম্পর্কে তাঁর বহু বিবাহকে জৈবিক বাসনার প্রমাণ বলে মন্তব্য করতে পারে। যদি কোন দিনকানা

শব্দার্থ ঃ سلیم الحواس সুস্থবিবেক সম্পন্ন। شیرہ چشم বাদুড় চোখা। ریاضت সাধনা। مقدس পবিত্র। سن رسیدہ বৃদ্ধা। بجاطور সঙ্গতভাবে।

বাঁদুর নবুওয়ত রবির জ্যোতি ও মহত্ত্বকে দেখতে সক্ষম না হয় এবং তাঁর চরিত্র মাধুরী, আমল, খোদাভীতি, পবিত্রতা, পার্থিব মোহ বিমুখতা, সাধণা এবং পুতঃপবিত্র জীবনের পূর্বাপর যাবতীয় হাল অবস্থা হতে চোখ এড়িয়ে নেয়, তারপরও স্বয়ং এ বহু বিবাহ সংক্রান্ত ঘটনাবলীই তাকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করবে যে, নিঃসন্দেহে নবী করীম (সা.) এর এসব বিবাহ জৈবিক চাহিদা কিংবা ভোগ বিলাস মূলক ছিলনা। যদি এর কোনটিই হতো, তাহলে সারাটি জীবন একজন বৃদ্ধার সাথে অতিবাহিত করে পঞ্চাশ বছরের পরবর্তী জীবনকে এ কাজের জন্য নির্ধারণ করবেন, কোন মানব বিবেক এটাকে মেনে নিতে পারে না। বিশেষতঃ আরবের কাফির ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাঁর একটি মাত্র ইঙ্গিতেই তাদের নির্বাচিত সুন্দর ও রূপসী রমণীদেরকে তাঁর পদতলে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। ইতিহাস ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য গ্রহন্থাবলী এর স্বাক্ষী, তারপরও তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

অধিকন্তু মুসলমানদের সংখ্যাও এ সময়ের পরিসরে লাখের কোঠায় পৌঁছে ছিল। যাদের প্রতিটি নারী রাসূল (সা.) এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে সঙ্গত কারণেই ইহ ও পরকালের পরম সৌভাগ্য মনে করতো। এসব কিছু থাকা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) এর বিবাহ বন্ধনে তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত কেবল খাদীজাই ছিলেন, বিবাহের সময় যার বয়স ছিল চল্লিশ বছর ।

হযরত খাদীজা (রা.) এর মৃত্যুর পরও যেসব নারীদেরকে পত্নী রূপে নির্বাচন১ করেছিলেন। একজন ছাড়া বাকী সকলের মধ্যে কেউ বা বিধবা আবার কেউ বা ছিলেন সন্তান সম্পন্না, এতদসত্বেও নবীজী (সা.) তাদেরকে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। উম্মতের অসংখ্য কুমারী কন্যা তখনো তাঁর নির্বাচনের আওতায় পড়েনি।

সংক্ষিপ্ত এ পুস্তিকায় বিস্তারিত লেখার অবকাশ নেই, অন্যথায় দেখিয়ে দেয়া যেতো যে, রাসূল (সা.) এর বহু বিবাহ কি পরিমাণ ইসলামী ও শরয়ী প্রয়োজনের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছিল। যদি এমনটি না হতো, তাহলে যে সমস্ত মাস'আলা কেবল মহিলাদের মাধ্যমেই১. জানা সম্ভব, তা সব অজানা ও গোপন থেকে যেতো। রাসূল (সা.) এর বহু বিবাহকে জৈবিক লালসা হিসাবে সাব্যস্ত করা অত্যন্ত ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার পরিচায়ক। বাতিল প্রীতি যদি কারো বিবেক বুদ্ধি ও অনুভূতিকে অন্ধ করে দেয়, তার পরও কোন কাফিরও এমনটি বলতে পারে না।

টীকা১.আলহামদুলীল্লাহ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওঃ আশরাফ আলী থানুভী (রহ.) এর প্রয়োজনীয়তা এভাবে পুর্ণ করেছেন যে, পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আযওয়াযে মুতাহহারাত থেকে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা একটি পুস্তকে সংকলন করেছেন। এ সংকলনের নাম রাখা হয়েছে تعدد الازواج لصاحب المعراج ।

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نو ازواج مطہرات کو چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ آپ ﷺ کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینبؓ بنت جحش کی وفات ہوئی اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہؓ نے وفات پائی۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম (সা.) এর ইন্তিকালের সময় কয়জন পত্নী তাঁর বিবাহে ছিলেন? তাঁর ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম কে ইন্তিকাল করেন এবং সর্বশেষ কে ইন্তিকাল করেন?

উত্তরঃ নবী করীম (সা.) নয়জন স্ত্রী রেখে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর সর্ব প্রথম হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) ইন্তিকাল করেন এবং সর্বশেষ ইন্তিকাল করেন হযরত উম্মে সালামা (রা.)।

آپ ﷺ کے چچا اور پھوپیاں

নবী করীম (সা.) এর চাচা ও ফুফুগণ

عبدالمطلب کے دس بیٹے تھے۔ حارث، زبیر، حجل، ضرار، مقوم، ابولہب، عباسؓ، حمزہؓ، ابوطالب، عبداللہ، جن میں سے عبداللہ آپ کے والد ماجد ہیں باقی نو آپ کے چچا ہیں۔ حضرت عباسؓ اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے ہیں۔ آپ کی پھوپیاں چھ ہیں۔ امیمہ، ام حکیم، برۃ، عاتکہ، صفیہ، اروی۔

প্রশ্ন ঃ প্রিয় নবী (সা.) এর চাচা ও ফুফুগণের পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ মহানবী (সা.) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র সন্তান ছিল দশজন। তারা হলেন হারিস,১. যুবাইর, হাজল, যিরার, মুকাওয়াম, আবু লাহাব, আব্বাস, হামযা, আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ। এদের মধ্যে আব্দুল্লাহ হলেন রাসূলে আকরাম (সা.) এর সম্মানিত পিতা, বাকী নয়জন ছিলেন চাচা। হযরত আব্বাস ভাইদের মধ্যে সবার চেয়ে ছোট ছিলেন। ফুফু ছিলেন ছয় জন। যথা- উমাইমা, উম্মে হাকীম, বাররা, আতিকা, সাফিয়্যা ও আরওয়া।

টীকা.১ তার নামেই আব্দুল মুত্তালিবের উপনাম " আবুল হারিস" খ্যাতি লাভ করেছিল।

آپ ﷺ کی پہرہ داری کرنے والے

নবী করীম (সা.)এর পাহারাদারগণ

آپ ﷺ کی پہرہ داری کرنے والے سعد بن معاذؓ جنہوں نے غزوۂ بدر میں آپ کی نگہبانی کی اور ذکوان بن عبد قیسؓ اور محمد بن سلمہؓ انصاری نے غزوۂ احد میں اور زبیرؓ نے غزوۂ خندق میں اور عباد بن بشیرؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ اور ابو ایوبؓ اور بلالؓ نے وادی آپکی قری میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی: الله يعصمك من الناس (اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرینگے) تو یہ پہرا داری اٹھادی گئی۔

প্রশ্ন ঃ বিভিন্ন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পাহারাদার কারা ছিলেন? কখন থেকে পাহারাদারী ব্যবস্থা বন্ধ করা হয় ?

উত্তর ঃ রাসূলে করীম (সা.) এর পাহারাদারদের তালিকা নিম্নরূপ- বদর যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে মুআয তাঁর পাহারাদারী করেন, উহুদ যুদ্ধে হযরত যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়স (রা.) ও মুহাম্মাদ ইবনে সালাম আনসারী (রা.) খন্দক যুদ্ধে হযরত যুবাইর (রা.) ওয়াদীয়ে কুরায় পাহারাদারী করেন হযরত আব্বাদ ইবনে বশীর (রা.), সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) আবু আইয়ুব (রা.) ও হযরত বিলাল (রা.) । যখন কুরআনের আয়াত- الله يعصمك من الناس (মানুষের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন) আয়াত নাযিল হয়, তখন থেকে পাহারাদারীর ব্যবস্থা মুলতবী করা হয়।

بناء کعبہ اور قریش کا آپ ﷺ کو باتفاق امین تسلیم کرنا

পবিত্র কাবা'ঘর নিমার্ণ ও কুরাইশদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সর্বসম্মতিক্রমে 'আল আমীন' স্বীকৃতি দান

جب آپکی عمر شریف پینتیس سال کی ہوئی تو اسوقت قریش نے بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کرنیکا ارادہ کیا۔

প্রশ্ন ঃ পবিত্র কাবাগৃহ পুনঃ নির্মাণের সময় রাসূল (সা.) এর বয়স কতো ছিল?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ তখন কুরাইশগণ নতুনভাবে কা'বাঘর পুনঃ নির্মাণ করার ইচ্ছা করে।১.

টীকা.১ এর পূর্বে হযরত শীস (আ.) সর্বপ্রথম কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) তা নির্মাণ করেন।

www.smfoundationbd.com

بیت اللہ کی تعمیر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا اور قبائل قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر کر رکھا تھا کہ اس کی تعمیر میں زیادہ حصہ لیا جائے۔ چنانچہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی تا کہ کوئی جھگڑا پیش نہ آئے۔ اسی تقسیم عمل کے ساتھ بناء کعبہ حجر اسود کی حد تک پہنچ گئی لیکن اب حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنیکے متعلق سخت اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے، یہانتک کہ قتل وقتال پر عہد و پیان ہونے لگے۔

প্রশ্নঃ কাবাগৃহের নির্মাণ কার্যে কি নিয়ে কুরাইশদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়?

উত্তর ঃ কুরাইশরা বাইতুল্লাহ শরীফের নির্মাণকে স্বীয় সৌভাগ্য মনে করতো এবং কুরাইশের সকল শাখা গোত্রই কাবা গৃহের নির্মাণ কাজে অধিক অংশ গ্রহণ করার মধ্যেই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছিল। তাই এর নির্মাণ কাজকে সকল গোত্রের মাঝে বন্টন করার প্রয়োজন দেখা দিল, যাতে কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি না হয়। এই কর্মবন্টন প্রক্রিয়ায় নির্মাণ কাজে 'হাজরে আসওয়াদ' (কালো পাথর) স্থাপনের এ বিষয়টি এলো। এই হাজারে আসওয়াদকে বহন করে (নির্দিষ্ট স্থানে) স্থাপন করা নিয়ে চরম মতবিরোধ ঘটল। প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সৌভাগ্য অর্জনের কামনা করলো। এমনকি যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য পরস্পরে অঙ্গীকার গ্রহণ করতে লাগল।

قوم کے بعض سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکالیں اور اس غرض کیلئے مسجد میں جمع ہو گئے۔ مشورہ میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازہ میں داخل ہو وہ تمہارے معاملہ کا فیصلہ کرے اور اس کے حکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کر لے۔

শব্দার্থঃ تعمیر নির্মাণ। نصب স্থাপন। سنجیدہ বিচক্ষণ,সর্তক।

প্রশ্ন ঃ হাজরে আসওয়াদ নিয়ে সৃষ্ট বিবাদ নিরসন কল্পে কুরাইশগণ কি গ্রহণ করল ?

উত্তর ঃ উদ্ভুত পরিস্থিতি নিরসন কল্পে বিভিন্ন গোত্রের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে কোন মীমাংসার দিক গ্রহণ করার ইচ্ছা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে তারা মসজিদে সমবেত হন। পরামর্শে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগমীকাল যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সেই তোমাদের এ বিষয়টির সমাধান পেশ করবে, তার সমাধানকে সকলে খোদায়ী সমাধান রূপে বরণ করে নিবে।

خدا کی قدرت کہ سب سے پہلے نبی کریم ﷺ اس دروازہ سے داخل ہوئے۔آپکو دیکھ کر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ امین ہیں ہم انکے حکم پر راضی ہیں۔آپ تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے یعنی ایک چادر پھیلا دی اور اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھدیا اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلہ کے منتخب آدمی چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں۔اسی طرح کیا گیا۔جب بنیاد تک پہنچ گیا تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھدیا۔ ابن ہشام اس واقعہ کو نقل کرنیکے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ (سیرت ابن ہشام جلد ا، ۱۰۵)

প্রশ্ন ঃ কাবা ঘরের দরজা দিয়ে সর্বপ্রথম কে প্রবেশ করেন এবং তিনি উদ্ভুত সমস্যা কিভাবে সমাধান করেন?

উত্তর ঃ আল্লাহর অপার কুদরত! উক্ত দরজা দিয়ে সর্ব প্রথম রাসূলে করীম (সা.) প্রবেশ করেন। তাঁকে দেখে সকলে সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল এই যে,আমাদের প্রিয় 'আল আমীন' আসছে, আমরা সকলেই তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে এমন বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সকলেই খুশী হয়ে গেল। রাসূলুলে আকরাম (সা.) একটি চাদর বিছিয়ে পাথরটি নিজ হাতে উঠিয়ে তার মাঝখানে রাখলেন। অতঃপর প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধিকে বললেন- প্রত্যেকেই এই চাদরের এক এক প্রান্তে ধরে পাথরটি বহন করে নিয়ে চলুন। এভাবে সকলে মিলে পাথরটি নিয়ে ভিত পর্যন্ত পৌছলে রাসূল (সা.) স্বহস্তে পাথরটি চাদর থেকে উঠিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

ইবনে হিশাম এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর লিখেন- নবুওয়াতের পূর্বে কুরাইশের সকল গোত্র নবী কারীম (সা.) কে এক বাক্যে 'আল আমীন' বলে ডাকত। -সীরাতে ইবনে হিশাম পৃঃ ১০৫,খ ঃ১।

عطاءِ نبوت

নবী করীম (সা.) এর নবওয়াত প্রাপ্তি

جب آپؐ کی عمر شریف چالیس برس ایک دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر بھی باضابطہ آپکو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز ومشرف فرمایا جسکی تاریخ ولادت کی طرح ماربیع (سیرت مغلطائی ۱۴) الاول روز دوشنبہ ہے (اسکے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔)

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) কত বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন? সে তারিখটি কত ছিল ?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) এর বয়স যখন চল্লিশ বছর একদিন হলো, তখন জাহেরী১. রীতি অনুযায়ী তাঁকে নবুওয়তের ভুষণে অলংকৃত ও ধন্য করা হলো। জন্ম তারিখের ন্যায় এ তারিখটিও ছিল রবীউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন। এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় মতামত রয়েছে -সীরাতে মোগলতাঈ পৃ ঃ১৪।

دنیا میں اشاعت اسلام تبلیغ کا پہلا قدم

দুনিয়ার বুকে ইসলাম প্রচার ঃ তাবলীগের প্রথম পর্যায়

ابتداء جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ اعلانا تبلیغ کیلئے مامور نہ تھے بلکہ اس میں صرف آپ کی ذات کیلئے احکام تھے۔ پھر کچھ دنوں سلسلہ وحی منقطع رہنے کے بعد جب آپ پر دوبارہ وحی شروع ہوئی تو اسمیں آپکو تبلیغ اسلام کیلئے حکم ہوا۔ مگر دنیا میں جہالت وضلالت کی حکومت تھی بالخصوص عرب کا تکبر وغرور اور تقلید آبائی انھیں حق کی آواز پر کان لگانیکی ہرگز اجازت نہ دیتی تھی۔ اسلئے ابتداء میں حکمت الہیہ کا اقتضا یہ ہوا کہ آپ کو اعلانا تبلیغ واشاعت اسلام کا امر نہ کیا جاوے تا کہ اول ہی سے لوگ متنفر نہ ہوجائیں۔

শব্দার্থ ঃ تکبر অহংকার। غرور আত্মগরিমা। تقلید آبائی বাপ-দাদার অনুসরণ। متنفر বীতশ্রদ্ধ।

টীকা.১ কেননা বাতেনীভাবে তো নবী করীম (সা.) কে সকল নবীদের পূর্বেই নবুওয়াত দেয়া হয়েছিল।-খাসাইসে কুবরা

www.smfoundationbd.com

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কি কি পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করা হয়? পর্যায়ক্রমে দাওয়াত প্রদানের মাঝে কি রহস্য ছিল?

উত্তর ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে১. যখন নবী করীম (সা.) এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট ছিলেন না। বরং প্রাথমিক পর্যায়ের ওহীতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কতিপয় বিধি বিধান ছিল। অতঃপর কিছুদিন ওহীর ধারা বন্ধ থাকার পর দ্বিতীয়বার যখন ওহীর আগমন শুরু হলো তাতে রাসূল (সা.) কে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করা হয়। গোটা পৃথিবীতে যেহেতু মুর্খতা ও গোমরাহীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিশেষতঃ আরবদের অহংকার, আত্মগরিমা ও পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ তাদেরকে সত্যের ডাকে সাড়া দিতে কিছুতেই অনুমতি দিচিছল না, এজন্য শুরুতে আল্লাহ তা'লার হিকমতের দাবী এটাই ছিল যে, প্রথমে তাঁকে প্রকাশ্য ইসলাম প্রচার ও প্রসারের নির্দেশ না দেয়া হোক। যাতে সূচনাতেই মানুষ ইসলাম থেকে বিমুখ না হয়ে যায়।

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء دعوت اسلام اپنی جان پہچان کے لوگوں میں اوران شخصوں میں شروع کی جن پر آپ کو اعتماد تھا یا آپ فراست کے ذریعہ ان میں خیر وصلاح کے آثار دیکھتے تھے۔

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) প্রথমিক পর্যায়ে কাদের মাঝে ইসলাম প্রচার করেন?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) প্রাথমিক পর্যায়ে স্বীয় চেনা-জানা, আস্থাভাজন এবং স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে যাদের মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের আলামত লক্ষ্য করেছেন, সেসব মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন।

اس طریق پر سب سے پہلے زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہؓ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ اور آپکے چچازاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپکے متبنی حضرت زید بن حارثہؓ مشرف باسلام ہوئے

টীকা.১ এ অংশটুকু دروس السیرۃ المحمدیۃ গ্রন্থের ৬৮ পৃষ্ঠা হতে সংগৃহীত।

প্রশ্ন ঃ সর্ব প্রথম কারা ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর ঃ এ প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম স্বীয় পত্নী হযরত খাদীজা (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) চাচাত ভাই হযরত আলী (রা.) এবং পালকপুত্র যাইদ ইবনে হারিছা (রা.) ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।

اور حضرت ابوبکر صدیقؓ نبوت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور آپ کے صدق و دیانت و اخلاق سے خوب واقف تھے۔ جب آپنے ان کو رسالت الٰہیہ کی خبر دی تو فوراً آپ کی تصدیق کی اور کلمۂ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔

প্রশ্ন ঃ হযরত আবু বকর (রা.) কে ছিলেন? নবীজী (সা.) তাঁর কাছে স্বীয় নবুওয়াত প্রাপ্তির সংবাদ দিলে তিনি কি করেন?
উত্তর ঃ নবুওয়াতের পূর্বে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) রাসূল (সা.) এর বন্ধু ছিলেন। তিনি রাসূল (সা.) এর সততা ও আমানতদারিতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাঁকে নবুওয়ত প্রাপ্তির সংবাদ দিলেন তৎক্ষণাত তিনি তাঁকে সত্যায়ন করে নিজে কালিমায়ে শাহাদত পড়ে মুসলামন হয়ে যান।

حضرت ابوبکر صدیقؓ اپنی قوم کے مسلم بزرگ تھے۔ تمام معاملات میں لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونیکے بعد آپؓ نے بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام دینی شروع کی جن میں کچھ صلاح و خیر کے آثار دیکھے۔

প্রশ্ন ঃ হযরত আবু বকর (রা.) মুসলমান হওয়ার পূর্বে কি করেন?
উত্তর ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিজ গোত্রের সর্বজন স্বীকৃত মহত ব্যক্তি ছিলেন। যাবতীয় বিষয়ে মানুষ তাঁর উপর আস্থাশীল ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি যাদের মাঝে কিছু পুণ্য ও মঙ্গলের আলামত লক্ষ্য করতেন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন।

چنانچہ حضرت عثمان غنی اور عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن العوام، طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہم نے ان کی دعوت قبول کی اور آپ ان سب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ان کے بعد ابو

عبیدہ بن الجراح اور عبیدۃ بن الحارث بن عبد المطلب اور سعید بن زید عدوی اور ابو سلمہ مخزومی او خالد بن سیعد بن العاص اور عثمان بن مظعون اور انکے دونوں بھائی قدامہ اور عبید اللہ اور ارقم ابن رقم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مشرف باسلام ہوئے۔ یہ سب کے سب قریش میں سے تھے۔ اور غیر قریش میں سے صہیب رومیؓ، عمار بن یاسر، ابوذر غفاریؓ، عبداللہ بن مسعودؓ اسلام میں داخل ہوئے۔

প্রশ্ন ঃ হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রচেষ্টায় কারা ইসলামে দীক্ষিত হন?

উত্তর ঃ হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রচেষ্টায় হযরত উসমান গণী (রা.) আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.), সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) এবং তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রা.) প্রমুখ তাঁর দাওয়াত কবুল করেন এবং তিনি তাঁদরে সকলকে মহানবী (সা.) এর দরবারে নিয়ে যান এবং সকলেই মুসলমান হয়ে যান। তাঁদের পরে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.) উবাইদা ইবনে হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.), সাঈদ ইবনে যায়িদ (রা.), 'আদবী আবু সালমান মাখযুমী (রা.), খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস (রা.), উসমান ইবনে মাযউন (রা.), তদীয় দুইভাই কুদামা ও উবাইদুল্লাহ আরকাম ইবনে আরকাম (রা.) ইসলামের ছায়াতলে এসে ধন্য হন। এঁরা সকলেই ছিলেন কুরাইশ গোত্রের। কুরাইশ গোত্র ছাড়াও হযরত সুহাইব রুমী (রা.), আম্মার ইবেন ইয়াসির (রা.), আবু যর গিফারী (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ (রা.) তাঁর প্রচেষ্টায় ইসলাম ধর্মে অনুপবেশ করেন।

اس وقت تک یہ دعوت اسلام محض خفیہ جاری تھی۔ عبادات اور اعمال شرعیہ بھی چھپ چھپ کر ادا کئے جاتے تھے۔ یہانتک کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے چھپکر نماز پڑھتا تھا۔ جب مسلمانوں کی تعداد تیس سے بڑھ گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیلئے ایک وسیع گھر مقرر فرما دیا جس میں وہ سب جمع ہو جایا کرتے اور آپؐ ان کو تعلیم فرماتے تھے۔

প্রশ্ন ঃ ইসলামে প্রথম দিকে মুসলমানগণ কিভাবে ইবাদত-বন্দেগী করতেন? মহানবী (সা.) কখন মুসলমানদের তা'লীমের জন্য ঘর নির্মাণ করেন?

উত্তর ঃ তখনো পর্যন্ত ইসলামের এ দাওয়াত গোপনেই চালু ছিল। ইবাদত বন্দেগী ও শরীআতের আমল সমূহ ও লুকিয়ে লুকিয়ে আদায় করা হতো। এমনকি পিতা-পুত্র হতে এবং পুত্র-পিতা হতে লুকিয়ে নামাজ আদায় করতেন। যখন মুসলমানদের সংখ্যা ত্রিশের অধিক পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের জন্য একটি প্রশস্ত ঘর নির্ধারণ করলেন। সেখানে তাঁরা সমবেত হতেন এবং তিনি তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় তা'লীম দিতেন।

اس طریقہ کی دعوت اسلام تین سال تک جاری رہی۔ اس دوران میں قریش کی خاصی ایک جماعت اسلام میں داخل ہوگئی اور پھر اور لوگ بھی داخل ہونے شروع ہوگئے اور یہ خبر مکہ میں پھوٹ نکلی اور لوگوں میں جابجا اس کا چرچا ہونے لگا اور اب اعلاناً دعوت حق کا وقت آ پہنچا۔

প্রশ্ন ঃ প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের পরিস্থিতি কখন সৃষ্টি হলো?

উত্তর ঃ এভাবে (গোপনে) ইসলামের দাওয়াত তিন বছর যাবত চালু থাকে। ইত্যবসরে কুরাইশদের এক বিশাল জামাত ইসলামে দীক্ষিত হন। অতঃপর অন্যান্য লোকজনও ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। এ সংবাদ মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল এবং মানুষের মুখে মুখে এর আলোচনা হতে লাগল। এবার প্রকাশ্যে সত্যের দাওয়াত প্রদানের সময় এসে যায়।

اعلانا دعت اسلام

প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত

تین سال کے بعد جب کہ کثرت سے مرد وعورت اسلام میں داخل ہونے لگے اور لوگوں میں اس کا چرچا ہوا تو خداوند عالم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ علی الاعلان لوگوں کو کلمۂ حق پہنچائیں۔

শব্দার্থঃ پھوٹ نکلی ফাটল, ছড়িয়ে পড়া। جابجا স্থানে স্থানে। اعلانا প্রকাশ্যে। چرچا আলোচনা।

প্রশ্ন ঃ আল্লাহ তা'আলা কখন নবী করীম (সা.) কে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দেন?

উত্তর ঃ তিন বছর পর যখন অধিক পরিমানে নর-নারী ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল এবং মানুষের মাঝে এর আলোচনা হতে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা মহা নবী (সা.) কে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

آپ نے فورًا اسکی تعمیل کی اور مکہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر قبائل قریش کا نام لے لیکر آواز دی۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو آپنے اولاً سب سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ غنیم کا لشکر تم پر چڑھا چلا آرہا ہے اور قریب ہے کہ تم پر لوٹ ڈالدے تو کیا تم سب میری تصدیق کروگے؟

یہ سنکر سب کے سب ایک زبان ہوکر بولے کہ بیشک ہم آپکی خبر کو بالکل حق سمجھیں گے کیونکہ ہم نے آجتک کبھی آپکو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد آپنے فرمایا کہ میں تمھیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے اپنے باطل عقائد کو نہ چھوڑا تو خدا تعالی کا سخت عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اور فرمایا:

جہانتک مجھے معلوم ہے دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کیلئے اس تحفہ سے بہتر تحفہ لیکر نہیں آیا جو میں تمہارے لئے لایا ہوں۔ میں تمہارے لئے دین و دنیا کی فلاح و بہبود لیکر آیا ہوں اور خداوند عالم نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمھیں اسکی طرف دعوت دوں۔ خدا کی قسم! اگر میں تمام دنیا کے انسانوں سے جھوٹ بولتا تب بھی تمہارے سامنے جھوٹ نہ بولتا۔ اور اگر ساری دنیا کو دھوکا دیتا تب بھی تمھیں دھوکا نہ دیتا۔ اس ذات قدوس کی قسم ہے کہ جو ایک ہے اور جسکا کوئی سہیم و شریک نہیں کہ میں تمہاری طرف خصوصا اور تمام عالم کی طرف عموما خدائے تعالی کا رسول و پیغمر ہوں۔ (از دروس السیرت ۱۰)

শব্দার্থঃ صفا চূড়া। غنیم শত্রুদল। بہود উন্নতি,মঙ্গল। سہیم অংশীদার। تحفہ উপঢৌকন।

প্রশ্ন ঃ প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ পালনার্থে নবী করীম (সা.) কুরাইশদেরকে সমবেত করে কী ভাষণ দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ মহানবী (সা.) তৎক্ষনাৎ এ নির্দেশ পালন করেন এবং মক্কার 'সাফা' পর্বতে আরোহন করে কুরাইশদের সকল শাখা গোত্রের নাম ধরে ধরে আহবান করতে থাকেন। সকল গোত্রের লোক একত্রিত হলে প্রথমে তিনি সকলকে জিজ্ঞেস করলেন- ওহে জনমন্ডলী! আমি যদি তোমাদেরকে এ সংবাদ প্রদান করি যে, একদল দস্যু তোমাদের উপর আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হচ্ছে এবং অচিরেই তোমাদের উপর লুটপাট চালাবে, তাহলে কি তোমরা আমার কথাকে বিশ্বাস করবে? নবীজী (সা.) এর এ কথা শুনে সকলেই সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল- নিঃসন্দেহে আমরা আপনার সংবাদকে বিশ্বাস করব। কেননা আজ পর্যন্ত কখনো আমরা আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি। অতঃপর মহানবী (সা.) বললেন- আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছি যে, যদি তোমরা স্বীয় ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস বর্জন না কর, তাহলে আল্লাহ তা'আলার কঠোর আযাব তোমাদের উপর অত্যাসন্ন।

তিনি আরো বলেলন- আমার জানামতে পৃথিবীতে কোন মানুষ স্বজাতির জন্যে এর চেয়ে উত্তম কোন উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়নি, যা আমি তোমাদের জন্যে নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের ইহ-পরকালীন (উভয় জগতের) কল্যাণ ও সফলতা নিয়ে এসেছি। মহান আল্লাহ আমাকে উক্ত কল্যাণের প্রতি আহবান করার জন্যে আদেশ করেছেন। আল্লাহর শপথ! যদি বিশ্বের সমগ্র মানুষের সাথে আমি মিথ্যা বলতাম, তথাপি তোমাদের সাথে মিথ্যা বলতাম না। যদি গোটা দুনিয়াকে আমি ধোকা দিতাম, তথাপি তোমাদেরকে ধোকা দিতাম না। ঐ পুতঃ পবিত্র সত্ত্বার শপথ! যিনি এক যার কোন শরীক ও অংশীদার নেই। নিঃসন্দেহে আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি এবং বিশেষ করে তোমাদের প্রতি নবী ও রাসূল রূপে প্রেরীত হয়েছি। -দুরুসস সীরাত পৃঃ ১০।

تمام عرب کی مخالفت وعداوت اور آپکی استقامت

গোটা আরবের শত্রুতা ও বিরোধিতা
এবং নবী করীম (সা.) এর অবিচলতা

یہ دعوت وتبلیغ کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔عرب کو جب یہ معلوم ہوا کہ آپ کی وحی بتوں کی حقیقت کھولی گئی ہے اور انکی پرستش کرنیوالوں کی بیوقوفی ظاہر کی گئی ہے تو آپ

کی عداوت کیلئے کھڑے ہوگئے اورانکی ایک جماعت آپ کے چچاابوطالب کے پاس آئی کہ وہ آپ کواس قسم کی باتوں سے روک دیں اور یا آپ کی حمایت چھوڑ دیں۔ ابوطالب نے ایک عمدہ پیرایہ سے انکو جواب دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کلمۂ حق کی نشر واشاعت میں سرگرم اور بتونکی عبادت سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ جب عرب کواس پر صبر نہ ہوسکا تو پھر ابوطالب کے پاس آئے اور سختی کے ساتھ ان سے مطالبہ کیا کہ یا آپ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں ورنہ ہم سب تمہارے خلاف جنگ کرینگے یہانتک کہ فریقین میں سے کوئی ایک فنا ہوجائیگا۔

প্রশ্ন ঃ কুরাইশরা নবী করীম (সা.) এর চাচা আবু তালিবের নিকট এসে কী আবেদন করল?

উত্তর ঃ দাওয়াত ও তাবলীগের এ ধারা এভাবেই চলতে থাকে। আরববাসীরা যখন জানতে পারল যে, নবী করীম (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর মাঝে তাদের মূর্তি সমূহের আসল রূপ ও অসারতা ফাঁস করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের পুজাঁরীদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হয়েছে, তখন তারা রাসূল (সা.) এর শত্রুতায় মেতে উঠল। তাদের এক প্রতিনিধি দল তাঁর চাচা আবু তালিবের নিকট এসে বলল- আপনি আপনার ভাতিজাকে মূর্তি সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করতে নিষেধ করুন, নতুবা আপনি তাঁর সহায়তা করা ছেড়ে দিন।

আবু তালিব বেশ উত্তম পন্থায় তাদেরকে বুঝ দিলেন। অপর দিকে রাসূল (সা.) পূর্বের ন্যায় তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে লিপ্ত থাকেন এবং মানুষকে মূর্তি পুঁজা হতে বারণ করতে থাকেন। আরববাসী এতে অধৈর্য হয়ে পুনরায় আবু তালিবের নিকট আগমন করল এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে দাবী জানাল যে, আপনি আপনার ভাতিজাকে বারণ করুন, অন্যথায় আমরা সকলেই আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হব। যতক্ষণ না দু'দলের কোন একদল ধবংশ হয়ে যাবে।

শব্দার্থ ঃ پیرایہ পন্থা ভাব-ভঙ্গি,রীতি। نشر و اشاعت প্রচার-প্রসার। سرگرم সচেষ্ট,প্রচন্ড।

تمام قبائل عرب کے مقابلہ میں آپؐ کا جواب

আরবের সকল গোত্রের বিরুদ্ধে রাসূল (সা.) এর জবাব

اب تو ابوطالب کو بھی فکر ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عم بزرگوار!

"خدا کی قسم ! اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں آفتاب اور بائیں میں ماہتاب کو لا رکھیں اور یہ چاہیں کہ میں خدا کا کلمہ اسکی مخلوق کو نہ پہنچاؤں تو میں ہرگز اسکے لئے آمادہ نہیں ہوسکتا۔ یہانتک کہ یا خدا کا سچا دین لوگوں میں پھیل جائے اور یا کم از کم اسی جدو جھد میں اپنی جان دے دوں۔ ابوطالب نے جب یہ رنگ دیکھا تو کہا اچھا جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو میں بھی تمہاری حمایت ونصرت سے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔

প্রশ্ন ঃ আরবের সকল গোত্রের দাবীর মোকাবেলায় রাসূল (সা.) কী জবাব প্রদান করেন?

উত্তর ঃ এ পরিস্থিতি দেখে আবু তালিব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাই রাসূল (সা.) এর সাথে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। চাচার কথা শুনে রাসূল (সা.) বললেন- ওহে শ্রদ্ধেয় চাচাজান! আল্লাহর শপথ! আরব পৌত্তলিকরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, আর এর বিনিময়ে তারা দাবী করে যে, আল্লাহর সত্যের বাণী মানুষের মাঝে প্রচার না করি, তবুও আমি কিছুতেই এতে সম্মত হতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর সত্য ধর্ম মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করবে। অন্যথায় কমপক্ষে এ প্রচেষ্টায় আমি আমরা জীবন উৎসর্গ করে দেব। আবু তালিব নবীজী (সা.) এর অবস্থা দেখে বললেন- যাও তুমি তোমার কাজ করতে থাক, আমি তোমার সাহায্য-সহযোগিতা হতে কখনো হাত গুটিয়ে নেবনা।

শব্দার্থ ঃ بزرگوار সম্মানিত, শ্রদ্ধেয়। ماہتاب চাঁদ। آمادہ প্রস্তুত,সম্মত, উৎসাহ।

لوگوں میں نفرت پھیلانا اور اس کا الٹا نتیجہ

মানুষের মাঝে ঘৃণ্যতা বিস্তার এবং এর বিপরীত ফল

جب قریش نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب آپکے ساتھ ہیں اور ادھر موسم حج قریب ہے اس موقع پر آپ ﷺ تبلیغ میں سرگرم کوشش کرینگے اور آپ کے کلام کی مقناطیسی کشش سے سب واقف تھے اسلئے اندیشہ ہوا کہ اب ان کا مذہب دنیا کے اطراف میں پھیل جائیگا تو سب نے جمع ہو کر مشورہ میں یہ طے کیا کہ مکہ کے تمام راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دئے جائیں تا کہ اطراف عالم سے جو لوگ حج کیلئے آئیں انھیں دور ہی سے یہ کہدیا جائے یہاں ایک ساحر ہے جو اپنے کلام سے باپ بیٹے اور خاوند بیوی میں اور تمام رشتہ داروں میں باہمی تفریق ڈالدیتا ہے تم اسکے پاس نہ جائیو لیکن

چراغے را کہ ایزد برفروزد ☆ کسے کش تف زند ریشش بسوزد

خدا کی قدرت ان کا یہ طرز عمل آنحضرت ﷺ کی تبلیغ کا کام کر گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ بہت سے لوگ آپکا ذکر بھی نہ سنتے لیکن ان کی اس جدوجہد نے سب کو آپ کا مشتاق بنا دیا۔

প্রশ্ন ঃ কাফিররা মানুষের মাঝে মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে কী দুর্নাম ছড়াল এবং তার কী পরিণাম হলো?

উত্তর ঃ কুরাইশরা যখন দেখল যে, বনু হাশিম ও বনু আব্দুল মুত্তালিব রাসূল (সা.) এর পক্ষে রয়েছে অপর দিকে হজ্জের মওসুমও নিকটবর্তী,১. এ সুযোগে মুহাম্মাদ (সা.) দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে জোর চেষ্টা চালাবেন।

শব্দার্থ ঃ مقناطیسی চৌম্বিক। کشش আকর্ষণ। ایزد আল্লাহ তা'আলা। برفروز পুড়ে যায়। ریش দাড়ি। مشتاق অনুরাগী, আকৃষ্ট।

টীকা.১ জাহিলিয়্যাতের যুগেও হজ্জ প্রচলিত ছিল। মক্কার মুশরিকরাও হজ্জ পালন করত। তবে তা ছিল তাদের কল্পিত ও মনগড়া পদ্ধতিতে।

তাঁর সত্য ভাষণের চুম্বুকাকর্ষণের ব্যাপারে সকলেই অবগত ছিল। এজন্যে তাদের আশংকা হলো যে, এ সুযোগে তাঁর ধর্ম বিশ্বের সর্বত্রে ছড়িয়ে পড়বে। তাই সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলো মক্কার সকল পথে তাদের লোক বসিয়ে দিতে হবে। যাতে তারা বিশ্বের চতুর্দিক হতে আগত সকল লোকজনকে দূর থেকেই বলে দিবে যে, এখানে একজন যাদুকর আছে, সে তাঁর কথা দ্বারা পিতা-পুত্র স্বামী- স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। তোমরা তাঁর নিকট যেয়ো না, কিন্তু কবির ভাষায়-

মহান আল্লাহ তা'আলা যে চেরাগটি প্রজ্জলিত করছেন, সে বাতিটি যে বন্ধ করতে চাইবে, তার দাড়িই কেবল পোড়া যাবে।

আল্লাহর কুদরতে কাফিরদের এ কর্মপন্থা রাসূল (সা.) এর কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি না করে বরং তাঁর দাওয়াতের কাজ দিল। যদি তারা এমনটি না করত, তাহলে সম্ভাবনা ছিল যে, অনেক লোক তাঁর নামই শুনতো না। কিন্তু তাদের এ চেষ্টা-মেহনত সকলকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে দিয়েছে।

قریش کی ایذا رسانی اور آپکی استقامت

কুরাইশদের নির্যাতনঃ রাসূল (সা.) এর দৃঢ়তা

جب قریش اپنی تدبیروں میں ناکام رہے اور دیکھا کہ روز بروز آپکی دعوت عام ہو جاتی ہے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اب ہر قسم کی ایذا رسانی شروع کی۔ مکہ کے چند اوباش لوگوں کو جمع کر کے اسپر آمادہ کیا کہ وہ آپکی ہر مجلس میں استہزاء کریں اور جس صورت سے ممکن ہو آپکو تکلیف پہنچائیں۔

প্রশ্ন ঃ কুরাইশরা ইসলাম প্রচারের কাজে বাধা দিয়ে ব্যর্থ হয়ে কী করল?

উত্তর ঃ কুরাইশরা যখন তাদের সকল চেষ্টা প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলো এবং দেখল যে, দিন দিন তাঁর দাওয়াত ব্যাপকতা লাভ করছে। প্রচুর পরিমাণে লোকজন ইসলামে অনুপ্রবেশ করছে, তখন তারা সর্ব প্রকার নির্যাতন নিপীড়ন শুরু করল। মক্কার কিছু উশৃঙ্খল ও বখাটে যুবকদেরকে সমবেত করে এ মর্মে উৎসাহিত করল যে, মুহাম্মাদ (সা.) এর সকল মজলিসে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে এবং যেভাবে হোক তাঁর প্রতি নির্যাতন চালাবে।

শব্দার্থ ঃ اوباش বখাটে,উশৃঙ্খল। استہزاء ঠাট্টা-বিদ্রুপ। امادہ উৎসাহিত। ایذا ,নিপীড়ন।

آپ ﷺ کے قتل کا ارادہ اور آپ ﷺ کا بین معجزہ

রাসূল (সা.) কে হত্যার পরিকল্পনা এবং তাঁর স্পষ্ট মু'জিযা

ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کعبہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے جب سجدہ میں گئے تو ابو جہل نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ارادہ کیا کہ پتھر سے آپکا سر مبارک کچل ڈالے مگر

ع : دشمن اگر قوی ست نگہبان قوی تر ست۔

جب پتھر لیکر آپکے قریب پہنچتا ہے تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں پتھر ہاتھ سے گر جاتا ہے رنگ فق ہو جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی جماعت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں نے آپکے سر کی طرف ہاتھ بڑھانیکا ارادہ کیا تو ایک عجیب وضع کا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف جھپٹا اور قریب تھا کہ مجھے کھا جائے۔ میں نے ایسا اونٹ آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ ہے جو کفار کے مجمع میں سب کے سامنے پیش آیا اور خود کفار کے سردار ابو جہل نے اسکا اقرار کیا۔

প্রশ্ন ঃ আবু জাহেল কর্তৃক রাসূল (সা.) এর হত্যার পরিকল্পনা করা হলে তাঁর কী মু'জিযা প্রকাশিত হয়?

উত্তর ঃ একবার নবী করীম (সা.) পবিত্র কা'বার পাশে নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন, আবু জেহেল এ সুযোগকে গণীমত মনে করে নবীজী (সা.) এর মাথা মুবারককে প্রস্তরাঘাতে নিষ্পেষিত করার ইচ্ছা করল। কিন্তু (কবির ভাষায়)

'শত্রু যতই শক্তিশালী হোক, রক্ষক হলেন মহা শক্তিধর'

আবু জাহেল পাথর নিয়ে যখন রাসূল (সা.) এর নিকটবর্তী হলো, তখন হাত কাঁপতে কাঁপতে পাথর পড়ে গেলো। তার চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। দ্রুত নিজ সাথীদের নিকট এসে বলল- 'আমি যখন মুহাম্মাদ (সা.) এর মাথার দিকে হাত বাড়ানোর ইচ্ছা করলাম, তখন আশ্চর্য ধরনের একটি উট মুখ খুলে আমার দিকে ধাওয়া করলো এবং আমাকে খেয়ে ফেলার উপক্রম হলো। এমন উট আমি আজ পর্যন্ত কখনো দেখিনি।

এ ঘটনাটি কাফিরদের সমাবেশে সকলের সম্মুখেই ঘটেছিল। আর কাফিরদের সরদার স্বয়ং আবু জাহেলই তার স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিল।

শব্দার্থঃ كچل নিষ্পেষিত। فق ফ্যাকাশে। عجیب وضع আশ্চর্য ধরনের جھپٹا ধাওয়া করা।

ابوجہل، عقبہ بن ابی معیط، ابولہب، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث اسود بن عبد المطلب، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث یہ لوگ ہر وقت آنحضرت ﷺ کے درپے ایذا رہتے تھے۔ ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی بلکہ سب کے سب نہایت ذلیل ہوکر ہلاک ہوئے کچھ غزوۂ بدر میں تلوار کے گھاٹ اتر گئے اور کچھ نہایت گندے اور سخت امراض میں گل سڑ کر مر گئے۔

প্রশ্ন ঃ কারা সর্বদা নবী করীম (সা.) এর পিছনে লেগে থাকতো, এবং তাদের কি পরিণতি হয়?

উত্তর ঃ আবু জাহেল, উকবা ইবনে আবু মু'আইত, আবু লাহাব, আস ইবনে ওয়ায়িল, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস, আসওয়াদ ইবনে আঃ মুত্তালিব, ওলিদ ইবনে মুগীরা, নযর ইবনে হারিস এরা সকলেই নবী করীম (সা.) এর পিছনে লেগে থাকতো। এদের কারো ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক হয়নি। বরং সবাই অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে ধবংস হয়েছে। কেউ বদর যুদ্ধে অসির আঘাতে শেষ হয়েছে, কেউ অত্যন্ত কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পঁচে গলে মরে গেছে।

قریش کا آپ ﷺ کو ہر قسم کی طمع دینا اور آپکا جواب

কুরাইশদের বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জবাব

جب کفار قریش نے دیکھ لیا کہ تدبیر بھی کارگر نہیں ہوتی تو سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ اپنے سب سے زیادہ چالاک سردار عتبہ بن ربیعہ کو آپکے پاس بھیجیں تا کہ وہ آپکو ہر قسم کی دنیاوی طمع دلائے

شاید اس تدبیر سے آپ اپنے دعوے سے خاموش ہو بیٹھیں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے پاس جا کر کہا کہ بھتیجے!

শব্দার্থ ঃ گھاٹ আঘাত। گل سڑ کر পঁচে গলে। سخت امراض জটিল রোগ। طمع প্রলোভন।

تم حسب ونسب کے اعتبار سے ہم سب میں بہتر ہو اور اسکے باوجود تم نے اپنی جماعت میں ایک تفریق ڈالدی اور ان کے معبودوں کو اور ان کو برا بھلا کہا ان کو اور ان کے آباء واجداد کو جاہل ٹھہرایا، تم آج اپنے دل کی بات کہدو اگر ان سارے قصوں سے تمہاری غرض یہ ہے کہ بڑی دولت جمع کرلو، تو سنو! ہم تمہارے واسطے اتنا مال جمع کردینے کیلئے تیار ہیں کہ تم اہل مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمھیں سرداری حاصل ہو جائے تو ہم اسپر راضی ہیں کہ تمام قریش کا سردار بنادیں اور آپکے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہ ہلائیں اور اگر آپ کی غرض بادشاہت ہے تو ہم آپ کو اپنا سب کا بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر تم پر (معاذ اللہ) کسی جن کا اثر ہے اور یہ اسی کا کلام (وحی) تم لوگوں کو سناتے ہو اور تم اسکے دفع کرنے سے عاجز ہو تو ہم آپ کیلئے کوئی طبیب تلاش کریں جو آپ کا علاج کرے (سیرت مغلطائی ص ۲۰)

প্রশ্ন ঃ কুরাইশরা মহানবী (সা.) কে সত্যের কথা প্রচার থেকে নিবৃত করার জন্য কি কি প্রলোভন দিয়েছিল?

উত্তর ঃ কুরাইশ কাফিররা যখন দেখলো যে, তাদের (হত্যার) এ প্রচেষ্টা ও কোন কাজ হলো না, তখন সকলেই শলাপরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলো যে, তারা তাদের সবচেয়ে চতুর বুদ্ধিমান সর্দার উতবা ইবনে রাবী'আকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট প্রেরণ করবে। সে নবী করীম (সা.) কে পার্থিব নানাবিধ প্ররোচনা দিবে। সম্ভবতঃ এ প্রচেষ্টায় তিনি স্বীয় দাবী থেকে নীরব হয়ে যাবেন। উতবা ইবনে রাবী'আ রাসূলে করীম (সা.) এর খিদমতে হাজির হলো। রাসূল (সা.) মসজিদে নামায রত ছিলেন, নিকটে গিয়ে বলল- ভাতিজা! তুমি বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে আমাদের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এরপরও তুমি তোমার গোত্রের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করছ। তাদের দেব-দেবী এবং তাদের সম্পর্কে দুর্নাম রটাচ্ছ। তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাগণকে মুর্খ-নির্বোধ আখ্যা দিচ্ছ। তুমি আজ তোমার মনের কথা বলে দাও। এসব কিছুর দ্বারা যদি বিপুল ধন-সম্পদ সঞ্চয় করা তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে শোন! আমরা তোমাকে এ পরিমাণ সম্পদ যোগাড় করে দিতে প্রস্তুত। যাতে তুমি সকল মক্কাবাসীর থেকে শ্রেষ্ঠ

সম্পদশালী হয়ে যাবে। যদি তুমি নেতৃত্ব লাভ করতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে কুরাইশদের নেতা বানাতে রাজী আছি। তোমার নির্দেশ ছাড়া কেউ ক্ষুদ্র একটি কুটাও সরাবে না। যদি তোমার রাজত্বের কামনা থাকে, তাহলে তোমাকে আমরা আমাদের রাজা বানাব। আর যদি (নাঊযবিল্লাহ) তোমার উপর কোন জ্বিন-ভুতের প্রভাব থাকে, আর এটা (ওহী) তারই কালাম হয়ে থাকে, যা তুমি মানুষকে শোনাও এবং তুমি তা ছাড়াতে অপারগ হও, তাহলে আমরা তোমার জন্য কোন কবিরাজ খোঁজ করি, সে তোমাকে চিকিৎসা করবে। -সীরাতে মোগলতাঈ পৃঃ ২০।

جب عتبہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو نبی کریم ﷺ نے اس ساری داستان کے جواب میں صرف ایک سورت قرآن سنادی جسکو سنکر عتبہ ہکا بکا رہگیا۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলে করীম (সা.) কুরাইশদের প্রলোভনের জবাবে কি বলেলন?

উত্তর ঃ উতবা তার বক্তব্য শেষ করলে রাসূলে আকরাম (সা.) তার এ সকল প্রলোভনমূলক প্রসঙ্গের উত্তরে শুধু পবিত্র কুরআনের একটি সূরা শুনালেন যা শুনে উতবা হতবুদ্ধি হয়ে গেলো।

اور اپنی قوم میں واپس آکر کہنے لگا خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اپنی عمر میں کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ نجومیوں کا کلام ہے اور نہ سحر۔ میری رائے یہ ہے کہ تم سب اس شخص (آنحضرت ﷺ) کی ایذا رسانی سے باز آؤ کیونکہ ان کا جو کلام میں نے سنا ہے واللہ اس کی شان عظیم ظاہر ہونے والی ہے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تم میری بات مانو اور زیادہ نہیں تو کچھ دنوں انتظار کرو۔ اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو تم مفت میں اس تکلیف سے نجات پاؤ گے اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی عزت ہماری عزت ہے کیونکہ وہ ہمارے ہی قبیلہ سے ہیں۔

প্রশ্ন ঃ নবীজী (সা.) এর উত্তর শুনে উতবা স্বীয় গোত্রে এসে কি বললো?

উত্তর ঃ নিজ গোত্রে এসে বললো আল্লাহর শপথ, আজ আমি এমন একটি কালাম শুনেছি যা ইতি পূর্বে আমার জীবনে আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর

শপথ! তা কোন কবিতাও নয়, কোন জ্যোতিষীর কাব্যও নয় এবং কোন যাদুমন্ত্রও নয়। আমার মতামত হলো তোমরা তাঁকে নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকো। কেননা আমি তাঁর থেকে যে বাণী শুনেছি, আল্লাহর শপথ; অচিরেই তাঁর সুমহান মর্যাদা প্রকাশিত হবে। আমি তোমাদের কল্যাণকামী। তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। অন্ততঃ পক্ষে কিছুদিন অপেক্ষা কর। যদি আরববাসী তার উপর বিজয়ী হয়, তাহলে বিনা প্রচেষ্টায় তোমরা এ কষ্ট হতে মুক্তি পাবে। আর যদি সে আরবদের উপর বিজয়ী হয়, তাহলে তার সম্মান তো প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই সম্মান। কারণ সে তো আমাদেরই বংশের মানুষ।

قریش اپنے سب زیادہ ہوشیار سردار کی یہ باتیں سنکر حیرت میں رہ گئے اور یہ کہکر جان چھڑائی کہ اس پر محمد (ﷺ) نے جادو کر دیا ہے۔ (دروس السیرت ص ۱۴)

প্রশ্ন ঃ উতবার কথায় কুরাইশদের মাঝে কি প্রতিক্রিয়া হলো?
উত্তর ঃ কুরাইশরা তাদের সর্বাধিক বুদ্ধিমান নেতার এসব কথা শুনে হতবাক হয়ে গেলো এবং এ কথা বলে তাদের লজ্জা ঢাকলো যে, মুহাম্মাদ (সা.) তার উপর যাদু করেছে। - দুরুসুস সিয়ার পৃঃ১৪।

جب قریش کا کوئی حیلہ کارگر نہ ہوا تو اب نبی کریم ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے صحابہ اور متعلقین واقرباء کو بھی ستانا اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کیا۔ حضرت بلالؓ وغیرہ صحابہ کو سخت ایذائیں دی گئیں۔ حضرت عمار ابن یاسرؓ کی والدہ ما جدہ اسی بناء پر نہایت دردناک طریقہ سے شہید کی گئیں۔ اور سب سے پہلا واقعہ شہادت ہے یہ جو اسلام میں پیش آیا (سیرت مغلطائی ص ۲۱)

প্রশ্ন ঃ কুরাইশরা প্রলোভন ইত্যাদিতে নবীজী (সা.) কে ইসলামের দাওয়াত থেকে বারণ করতে না পেরে কি ব্যবস্থা নিলো?

শব্দার্থ ঃ کارگر ফলপ্রসু। متعلقین واقرباء আত্মীয় স্বজন। دردناک নির্মম, নির্দয়।

উত্তর ঃ কুরাইশদের কোন কৌশলই যখন কোন কাজে আসলো না, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তার আত্মীয়-স্বজন এবং সাহাবীদেরকে কষ্ট দিতে লাগলো। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) এর শ্রদ্ধেয়া মাতা সুমাইয়া (রা.) কে এ কারণেই নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে। আর এটাই হলো ইসলামের ইতিহাসের সর্ব প্রথম শাহাদাতের ঘটনা। -সীরাতে মোগলতাঈ পৃঃ ২১।

صحابہؓ کے لئے ہجرت حبشہ کا حکم

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কে হাবশায় হিজরতের অনুমতি প্রদান

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم اور تکالیف برداشت کرتے رہے مگر جب صحابہ کرام اور دیگر اقارب تک اسکی نوبت پہنچی اور دیکھا کہ وہ نہایت صبر کے ساتھ تمام مظالم سہنے کیلئے تیار ہیں مگر اس کلمۂ حق اور نور الٰہی سے منہ موڑنے کیلئے ہرگز تیار نہیں جو ان کو آپ ﷺ کے ذریعہ سے وصول ہوا ہے تو ان حضرات کو اجازت دی کہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ عطائے نبوت سے پانچویں سال ماہ رجب میں بارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی جن میں حضرت عثمانؓ اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہؓ بھی تھیں۔ (دروس السیرۃ۔۱۵)

প্রশ্নঃ মুসলমানরা সর্বপ্রথম কোথায় কেন হিজরত করেন?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কাফিরদের সর্ব প্রকার জুলুম নির্যাতন নীরবে সয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের উপর ও চরম নির্যাতন শুরু হলো এবং দেখলেন যে, তারা অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে সকল নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করার জন্য প্রস্তুত, তখন নবী করীম (সা.) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলেন। নবুওয়াত লাভের ৫ম বর্ষে রজব মাসে ১২ জন পুরুষ ও চার জন নারী হাবশায় হিজরত করলেন।১. তন্মধ্যে হযরত উসমান (রা.) ও তাঁর সহধর্মীনী হযরত রুকাইয়া (রা.)ও ছিলেন। -দুরুসুস সীরাত পৃঃ ১৫।

টীকা.১ এ সংখ্যার ব্যাপারে আরো কয়েকটি মতামত রয়েছে।

نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان مہاجرین کا اکرام کیا یہ سب امن وعافیت کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔

প্রশ্ন ঃ আবিসিনায়ার রাজা হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে কিরূপ আচরণ করেন?

উত্তর ঃ হাবশার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহ নাজ্জাসী উক্ত মুহাজিরগণকে যথেষ্ট সমীহ করলেন।১. তারা বেশ শান্তি নিরাপত্তার সাথে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন।

جب قریش کو اسکی خبر ہوئی تو عمرو بن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ یہ لوگ مفسد ہیں انکو اپنی قلمرو میں ٹھہرنیکی اجازت نہ دو بلکہ ان کو ہمارے سپرد کردو۔

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের সংবাদ শুনে কুরাইশরা কি করলো?

উত্তর ঃ কুরাইশদের নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো, তখন তারা আমর ইবনুল আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাবি'আকে বাদশা নাজ্জাসীর নিকট এই বলে পাঠাল যে, এরা কলহ সৃষ্টিকারী, এদেরকে আপনার ছত্র-ছায়ায় থাকতে দিবেন না। বরং আমাদের নিকট অর্পণ করুন।

نجاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا اس نے ان کے جواب میں کہا میں یہ کام اسوقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے مذہب اور خیالات کی تحقیق نہ کرلوں۔

প্রশ্ন ঃ কুরাইশ মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে আনতে চাইলে বাদশাহ নাজ্জাসী তাদেরকে কি জবাব দেন?

উত্তর ঃ নাজ্জাসী ছিলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি উত্তরে তাদেরকে বললেন- আমি তাদের ধর্ম ও মতাদর্শ সম্পর্কে তথ্য না নেয়া পর্যন্ত তোমাদের নিকট অর্পন করতে পারি না।

শব্দার্থঃ اکرام সম্মান,সমাদর। مفسد বিশৃঙখলাকারী। قلمرو সাম্রজ্য, রাজ্য। سنجیدہ বিচক্ষণ।

টীকা.১ " নাজ্জাশী" আবিসিনিয়ার বাদশাহর উপাধি।

ان حضرات سے جب نجاشی نے یہ دریافت کیا کہ اپنا مذہب اور اس کے صحیح صحیح واقعات بتلائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالبؓ آگے بڑھے اور فرمایا۔

''شاہا! ہم پہلے جاہلیت والے تھے۔ بتوں کی پوجا کرتے اور مردار جانور کھاتے تھے فحش کاری، قطع رحمی، بدخلقی میں مبتلا تھے، ہمارا قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا یہانتک کہ اللہ تعالی نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمارے ہی کنبہ سے ہے، ہم انکے نسب اور سچائی، امانت اور عفت کو خوب جانتے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک سمجھیں اور اسکے ساتھ کسی کو سہیم وشریک نہ جانیں اور بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولیں، عزیز واقارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور محرمات سے منع فرمایا اور خون بہانے اور جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے سے روکا، اور ہمیں نماز، روزہ، زکوۃ، حج کا حکم فرمایا، ہم نے جب یہ سنا تو اس پر ایمان لے آئے''

প্রশ্ন ঃ বাদশা নাজ্জাসী মুসলামানদের ধর্ম সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও জানতে চাইলে কে সামনে অগ্রসর হন এবং তিনি কি কি বিষয় আলোচনা করেন?

উত্তর ঃ অতঃপর তিনি (নাজ্জাসী) যখন তাঁদের (মুসলমান) নিকট তাদের ধর্ম এবং সঠিক তথ্য ও ঘটনা পেশ করার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.) অগ্রসর হয়ে বলেলন-১.

মান্যবর বাদশাহ! আমরা পূর্বে বর্বরতার মাঝে নিমজ্জিত ছিলাম, মূর্তি পুজা করতাম, মৃত পশু ভক্ষণ করতাম, অশ্লীলতা, আত্মীয়তা ছিন্ন ও দুশ্চরিত্রে লিপ্ত ছিলাম। আমাদের সবলরা দুর্বলদের সম্পদ গ্রাস করতো। এ পরিস্থিতি চলাকালে আল্লাহ আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি আমাদের গোত্রেরই লোক। আমরা তাঁর বংশ,সততা, বিশ্বস্ত, চরিত্রের নির্মলতা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি আমদেরকে এ মর্মে আহবান করেছেন যে,আমাদের উপাস্য এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমরা তাঁরই উপাসনা করবো। মূর্তি পুজা ত্যাগ করবো। সত্য কথা বলবো, আত্মীয়দের

শব্দার্থ ঃ شاہا বাদশা। فحش অশ্লীল। بدخلقی অসৎ চরিত্র। کنبہ গোত্র,বংশ।

টীকা. ১ইউরোপের জনৈক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সম্ভবত লর্ড ক্রোমর বলেন- যদি সমগ্র বিশ্বের আলিমগণ একত্রিত হয়ে ইসলামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন তাহলে তাঁরা এর চেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা দিতে পারবেনা যা আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণ দিয়ে ছিলেন। (দুরুসুত তারীখ-২১পৃঃ)

সাথে সুসম্পর্ক গড়ব। প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ করবো। তিনি আমাদেরকে যাবতীয় পাপকর্ম হতে নিষেধ করেছেন। খুন-খারাবী, মিথ্যা কথা ও ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা হতে নিষেধ করেছেন। নামায,রোযা,যাকাত ও হজ্জের নির্দেশ দিয়েছেন। এসব কিছু শোনার পর আমরা তার উপর ঈমান এনেছি।

نجاشی یہ سنکر بہت متاثر ہوا۔قریش کے دونوں قاصدوں کوواپس کردیااور خود مسلمان ہوگیا۔

প্রশ্ন ঃ হযরত জাফর (রা.) এর মুখে ইসলামের পরিচয় শুনে নাজ্জাসী কি করলেন?

উত্তর ঃ নাজ্জাসী এ বক্তব্য শুনে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলেন এবং কুরাইশদের দুতদ্বয়কে ফেরত পাঠিয়ে নিজে মুসলমান হয়ে গেলেন।১.

مہاجرین تقریبا تین مہنے وہاں امن وعافیت کے ساتھ قیام کرکے واپس آگئے اس وقت حضرت فاروق اعظمؓ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مشرف باسلام ہوگئے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی مردم شماری چالیس مرد اور گیارہ عورتوں سے زائد نہ تھے۔حضرت فاروق اعظمؓ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے داخل اسلام ہونے سے مسلمانوں کوایک قسم کی شوکت حاصل ہوئی اور وہ لوگ جو دلائل واضحہ کے ذریعہ سے اسلام کی حقانیت کا یقین کر چکے تھے مگر قریش کی ایذا کی خوف سے اسلام ظاہر نہ کرتے تھے،اب علانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے اسی طرح قبائل عرب میں اسلام پھیلتا اور ترقی کرتا رہا۔

প্রশ্ন ঃ হযরত উমর (রা.) কখন ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার ইসলাম গ্রহণে ইসলামের কি উন্নতি সাধন হয়?

উত্তর ঃ মুহাজিরগণ বেশ শান্তি ও নিরাপদে প্রায় তিন মাস সেখানে

টীকা.১ এ নাজ্জাশী ৬ষ্ঠ হিজরী সনে যার ইসলাম গ্রহণের কথা সামনে আসছে- তিনি অন্য জন্য {দুরুসুত তারীখ-২২ পৃঃ}

(আবিসিনিয়ায়) অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দু'আর বরকতে হযরত ফারূকে আজম (রা.) ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।

তখনও পর্যন্ত মুসলামানদের সংখ্যা চল্লিশজন পুরুষ এবং এগার জন মহিলার অধিক ছিল না। ফারূকে আজম (রা.) এর ইসলাম গ্রহণে মুসলমানদের এক প্রকার শক্তি অর্জিত হয়। আর যারা স্পষ্ট দলীল প্রমাণের আলোকে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন; কিন্তু কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে স্বীয় ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করেননি, এখন তারা প্রকাশ্যে ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগলেন। এভাবে আরব গোত্রগুলোর মাঝে ইসলাম প্রসার লাভ করতে থাকলো।

جب قریش نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ﷺ کے صحابہؓ کی عزت روز بروز ترقی کر رہی ہے اور بادشاہ حبشہ نے بھی مسلمانوں کا احترام کیا تو انہیں اپنا انجام نظر آنے لگا۔ قریش نے یہ طے کیا کہ بنی عبدالمطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو ہمارے سپرد کر دیں ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلق کر دینگے۔ مگر بنی عبدالمطلب نے اسکو منظور نہ کیا تو باتفاق رائے یہ عہد نامہ لکھا گیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب سے مکمل مقاطعہ کیا جائے۔ رشتے ناتے، نکاح بیاہ، خرید وفروخت سب بند کر دئے جائیں۔ اور یہ عہد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کر دیا گیا۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپکے تمام رفقاء واقرباء کو مقید کر دیا گیا۔ اس وقت ابولہب کے سوا تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد بلا امتیاز مسلم وکافر کے سب ابوطالب کے ساتھ رہے اور اس گھاٹی میں مقید ومحصور ہو گئے۔ سب طرف سے آمد ورفت کے راستے بند تھے خورونوش کے جو سامان ساتھ تھا ختم ہو گیا تو سخت اضطراب پیش آیا۔ شدت بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی۔

শব্দার্থ ঃ مطالبہ আবেদন,জিজ্ঞাসা। رشتے ناتے আত্মীয়তা। مقیدومحصور অবরুদ্ধ,বন্দী।

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের সাথে কুরাইশ কাফিরদের বয়কটের বিবরণ দাও?
উত্তর ঃ কুরাইশরা যখন দেখলো যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণের মান-মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, অধিকন্তু হাবশার বাদশাও মুসলমানদের বেশ সম্মান করছে, তখন তাদের পরিণাম স্পষ্ট হতে লাগল। এ অবস্থায় কুরাইশরা এ সিদ্ধান্ত নিলো যে, বনু আব্দুল মুত্তালিব এবং বনু হাশিমকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, তারা তাদের ভাতিজা মুহাম্মাদ (সা.) কে আমাদের নিকট সোপর্দ করবে কিনা? অন্যথায় আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক্য ছিন্ন করব। বনু আব্দুল মুত্তালিব তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তারা সর্বসম্মতিক্রমে এ অঙ্গীকার পত্র লিখলো যে, বনূ হাশিম ও বনূ আব্দুল মুত্তালিবকে সম্পূর্ণ রূপে বয়কট করতে হবে। তাদের সঙ্গে সর্ব প্রকারের আত্মীয়তা, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করতে হবে। এ অঙ্গীকার নামা লিখে কাবা গৃহে ঝুলিয়ে রাখা হলো।১. এক পাহাড়ের পাদদেশে নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজনকে অবরোধ করে রাখা হলো। আবু লাহাব ছাড়া বনূ হাশিম ও বনূ আব্দুল মুত্তালিবের মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলে আবু তালিবের সঙ্গে উক্ত উপত্যকায় অবরুদ্ধ হয়ে গেলো। সর্ব দিক থেকে যাতায়াতের পথ বন্ধ ছিলো। সঙ্গে খাবার-দাবারের যে রসদ পত্র ছিল তা ফুরিয়ে গেলো। চরম অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হলো সকলকে। প্রচন্ড ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা পর্যন্ত ভক্ষণ করতে হয়েছিল তাদেরকে।

یہ حالت دیکھکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کیلئے فرمایا۔اس مرتبہ ایک بڑے قافلہ نے ہجرت کی جسکی تعداد تراسی مرد اور بارہ عورتیں بیان کی جاتی ہے۔اور پھر ان کے ساتھ یمن کے مسلمان بھی مل گئے جن میں حضرت ابوموسی اشعری اور ان کی قوم بھی تھی۔

প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় কতজন পুরুষ ও মহিলা হিজরত করেন?
উত্তর ঃ উক্ত অবস্থা অবলোকন করে রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাদেরকে পুনরায় হাবশায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। এবার একটি বিশাল কাফেলা হিজরত করলেন। তাদের সংখ্যা ছিলো তিরাশি জন পুরুষ ও বার জন মহিলা। তাদের সাথে ইয়েমেনের মুসলমানগণও মিলিত হলেন। আবু মুসা আশ'আরী (রা.) এবং তার গোত্র ও তাদের সঙ্গে ছিলেন।

টীকা.১ এঅঙ্গীকার নামাটি লিখে ছিল মানসুর ইবনে ইকরামা। এর প্রতিফলে তার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। {মোগলতাঈ ২৪ পৃঃ}

ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی آل واصحاب نے تقریباً تین سال انہیں مظالم اور مصائب کے ساتھ بسر کئے۔ اسکے بعد چند آدمی اس عہد کے توڑنے اور آپ سے یہ محاصرہ اٹھادینے پر آمادہ ہوئے۔ ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس عہد نامہ کو دیمک نے کھالیا ہے اور بجز خدا کے نام کے اسمیں کوئی حرف نہیں چھوڑا آپ نے لوگوں سے بیان کیا۔ دیکھا گیا تو ٹھیک اسی طرح نکلا جیسا کہ آپنے بیان فرمایا تھا۔ الغرض آپ سے محاصرہ اٹھادیا گیا۔

প্রশ্ন ঃ অবরোধ কতদিন স্থায়ী হয়ে ছিলো? এবং কিভাবে তার সমাপ্তি ঘটে?
উত্তর ঃ এদিকে নবী করীম (সা.) এবং অবশিষ্ট পরিবার পরিজন ও সাহাবীগণ প্রায় ৩ বছর পর্যন্ত ঐ সমস্ত নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন।১. অতঃপর তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) হতে এ অবরোধ উঠিয়ে নিতে উদ্যত হলো অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হলো যে , উই পোকা উক্ত অঙ্গীকার পত্র খেয়ে ফেলেছে। একমাত্র আল্লাহর নাম ছাড়া তাতে কোন অক্ষর বাদ রাখেনি। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সংবাদ লোকদের কাছে বর্ণনা করলে দেখা গেলো যে ঠিকই তিনি যেরূপ বলেছেন, হুবহু তাই হয়েছে। মোটকথা, তখন রাসূল (সা.) থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়।

طفیل بن عمرو دوسیؓ کا مشرف باسلام ہونا

তুফাইল ইবনে আমর দাউসীর ইসলাম গ্রহণ

اسی عرصہ میں حضرت طفیل بن عمرو دوسیؓ (جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بدیہی حقانیت اور آپکے اخلاق کو دیکھکر برضاورغبت مسلمان ہوگئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے میں جاکر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔

শব্দার্থ ঃ بسر যাপন,বসবাস। دیمک উইপোকা। محاصرہ বয়কট। برضاورغبت সন্তুষ্টি ভক্তি।

টীকা.১. কোন কোন বর্ণনা মতে দু বৎসর কোনটিতে কয়েক বৎসর উল্লেখ আছে। {মোগলতাঈ}

مگر آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کردی۔ جائے جس کے ذریعہ سے میں ان کو اپنی بات کا یقین دلاسکوں۔ آپنے دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب طفیل بن عمرو دوسی اپنی قوم کی پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو کوئی مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مرض مسلط ہوگیا ہے، اسلئے دعا کی کہ یہ نور آپ کے تازیانہ میں آجائے۔ اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو انکے کوڑے کے ساتھ قندیل معلق کی طرح لگادیا۔ اپنے قبیلہ میں پہنچکر تبلیغ کی۔ کچھ آدمی آپکی سعی سے مسلمان ہوئے مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ آپ دعا فرمایئے تاکہ میری سعی کامیاب ہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور ارشاد کیا کہ جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔

طفیل بن عمرو لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوۂ خندق کے بعد ستر اسی گھرانے مسلمان کرکے غزوۂ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ (سیرت مغلطائی للحافظ علاؤالدین ص ۲۵)

প্রশ্ন ঃ তুফাইল ইবনে আমর দাওসীর ইসলাম গ্রহণ ও স্বীয় গোত্রে দাওয়াত প্রদানের বিবরণ দাও?

উত্তর ঃ ইত্যবসরে হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাওসীর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও কওমের সরদার ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমতে হাজির হয়ে ইসলামের স্পষ্ট সত্যতা এবং রাসূলুল্লাহ সা এর চরিত্র মাধুরী অবলোকন করে পূর্ণ সন্তুষ্টি ও ভক্তি ভরে মুসলমান হয়ে যান। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বলেলন- ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার গোত্রে আমার কথা মান্য করা হয়, আমি গিয়ে তাদেরকে ইসলামের

শব্দার্থ ঃ بدیہی স্পষ্ট। تازیانہ চাবুক। قندیل বাতি। سعی প্রচেষ্টা। مسلط আপতিত হওয়া।

দাওয়াত দেব। তবে আপনি দো'আ করুন যেন আমার সাথে কোন স্পষ্ট মুজিজা থাকে, যা দ্বারা আমি আমার কথার উপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আনয়ন করাতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তার জন্য দু'আ করলেন। তার ললাটে আল্লাহ তা'আলা এমন এক নূর সৃষ্টি করে দিলেন, যা অন্ধকার রজনীতে অত্যন্ত উজ্জ্বল প্রদীপের মত জ্বলতো। তিনি যখন স্বীয় গোত্রের নিকট গমন করলেন, তখন ভাবলেন আমার গোত্রবাসী আমার এ নূরকে আবার কোন বিপদ বা রোগ মনে করে বসে কিনা এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, ইসলাম গ্রহণের দরুন এ রোগ আপতিত হয়েছে। এজন্য দু'আ করলেন যেন এ নূর তাঁর চাবুকের মধ্যে চলে আসে।

আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করলেন। উক্ত নূরকে তার চাবুকের মধ্যে ঝুলন্ত প্রদীপের মত লাগিয়ে দিলেন। তিনি স্বীয় গোত্রে পৌঁছে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

যেহেতু তার ধারণা মতে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বেশী হয়নি। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে হাজির হয়ে নিবেদন করলেন হুযূর! আপনি দু'আ করুন। যাতে আমার প্রচেষ্টা সফল হয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) দু'আ করলেন এবং বললেন- যাও এবার ইসলামের প্রচার কর এবং নম্রতার সঙ্গে কাজ কর।

তুফাইল ইবনে আমর নিজ গোত্রে ফিরে গেলেন। পুনরায় মানুষকে ইসলামের প্রতি আহবান করলেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি এমন সফলতা অর্জন করলেন যে, খন্দক যুদ্ধের পর সত্তুর আশিটি পরিবার মুসলমান বানিয়ে খাইবার যুদ্ধে নিজের সঙ্গে নিয়ে এলেন এবং সকলকে নিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। -সীরাতে মোগল তাঈঃ পৃ ঃ ২৫।

ابوطالب کی وفات

আবু তালিব এর ইন্তিকাল

اسی عرصہ میں آپکے چچا ابوطالب کی وفات ہوگئی۔ یہ سانحہ نبوت سے دسویں سال ماہ شوال کے نصف پر پیش آیا اور اسکے تین دن بعد حضرت خدیجہؓ کی وفات ہوگئی اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا ہے۔ (سیرت مغلطائی ۳۰)

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) এর চাচা আবু তালিব ও সহধর্মিনী হযরত খাদীজা (রা.) কখন ইন্তিকাল করেন?

উত্তর ঃ এ সময়ে (বয়কটের সময়ে) হুজুর (সা.) এর চাচা আবু তালিবের ইন্তিকাল হয়।১. এ ঘটনাটি ঘটেছিল নবুওয়াতের দশম বর্ষের শাউয়াল মাসের শেষার্ধে। এর তিনদিন পর হযরত খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করেন।২. এ কারণে রাসূল (সা.) এ বছরকে 'আমুল হুযন' বা দুঃখের বছর নামে আখ্যায়িত করেছিলেন।৩ -সীরতে মোগল তাঈ পৃঃ ৩০।

ہجرت طائف

তায়িফে হিজরত

ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا آپکی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ جب آپکو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی ۱۰ھ نبوی کو آخر ماہ شوال میں زید بن حارثہ کو ساتھ لیکر طائف تشریف لیگئے اور اہل طائف کو کلمۂ حق کی طرف دعوت دی اور ایک ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ وہدایت میں مصروف رہے مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سنکا دیا کہ آپکو تکلیف پہنچائیں۔ یہ سنگدل بدنصیب اس سرور کائنات کے درپے ہوگئے کہ اگر شان رحمۃ للعالمین مانع نہ ہوتو اسکی ایک جنبش لب میں انکی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہوسکتا تھا اور طائف اور طائف کے بسنے والوں کا نام نشان صفحۂ ہستی سے مٹایا جاسکتا تھا۔

ان بد بخت لوگوں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کئے جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہوجاتے تھے۔

শব্দার্থ ঃ سانحہ দুর্ঘটনা। دقیقہ পন্থা। سنکا دیا ক্ষেপিয়ে দিল, লালিয়ে দিল, উত্তেজিত করল। سنگدل পাষন্ড, নিষ্ঠুর। جنبش কম্পন। صفحۂ ہستی ভূপৃষ্ট।

টীকা.১ সীরাতে মোগলতাঈ ২৫ পৃঃ।

২. ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে আরো কতিপয় বর্ণনা আছে যেমন-৫ই রমজান,হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে,চার বৎসর পূর্বে, মেরাজের পর। সীরাতে মোগলতাঈ ২৬ পৃঃ

৩. এ বছরই হযরত সওদা রা. এর সাথে নবী করীম সা. এর বিবাহ হয়েছিল। মতান্তরে হযরত আয়িশা রা. এর পরে তার বিবাহ হয়ে ছিল। সীরাতে মোগলতাঈ পৃঃ২৬।

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কেন তায়িফে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার মানুষ তাঁর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আবু তালিবের ইন্তিকালের পর কুরাইশদের সুযোগ মিলে গেলো। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নির্যাতনের কোন পন্থা বাকী রাখলো না। মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে যখন রাসূল (সা.) এর হতাশা সৃষ্টি হতে লাগল। তখন এ বছরই তথা নবুওয়াতের দশম বর্ষে শাউয়ালের শেষভাগে যাইদ ইবনে হারিসাকে (রা.) সঙ্গে নিয়ে তায়িফ গমন করেন। তায়িফবাসীকে তিনি সত্যের বাণীর প্রতি আহবান করলেন। এক মাস যাবত ধারাবাহিক তাদের তাবলীগ ও হিদায়াতের কাজে নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু একজনেরও সত্য গ্রহণের ভাগ্য হলো না। অধিকন্তু জালিমরা তাদের শহরের কিছু বখাটে যুবককে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়ার জন্য লেলিয়ে দেয়। এসব নিষ্ঠুর ও দুর্ভাগারা সরওয়ারে কায়িনাত (সা.) এর পিছে লেগে গেলো। অথচ রাহমাতুললিল আলামীনের মর্যাদা ও মহত্ত্ব যদি প্রতিবন্ধক না হতো; তাহলে তার ওষ্ঠের সামান্য কম্পনেই তাদের উন্মাদনার যবনিকাপাত হতো। তায়িফ ও তায়িফের অধিবাসীদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হতো। ঐ সব নরাধম নবীজীর প্রতি এমনভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে লাগল যে, সরওয়ারে আলমের (সা.) কদম মুবারক ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলো।১.

زید بن حارثہؓ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے۔ یہانتک کہ حضرت زید بن حارثہ کا سر زخمی ہو گیا۔

প্রশ্ন ঃ তায়িফে হযরত যাইদ (রা.) এর বিস্ময়কর নবীপ্রেমের বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ হযরত যাইদ বিন হারিসা (রা.) যেদিক হতে পাথর আসতে দেখতেন, নিজে সেদিকে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে রক্ষা করতেন এবং স্বীয় মাথায় পাথরের আঘাত গ্রহণ করতেন। এতে হযরত যাইদ ইবনে হারিসা (রা.) এর মাথা যখম হয়ে যায়।

টীকা.১ ইমাম যুহরীর বর্ণনায় মাওয়াহিবে লাদুনিয়াতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। নাশরুত তীব।

بالآخر رحمت عالمؐ ایک ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے لہولہان تھے مگر زبان پر کوئی حرف بددعا اس وقت بھی نہ آتا تھا۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কয়দিন পর তায়িফ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল?

উত্তর ঃ অবশেষে রাহমাতুলিল আলামীন (সা.) একমাস পর তায়িফ থেকে এমতবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন যে, তার পবিত্র পায়ের গিরা রক্তাক্ত ছিল। কিন্তু তখনও বদ দু'আর কোন হরফ পর্যন্ত তাঁর যবানে উচ্চারণ হয়নি।

اسراء اور معراج

ইসরা ও মিরাজ

نبوت کا پانچواں سال اسلام کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے جس میں فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا۔ جو انبیا علیہم السلام کی جماعت میں سے بھی صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے جس کا مختصر واقعہ یہ ہے۔

ایک رات آپ حطیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرئیل اور میکائیل علیہما السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلئے۔ آپ کو براق پر سوار کیا گیا جس کی تیزی رفتار کا یہ حال تھا کہ جس جگہ اس کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا۔ اسی سرعت رفتار کے ساتھ اول آپ کو ملک شام میں مسجد اقصی تک لے گئے یہاں پر اللہ تعالی نے تمام انبیائے سابقین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کیلئے (بطور معجزہ) جمع فرمادیا تھا۔ جبرئیل علیہ السلام نے یہاں پہنچکر اذان دی اور نماز کیلئے تمام انبیاء ورسل کی صفیں تیار ہوکر کھڑی ہوئیں لیکن سب اس کا انتظار کررہے تھے کہ نماز کون پڑھائے۔ جبرئیل امین نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر آگے کردیا۔ آپ نے تمام انبیاء ومرسلین اور ملائکہ کو نماز پڑھائی۔

শব্দার্থ ঃ ممتاز বৈশিষ্টমন্ডিত, نوازا گیا সম্মানিত করা হয়েছে। سرعت দ্রুতগতি।

یہانتک عالم دنیا پر سیر تھی جو براق پر ہوئی۔اس کے بعد بترتیب آپکو آسمانوں کی سیر کرائی گئی پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دوسرے پر عیسی و یحی علیہما السلام اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے چھٹے پر موسی علیہ السلام سے اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی (صحیح بخاری مع فتح الباری ہندی ۴۸۵ پ۱۵)

اسکے بعد آپ سدرۃ المنتہی کی طرف تشریف لے چلے۔راستہ میں حوض کوثر پر گذر ہوا۔ پھر جنت میں داخل ہوئے وہاں دست قدرت کے وہ عجائب وغرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی انسان کے وہم وگمان کی وہاں تک رسائی ہوئی پھر دوزخ آپکے سامنے پیش کی گئی جو ہر قسم کے عذاب اور سخت وشدید آگ سے بھری ہوئی تھی جسکے سامنے لوہے اور پتھر جیسی سخت چیزوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں تھی۔

اس میں آپ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ مردار جانور کھارہے ہیں۔دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے (یعنی انکی غیبت کرتے) تھے۔پھر دوزخ کا دروازہ بند کردیا گیا۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جبرئیل امین یہیں ٹھہر گئے کیونکہ ان کو اس درجہ سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا۔اور اس وقت آپکو خداوند جل وعلا کی زیارت ہوئی۔صحیح یہ ہے کہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور تمام محققین صحابہ وائمہ کی یہی تحقیق ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گر پڑے اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔اسی وقت نمازیں فرض کی گئیں۔

শব্দার্থ ঃ عجائب বিস্ময়কর। غرائب বিরল। رسائی পৌঁছা। ہم کلامی কথোপোকথন। گر پڑے লুটে পড়লেন।

اس کے بعد آپ واپس ہوے وہاں سے براق پر سوار ہوکر مکہ معظّمہ کی طرف راستہ میں مختلف مقامات میں قریش کے تین تجارتی قافلوں پر تشریف لے چلے۔ گذرے جن میں سے بعض کو آپ نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کی آواز پہچانی اور مکہ واپس ہونیکے بعد اسکی شہادت دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہوگیا۔

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সা.) এর ইসরা ও মিরাজ কোন সনে হয়েছে? মিরাজের তাৎপর্য ও সংক্ষিপ্ত ঘটনা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ নবুওয়াতের একাদশ বর্ষটি ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। এতে ফখরুল আম্বিয়া (সা.) কে এক সম্মানজনক শুভযাত্রার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়েছে। এটি অপরাপর সকল নবীগণের মধ্য হতে একমাত্র তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। মিরাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

একরাত্রে রাসূল (সা.) কাবার হাতিমে শায়িত ছিলেন। অকস্মাৎ জিবরাইল (আ.) ও মিকাইল (আ.) আগমন করে বললেন-আমাদের সঙ্গে চলুন! অতঃপর তাঁকে বোরাকের উপর আরোহন করানো হলো। এই চলার গতি এত দ্রুত ছিল যে, যেখানে তার দৃষ্টি পড়তো সেখানে তার কদম পড়তো।

এরূপ দ্রুতগতিতে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সিরিয়ার মসজিদে আকসায় (বাইতুল মুকাদ্দাসে) নিয়ে যাওয়া হলো। আল্লাহ তা'আলা সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সমস্ত নবী রাসূল (আ.) কে (মুজিযা স্বরূপ) সমবেত করেছিলেন। জিবরাইল (আ.) সেখানে পৌঁছে আযান দিলেন। নামাযের জন্য সকল নবী রাসূলগণ কাতারবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হলেন। কিন্তু সকলেই অপেক্ষমান ছিলেন যে, কে নামায পড়াবেন? জিবরাঈল (আ.) হুযূর (সা.) এর হস্ত মুবারক ধরে সামনে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি সমস্ত নবী রাসূল ও ফিরিস্তাদের নামাযের ইমামতি করলেন।

এ পর্যন্ত পার্থিব জগতের ভ্রমণ ছিলো, যা বোরাকের মাধ্যমে হয়েছিল। অতঃপর হুযূর (সা.) কে আসমান সমূহের ভ্রমণ করানো হলো।২. প্রথম আকাশে হযরত আদম (আ.) এর সাথে দেখা হলো,

---

টীকা.১ যেমনটি বুখারীর বর্ণায় রয়েছে, বুখারীর কোন কোন বর্ণনায় নবী করীম সা. স্বীয়গৃহে শায়িত থাকার কথা ও বর্ণিত আছে।

২. আসমানী সফর বোরাকের মাধ্যমে হয়েছিল, না অন্য কোন বাহনে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হাফিয নাজমুদ্দীন গায়তী " কিসসাতুল মি'রাজ গ্রন্থে এ বিষয়য়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। পৃঃ১২।

দ্বিতীয় আকাশে ঈসা (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.) এর সাথে, তৃতীয় আকাশে ইউসুফ (আ.) এর সাথে, চতুর্থ আকাশে ইদরীস (আ.) এর সাথে, পঞ্চম আকাশে হারুন (আ.) এর সাথে ছষ্ঠ আকাশে মুসা (আ.) এর সাথে এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সাথে সাক্ষাত হলো।১.
-সহীহুল বুখারী সংযোজিত ফতহুল বারী, পারা ঃ ১৫ পৃ ঃ ৪৮৫।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) সিদরাতুল মুনতাহার দিকে গমণ করেন। পথিমধ্যে হাউজে কাওছার অতিক্রম করলেন। অতঃপর বেহেস্তে প্রবেশ করলেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব সৃষ্টি ও বিস্ময়কর বিষয়াদি অবলোকন করলেন, যা আজ পর্যন্ত কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শুনেনি, এমনকি কোন মানুষের কল্পনা ও চিন্তা সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এরপর দোযখকে তার সামনে উপস্থিত করা হলো, যা সর্ব প্রকার আযাব ও এমন কঠোর পীড়াদায়ক অগ্নিতে ভরপুর ছিলো যার সম্মুখে লোহা এবং কঠিন পাথরের বস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই।

দোযখের মধ্যে তিনি একশ্রেণীর মানুষকে মৃত পশুর গোশত ভক্ষণ করতে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন এরা কারা? জিবরাইল (আ.) বললেন- এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করত তথা মানুষের দোষ চর্চা করতো।

অতঃপর দোযখের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হলো। তার পর হুযূর (সা.) সামনে অগ্রসর হলেন। জিবরাইল (আ.) সেখানে রয়ে গেলেন। কারণ তাঁর সামনে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি ছিল না। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত হলো। বিশুদ্ধ মতে এ সাক্ষাত কেবল রূহানীভাবে নয় বরং স্বচক্ষে হয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য মুহাক্কিক সাহাবী ও ইমামগণের এটাই অভিমত। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানে সিজদায় পড়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে কথপোকথনের সৌভাগ্য লাভ করলেন। সেই সময় হতে নামায ফরয হয়।

অতঃপর রাসূল (সা.) ফিরে এলেন। বোরাকে আরোহণ করে মক্কা মু'আজ্জমায় তাশরীফ নেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কুরাইশদের তিনটি বাণিজ্যিক কাফেলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন। এদের কাউকে তিনি সালামও করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছিল এবং মক্কায় পৌঁছে এর স্বাক্ষ্যও প্রদান করেছিল। ভোর হওয়ার পূর্বেই এ সফর মোবারক সমাপ্ত হয়েছিল।

টীকা.১ প্রত্যেক আসমানে সাক্ষাত প্রাপ্ত নবীগণের নাম ধারাবাহিকভাবে সহজে মনে রাখার জন্যে এ বাক্যটি মনে রাখা যেতেপারে-اعاہم ابراہم আলিফ দ্বারা আদম, আইন দ্বারা ইউসুফ, আলিফ দ্বারা ইদরীস, হা দ্বারা হারুন, মীম দ্বারা মুসা এবং সর্বশেষে ইব্রাহীম।

www.smfoundationbd.com

اسراء نبوی پر عینی شہادتیں

ইসরায়ে নববী সম্পর্কে চাক্ষুস সাক্ষ্য

جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو انکا ایک عجیب عالم تھا۔ کوئی تالیاں بجاتا تھا اور کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور کوئی تمسخر سے ہنس رہا تھا۔ پھر سب نے بغرض امتحان آپ سے سوالات شروع کئے اور دریافت کیا کہ اچھا بتلائے تو کہ بیت المقدس کی تعمیر اور ہیئت کیسی ہے اور پہاڑ سے کتنے فاصلہ پر واقع ہے؟ آپ نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ بتاتے رہے یہانتک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کئے جو باوجود ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بھی کوئی شخص بتلا نہ سکے مثلاً یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں کتنے طاق ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے۔ اسلئے آپکو سخت اضطراب ہوا مگر بطور معجزہ مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کردی گئی، آپ شمار کرتے اور بتاتے جاتے تھے۔

প্রশ্ন ঃ পরবর্তী দিন রাসূল (সা.) এর ইসরা তথা রাত্রিকালীন বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণের কথা ছড়িয়ে পড়লে মক্কায় কি অবস্থা বিরাজ করে, তারা নবীজী (সা.) কে পরীক্ষা করার জন্য কি কি প্রশ্ন করে ছিল?

উত্তর ঃ ভোর হওয়ার পর যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইসরা তথা রাত্রিকালীন ভ্রমণের সংবাদ কুরাইশদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লো তখন তাদের মাঝে অপূর্ব বিস্ময়কর অবস্থা বিরাজ করছিল। কেউ করতালি দিতে লাগল, কেউ বিস্ময়ে মাথায় হাত রাখল, আবার কেউ বিদ্রুপের হাসি হাসতে লাগল। অবশেষে সকলে পরীক্ষার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বিভিন্ন ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। জিজ্ঞাসা করল- আচ্ছা! বলুন দেখি! বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ ও আকৃতি কেমন? পাহাড় থেকে কতটুকু দুরে অবস্থিত? নবী করীম (সা.) তার পূর্ণচিত্র পেশ করলেন।

শব্দার্থ ঃ تالیاں করতালি। تعجب বিস্ময়,আশ্চর্য। تمسخر বিদ্রুপ। تعمیر নির্মাণ। ہیئت আকৃতি। فاصلہ দুরত্ব। واقع অবস্থিত। طاق তাক। اضطراب ফেরেশানী,দুর্ভাবনা।

এভাবে তারা বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করতে লাগল, নবী করীম (সা.) তার উত্তর দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তারা এমন সব প্রশ্ন করতে শুরু করল, যা একবার দেখে কোন মানুষ উত্তর দিতে সক্ষম নয়। যেমন মসজিদটির কয়টি দরজা, কয়টি জানালা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এসব জিনিস কে গণনা করে? এজন্য নবীজী (সা.) খুব চিন্তিত হলেন। কিন্তু তৎক্ষনাৎ অলৌকিকভাবে মসজিদে আকসাকে তাঁর সম্মুখে তুলে ধরা হলো। আর তিনি গণনা করে করে উত্তর দিতে লাগলেন।

حضرت ابوبکر صدیقؓ نے فرمایا اشهد انك لرسول الله اور قریش بھی سب کے سب اب تو چپ ہوئے اور کہنے لگے کہ حالات وصفات تو بالکل درست بیان کئے ہیں۔اور پھر حضرت صدیقؓ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ ﷺ ایک رات میں مسجد اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت صدیقؓ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپکی تصدیق کرتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح شام ذراسی دیر میں آپکو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں تو پھر اس میں کیا تردد ہوسکتا ہے۔اسلئے بھی آپکا نام صدیق رکھا گیا ہے۔

প্রশ্ন ঃ ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন?

উত্তর ঃ হযরত আবু বকর (রা.) বলে উঠলেন 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। কুরাইশরা সকলেই নির্বাক হয়ে গেলো এবং বললো-আকৃতি-প্রকৃতি তো সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রতি লক্ষ্য করে বললো- আপনি কি এঘটনাটিকে সত্য মনে করেন যে, তিনি একই রাত্রে মসজিদে আকসায় পৌঁছে আবার ফিরেও এসেছেন? হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) বললেন-আমি তো এর চেয়ে অনেক দূরের বিষয়াদিতেও তাঁকে বিশ্বাস করেছি। আমি তো সকাল-সন্ধায় সামান্য মূহুর্তে তাঁর নিকট আসমানী সংবাদ পৌঁছানোর ব্যাপারে ঈমান রাখি। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকতে পারে কিভাবে? এ কারণে তাঁকে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

www.smfoundationbd.com

خود کفار قریش کی چشم دید شہادتیں

স্বয়ং কুরাইশদের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী

اسکے بعد قریش نے پھر بغرض امتحان دریافت کیا کہ اچھا بتلاؤ ہمارا فلاں قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے کہاں ہے؟ آپنے فرمایا کہ فلاں قبیلہ کے ایک تجارتی قافلہ پر مقام روحاء میں میرا گذار ہوا تھا ان کا اونٹ گم ہوگیا تھا۔ وہ سب اسکی تلاش میں گئے ہوئے تھے میں ان کے کجاؤں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ اور ایک کوزہ میں پانی رکھا ہوا تھا وہ میں نے پی لیا۔ اسکے بعد فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلہ پر فلاں مقام میں ہمارا گذار ہوا۔ جب براق اسکے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اور ان میں ایک سرخ اونٹ تھا جس پر دو خردار (گون) سیاہ وسپید تھے، وہ تو بیہوش ہوکر گر گیا۔ اسکے بعد فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلہ پر مقام تنعیم میں گذار ہوا جس میں سب سے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا اور اس پر سیاہ ٹاٹ اور دو سیاہ خردار (گون) تھے اور یہ قافلہ عنقریب تمہارے پاس آنیوالا ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپنے فرمایا کہ بدھ کے روز تک آجائیگا۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسا کہ آپنے فرمایا تھا اور ان قافلوں نے بھی آپ کے بیانات کی تصدیق کی۔

প্রশ্ন ঃ কুরাইশ কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইসরার সত্যতা যাচাই করতে তাদের সিরিয়াগামী কতিপয় বাণিজ্য কাফেলা সম্পর্কে কি কি প্রশ্ন করে ছিল এবং রাসূল (সা.) তার উত্তরে কি বলেছিলেন?

উত্তর ঃ অতঃপর কুরাইশরা পুনরায় পরীক্ষার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করল- আচ্ছা বলুন তো সিরিয়া অভিমূখে যাত্রাকারী আমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা এখন কোথায়? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- অমুক গোত্রের এক বাণিজ্য কাফেলাকে আমি রাওহা নামক স্থানে অতিক্রম করে এসেছিলাম, তাদের

শব্দার্থ ঃ روحا একটি জায়গার নাম। کجاؤں হাওদা। کوزہ কলস। دہشت ভয়,ত্রাস। خردار গদি। خاکی رنگ মেটে রং। ٹاٹ ছালা, চট। عنقریب নিকটবর্তী, অচিরেই।

উট হারিয়ে গিয়েছিল, তারা সকলে তার খোঁজে বেরিয়েছিল। আমি যখন তাদের হাওদার নিকট গেলাম তখন সেখানে কেউ ছিলনা। একটি কলসে পানি রাখা ছিল, আমি তা পান করেছিলাম। এরপর অমুক গোত্রের বণিক দলকে আমি অমুক স্থানে অতিক্রম করেছি। বোরাক তার নিকটবর্তী পৌঁছলে তাদের উট ভয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। তন্মধ্যে একটি লাল বর্ণের উট ছিল যার উপর সাদা ও কালো রঙ্গের দুটি গদি ছিল। সেটি তো অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিল।

তারপর অমুক গোত্রের বাণিজ্য কাফেলাকে আমি 'তানঈম' নামক স্থানে অতিক্রম করেছি। তাদের মধ্যে সবাগ্রে ছিল একটি মেটে রংয়ের উট। তার উপর একটি কাল চট ও দুটি থলে ছিল। কাফেলাটি অচিরেই তোমাদের নিকট এসে পৌঁছবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো কবে নাগাদ আসতে পারে?- নবী করীম (সা.) বললেন- আগমী বুধবারের মধ্যে এসে যাবে। অতঃপর দেখা গেলো নবী করীম (সা.) যেরূপ বলেছিলেন, বাস্তবিকই তাই হলো। আর ঐ সব কাফেলাও হুযূর (সা.) এর বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করলো।

جب قریش پر خدا کی حجت تمام ہوگئی اور اس محیر العقول سفر پر خود ان کی قوم نے شہادت دی تو اب ان معاندین کے لئے بھی اسکے سوا انکار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ آپ کے اس سفر کو سحر اور آپ (معاذ اللہ) جادوگر کہکر کھڑے ہوگئے۔

প্রশ্ন ঃ কুরাইশরা ইসরা সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর ও উপযুক্ত প্রমাণ পেয়ে নবী করীম (সা.) এর কথা বিশ্বাস করেছিলেন।

উত্তর ঃ কুরাইশদের নিকট যখন আল্লাহ তা'আলার দলীল পূর্ণ হয়ে গেলো এবং বিস্ময়কর ভ্রমণের ব্যাপারে স্বয়ং তাদেরই গোত্রের মানুষ সাক্ষ্য দিল তখন ঐ সকল শত্রুদের জন্য এছাড়া আর অস্বীকারের কোন উপায় থাকল না যে, এ ভ্রমণকে যাদু ও নবী করীম (সা.) কে (নাউযুবিল্লাহ) যাদুকর আখ্যায়িত করে উঠে চলে গেল।

مدینہ طیبہ میں اسلام

মদীনা তাইয়িবায় ইসলাম

دس سال تک برابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ

نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو۔ موسم حج میں، بازار عکاذ، اور ذی المجاز وغیرہ میں گھر گھر پہنچکر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے مگر وہ اسکے جواب میں آپکو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنایئے پھر ہماری ہدایت کیلئے آیئے۔

اسی پر ایک مدت گذر گئی۔ جب اللہ تعالی نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت و ترقی ہو تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ طیبہ سے آپکی خدمت میں بھیجدئے جن میں سے اس سال دو شخص اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس مشرف باسلام ہوئے۔

প্রশ্ন ঃ মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনা কিভাবে ঘটে? মদীনাবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম কয়জন ইসলাম গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ একটানা দশ বছর যাবত নবী করীম (সা.) আরবের বিভিন্ন গোত্রকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেন। আরবদের এমন কোন মজলিস এবং এমন কোন সমাবেশ ছাড়েননি যেখানে যেয়ে তিনি তাদেরকে সত্যের প্রতি আহবান করেননি। হজ্জের মওসুমে, উকায মেলায় ও যিলমাজায সহ প্রভৃতি স্থানে দ্বারে দ্বারে পৌঁছে মানুষকে হকের প্রতি আহবান জানান। কিন্তু তারা এর প্রতি উত্তরে নবী করীম (সা.) কে নানা ভাবে কষ্ট দিলো। কখনো বিদ্রুপ করে বলতো আগে নিজ গোত্রের লোকদেরকে মুসলমান বানান তারপর আমাদের নিকট আসুন।

এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা ইসলামের প্রসার ও উন্নতির ইচ্ছা করলেন তখন মদীনা তাইয়িবা থেকে আউস গোত্রের কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে রাসূলে করীম (সা.) এর দরবারে প্রেরণ করলেন- যাদের মধ্য হতে সে বছর আসআ'দ ইবনে যারারাহ ও যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়স নামক দুজন ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলেন।

اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آدمی آئے جن مین سے چھ یا آٹھ آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کہ تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کروگے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے آپس

میں قبائل اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں اگر اسوقت جناب مدینہ تشریف لائے تو آپکی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا۔ ابھی آپ ایک سال اس ارادہ کو ملتوی فرمائیں۔ ممکن ہے کہ ہمارے آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس وخزرج ملکر اسلام قبول کرلیں۔ آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی زریق میں قرآن پڑھا گیا۔

প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় বছর মদিনাবাসীর কয়জন মুসলমান হন এবং তাঁদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কি আলোচনা ও চুক্তি হয় ?

উত্তর ঃ পরবর্তী বছর আরো কয়েকজন ব্যক্তি আগমন করেন। তন্মধ্য হতে ছয়জন বা আটজন মুসলমান হন। নবী করীম (সা.) তাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা আল্লাহর দ্বীনের প্রচার প্রসারে আমার সহায়তা করবা? তারা বললেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! বর্তমান আমাদের আউস ও খাযরাজ গোত্রে পরস্পরে গৃহ যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে।১. এ মূহুর্তে যদি আল্লাহর নবী মদীনায় তাশরীফ নেন, তাহলে আপনার হস্তে বাই'আতের জন্য বেশী মানুষের উপস্থিতি সম্ভব হবে না। আপনি আগামী এক বছরের জন্য এ পরিকল্পনা মুলতবি করুন। আমাদের গোত্র সমুহের মাঝে পরস্পরে অতি শীঘ্রই সন্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সন্ধি হলে আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র মিলে ইসলাম গ্রহণ করবে। আগামী বছর আমরা পুনঃ আপনার খিদমতে হাজির হবো তখন এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এরপর তাঁরা মদীনায় ফিরে আসলেন। মদীনায় সর্ব প্রথম মসজিদে বনী যুরাইকে পবিত্র কুরআন পাঠ করা হয়।

শব্দার্থ ঃ خانہ جنگیاں গৃহযুদ্ধ। ملتوی স্থগিত। قبائل এটা قبیلہ এর বহু বচন অর্থ গোত্র

টীকা. ১তদানিন্তকালে মদীনার অধিবাসীরা দু'দলে বিভক্ত ছিল। মুশরিকীন ও আহলে কিতাব। মুশরিকরা আবার দু' গোত্রে বিভক্ত ছিল। আউস ও খাযরাজ। এ দু'গোত্রে সর্বদা যুদ্ধ কলহ বিরাজ করত। এদের মধ্যে প্রায় ১২০ বছরের যাবৎ যুদ্ধের জের চলে আসছিল। সীরাতে হালবীয়া-২খন্ড পৃঃ ৪০।

এভাবে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদীরা ও ছিল দু'দলে বিভক্ত। বনু কুরায়যা ও বনু নাযীর। এ দুলের মাঝেও পুরাতন দুশমনী বিদ্যমান ছিল। (বাইযাভী)

خداوند عالم کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اسی سال بھر کے عرصہ میں اوس وخزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے اور سال آئندہ حج کی موقع پر حسب وعدہ بارہ آدمی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں مکہ حاضر ہوئے جن میں سے دس قبیلہ خزرج کے اور دو اوس کے تھے، ان میں جو لوگ سال گذشتہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی اس لئے اسکا نام بیعت عقبۂ اولی رکھا گیا۔ (سیرت حلبیہ۴ جلد ۱)

یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہو گیا اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی۔

প্রশ্ন ঃ বাই'আতে আকাবায়ে উলা বা আকাবার প্রথম বাই'আতে কয়জন অংশগ্রহণ করেন ? উক্ত বাই'আতের বিবরণ পেশ কর?

উত্তর ঃ মদীনায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার হওয়াই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা, তাই উক্ত বছরে আউস ও খাযরাজ গোত্রে চলমান অধিকাংশ কলহ দ্বন্দ মিটে গেলো এবং পরবর্তী বছর হজ্জের মৌসুমের পূর্বে ওয়াদা মুতাবিক বারজন মানুষ মক্কায় মহানবী (সা.) এর খিদমতে হাজির হন। তন্মধ্য হতে দুইজন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং দুইজন ছিলেন আউস গোত্রের। তাঁদের মধ্যে যারা গত বছর মুসলমান হননি, এবার তাঁরা মুসলমান হয়েগেলেন এবং সকলেই রাসূল (সা.) এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলেন।

এ বাই'আত যেহেতু আকাবা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এ জন্য এর নাম রাখা হয়েছিল বাই'আতে আকাবায়ে উলা-আকাবার প্রথম বাইআ'ত।১. -সীরাতে হালবিয়া প্রথম খন্ড পৃঃ ৪২।

এরা মুসলমান হয়ে পবিত্র মদীনায় ফিরে গেলেন। মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগল। প্রত্যেক মজলিসে এটাই বিশেষ আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়ে গেলো।

টীকা.১ যামরায়ে আকাবা যা মিনার প্রথম অংশে অবস্থিত। হাজীগণ এখানে কংকর নিক্ষেপ করে থাকেন। পরবর্তীতে এখানে একটি মসজিদ নির্মীত হয়। যা মসজিদে বাইআত নামে অভিহিত। সীরাতে হালবীয়া ১ম ৪২ পৃঃ।

سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں

মদীনায় সর্ব প্রথম মাদরাসা

مدینہ پہنچکر اوس وخزرج کے ذمہ دار لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں بحمداللہ اسلام کی اشاعت ہوچکی ہے اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیجد یجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے اور ہمیں احکام شرعیہ کی تعلیم دے اور نماز میں ہمارے لئے امام بنے۔

آپنے مصعب ابن عمیرؓ کو تعلیم قرآن کیلئے بھیجد یا اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسہ کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی (سیرت حلبیہ' ۴۰۳ جلد ۱)

প্রশ্ন ঃ মদীনায় সর্ব প্রথম কিভাবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উত্তর ঃ মদীনায় পৌঁছে আউস ও খাযরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি মহানবী (সা.) এর নিকট এমর্মে পত্র লিখলেন যে, আল-হামদুলিল্লাহ! এখানে ইসলামের যথেষ্ট প্রচার-প্রসার লাভ করেছে। আপনি একজন লোক পাঠিয়ে দিন, যিনি আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিবেন এবং মানুষদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবেন; আমাদেরকে ইসলামী বিধানের তালীম দিবেন এবং তার ইমামতিতে আমরা নামায আদায় করব। নবী করীম (সা.) হযরত মুসআ'ব ইবনে উমাইর (রা.)কে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠালেন। এবং ইসলামে সর্ব প্রথম মাদরাসার ভিত্তি মদীনা তায়্যেবায় স্থাপিত হলো। -সীরাতে হালবিয়া, প্রথম খন্ড পৃ ঃ৪০৩।

آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظّمہ پہنچا جن میں ستر مرد اور دو عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہوگئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس تشریف لائے (اگرچہ حضرت عباسؓ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے) جب سب جمع ہوگئے تو حضرت

عباسؓ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا (نبی کریم سے ﷺ) ہمیشہ اپنی قوم میں عزت وحفاظت کے ساتھ رہا ہے۔تم جو اسکو مدینہ لیجانا چاہتے ہوتو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کرسکو اور مخالفین سے انکی پوری حفاظت کرسکوتو اسکا ذمہ لو۔ ورنہ انکو اپنے قبیلہ میں رہنے دو۔مدنی قافلہ کے سردار نے کہا کہ بیشک ہم اسکا ذمہ لیتے ہیں اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپکی بیعت کو پورا کریں۔

یہ سنکر (عہد وبیعت کو پختہ کرنے کیلئے) حضرت اسعد بن زرارہ بول اٹھے۔اے اہل مدینہ ذرا ٹھہرو۔تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کررہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب وعجم کا مقابلہ اور مخالفت کا عہد ہے اگر تم اسکو نباہ سکتے ہوتو بیعت کرو ورنہ عذر کردو۔اس پر سب نے یکزبان ہوکر کہا کہ ہم کسی حال اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں، پھر عرض کیا کہ یارسول اللہ اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اسکی جزا کیا ملیگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالی کا راضی ہونا اور جنت، یہ سنکر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں آپ دست مبارک دیجئے کہ ہم بیعت کریں آپ ﷺ نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔

প্রশ্ন ঃ মদীনায় ইসলাম প্রচারের চতুর্থ বছর হজ্জের মৌসুমে মদীনা হতে কয়জন নারী পুরুষ আগমন করেন এবং তাদের সঙ্গে আকাবায় রাসূল (সা.) ও তার চাচা হযরত আব্বাস (রা.) এর কি আলোচনা চুক্তি হয়?

উত্তর ঃ পরবর্তী বছর হজ্জের মৌসুমে মদীনা তাইয়িবা হতে বড় একটি কাফেলা মক্কায় পৌঁছল। তাঁদের মধ্যে ছিল সত্তর জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা। নবী কারীম (সা.) তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং আকাবা নামক স্থানে রাত্রে তাঁদের সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সে মুতাবিক মধ্য রাতে সকল মানুষ সেখানে সমবেত হলেন। নবী করীম (সা.) এর সাথে তাঁর চাচা আব্বাস (রা.)ও ছিলেন। অবশ্য তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি।

সকলে সমবেত হওয়ার পর হযরত আব্বাস (রা.) তাদেরকে

সম্বোধন করে বললেন- আমার এ ভাতিজা নবী করীম (সা.) সর্বদা স্বীয় গোত্রে ইজ্জত ও নিরাপত্তার সাথে রয়েছে। তোমরা যারা তাঁকে মদীনায় নিয়ে যেতে চাচ্ছ; ভেবে দেখ, তোমরা যদি তাঁর নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার যথাযথ পালন করতে পার এবং শত্রুপক্ষ থেকে তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করতে পার, তাহলে এ দায়িত্ব গ্রহণ কর। অন্যথায় তাঁকে নিজ গোত্রে থাকতে দাও।

মদীনার কাফেলার নেতা বললেন! নিঃসন্দেহে আমরা এ দায়িত্বগ্রহণ করছি। আমাদের উদ্দেশ্য এটাই যে, আমরা তাঁর বাই'আত পূর্ণ করবো। একথা শুনে (বাই'আত ও প্রতিশ্রুতিকে মজবুত করার জন্য) হযরত আসআদ ইবনে যুরারা (রা.) দৃঢ় কণ্ঠে বলেলন- হে মদীনাবাসী! আপনারা কি উপলব্ধি করতে পেরেছেন অদ্য কিসের উপর বাই'আত গ্রহণ করছেন? ভাল করে বুঝে নিন। আজকের এ বাই'আত সমগ্র আরব ও অনারবের মুকাবিলা ও বিরোধিতার অঙ্গীকার। যদি আপনারা তা রক্ষা করতে পারেন, তাহলে বাই'আত গ্রহণ করুন নতুবা অক্ষমতা প্রকাশ করুন। অতঃপর সমবেত সকলে দ্বীপ্তকণ্ঠে সমস্বরে বলে উঠলেন; কোন পরিস্থিতিতেই আমরা এ অঙ্গীকার থেকে সরবো না।

অতঃপর তিনি আরজ করলেন ইয়া- রাসূলুল্লাহ! যদি আমরা এ অঙ্গীকার পালন করি, তাহলে আমরা এর বিনিময়ে কি পাব? নবী করীম (সা.) এর উত্তরে বললেন- আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত। এ শুনে সকলে বললেন- আমরা এর উপর সন্তুষ্ট। আপনি হাত প্রসারিত করুন আমরা বাইআ'ত গ্রহণ করবো। নবী করীম (সা.) হাত বাড়িয়ে দিলেন এরপর সকলে বাই'আত এর দ্বারা ধন্য হলেন।

خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض کا اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیوی علائق اور جاہ و مال کی محبت قلب سے زائل ہو کر صرف ایک خدائے قدوس کی محبت کا اس قدر گہرا رنگ چڑھ گیا کہ جان و مال اور عزت و آبرو اسکے مقابلہ پر قربان کرنے کیلئے کمر بستہ ہو گئے۔ اور پھر یہ رنگ انکی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت ام عمارہ جو شریک بیعت تھیں انکے صاحبزادہ حضرت حبیب کا واقعہ ہے کہ ان کو مسیلمہ کذاب مدعی نبوت نے گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے

عذاب میں مبتلا رکھکر نہایت بے دردی سے قتل کیا لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا۔ یہ ظالم اُن سے دریافت کرتا تھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد ﷺ اللہ تعالی کے رسول ہیں؟ تو وہ فرماتے بیشک پھر پوچھتا کہ اسکی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرماتے کہ ہرگز نہیں اس پر وہ انکا ایک عضو کاٹ لیتا تھا۔ پھر وہ دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا اور جب وہ اسکی نبوت کے ماننے سے انکار کرتے تو کمبخت اور ایک عضو کاٹ ڈالتا اسی طرح ایک ایک عضو کر کے تمام بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دئے۔ (سیرت حلبیہ ص ۴۰۹)

الغرض شہید ہو گئے مگر باوجود جائز ہونیکے اسکو گوارہ نہ کیا کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالیں۔

اگر چہ خرمن عمرم غم تو داد بباد ☆ بخاک پائے عزیزت کہ عہد نشکستم

প্রশ্ন ঃ বাই'আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের মন-মানসে সে বাই'আতের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এবং এ বাই'আতের মর্যাদা তারা কিভাবে রক্ষা করেছিলেন? দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ আল্লাহই জানেন যে রাসূলে আমীন (সা.) এর শুভ-দৃষ্টির প্রভাব এবং সামান্য কয়েকটি কথা তাঁদের হৃদয়ে কি ক্রিয়াশীল হয়েছিল; একটিবারের সাহচর্যেই সমস্ত পার্থিব পঙ্কিলতা, সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদের সর্ব প্রকারের মোহ তাঁদের হৃদয় থেকে বিদূরিত হয়ে এক আল্লাহর প্রগাঢ় ভালবাসা তাদের হৃদয়ে এত বদ্ধমূল হয়েছিল যে, জান-মাল ইজ্জত সম্মান সব কিছুই তার মুকাবিলায় উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

আর এর প্রভাব (আছর) তাঁদের পরবর্তী বংশধরের মধ্যও অক্ষুন্ন ছিল। হযরত উম্মে উমারা (রা.) যিনি এ বাই'আতেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র হযরত হাবীব (রা.) কে ভন্ড নবী মুসাইলামা কাযযাব গ্রেফতার করে নানা ধরনের নির্যাতন চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা

শব্দার্থ ঃ علائق সম্পর্ক্য। جاہ মর্যাদা। کمر بستہ প্রস্তুত। مدعی দাবীদার। بے دردی নির্মম, নির্দয়।

করেছিল; কিন্তু এ অঙ্গীকারের পরিপন্থী কুফরী কথা তাঁর যবান থেকে বের করতে পারেনি। এই পাপিষ্ঠ তাকে জিজ্ঞাসা করতো, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর নবী? তিনি উত্তর দিতেন- অবশ্যই। পুনরায় জিজ্ঞাসা করতো তুমি একথার সাক্ষ্য দাও যে, আমিও আল্লাহর নবী? তিনি বলতেন কখনই না। এরপর, সে তাঁর একটি অঙ্গ কেটে ফেলত। পুনরায় সে এরূপ প্রশ্ন করতো তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর নবী? আর তিনি যখন তার নবুওয়াতের স্বীকারোক্তি না করতেন, তখন পাপিষ্ঠ আরেকটি করে অঙ্গ কেটে ফেলতো। এভাবে একটি একটি করে তাঁর সমস্ত শরীর টুকরা টুকরা করে ফেললো। -সীরাতে হালবিয়া পৃঃ৪০৯।

মোটকথা, এভাবে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন; কিন্তু এমন ক্ষেত্রে জায়িয হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের অঙ্গীকারের খেলাফ কোন কথা যবান থেকে প্রকাশ করা বরদাশ করেননি।

কবির ভাষায়-

অর্থাৎ, ওহে প্রিয়! আমার গোটা জীবন যদিও তোমার বাসনায় বিলীন
তোমার পদধুলির শপথ আজো ভঙ্গ করিনি অঙ্গীকার।

اسکے بعد سب نے بیعت کی۔اس وقت مبایعین کی تعداد تہتر مرد اور دو عورتیں تھیں اور اس بیعت کا نام بیعت عقبۂ ثانیہ ہے۔اسکے بعد آپ ﷺ نے ان میں سے بارہ آدمیوں کو تمام قافلہ کا ذمہ دار بنادیا۔(حلبیہ ص ۴۱۱)

প্রশ্ন ঃ আকাবায়ে সানিয়াতে বাই'আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা কয়জন ছিল। তন্মধ্য হতে কয়জনকে আমীর নিযুক্ত করা হয়।

উত্তর ঃ আকাবায়ে সানিয়াতে সকলে নবীজী (সা.) এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। বাই'আত গ্রহণকারী ছিলেন তিহাত্তর জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা। এ বাই'আতের নাম "বাই'আতে আকাবায়ে সানিয়া" অতঃপর নবী করীম (সা.) তন্মধ্য হতে বার জনকে তাদের আমীর বা যিম্মাদার নিযুক্ত করে দিলেন। -সীরাতে হালবিয়া, ৪১১ পৃঃ।

ہجرت مدینہ کی ابتداء

মদীনায় হিজরতের সূচনা

قریش کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے غیظ کی انتہا نہ رہی اور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی

طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ صحابہ نے آہستہ آہستہ قریش سے خفیہ ایک ایک دو دو کر کے مکہ معظّمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ یہانتک کہ مکہ میں آنحضرت ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق ؓ اور حضرت علی ؓ اور تھوڑے سے غیر مستطیع لوگوں کے علاوہ کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔ صدیق اکبر ؓ نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا تھا مگر آپ نے انکو فرمایا کہ ابھی ٹھہرو یہانتک کہ اللہ تعالی مجھے بھی ہجرت کی اجازت دیدے۔ صدیق اکبر ؓ اسکے انتظار میں رہے اور دو اونٹنیاں اس سفر کیلئے مہیّا کیں۔ ایک اپنے لئے اور دوسری آنحضرت ﷺ کیلئے۔ (سیرت مغلطائی ص ۳۱)

প্রশ্ন ঃ মদীনায় হিজরতের সূচনা কিভাবে হয়?

উত্তর ঃ কুরাইশরা যখন বাই'আতের সংবাদ শুনলো, তখন তাদের ক্রোধের আর সীমা রইলো না। তারা মুসলমানদের নির্যাতনের কোন পন্থাই আর বাকী রাখলো না। রাসূলে করীম (সা.) এ পরিস্থিতি দেখে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কে মদীনায় হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। সাহাবীগণ কুরাইশদের দৃষ্টি এড়িয়ে দু'একজন করে মক্কা হতে মদীনায় গমন করতে শুরু করলেন। শেষ পর্যায়ে কেবল নবী করীম (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আলী (রা.) ও সামান্য কয়েকজন অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকলেন না।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও হিজরতের এরাদা করেছিলেন; কিন্তু রাসূল (সা.) তাকে এই বলে বিরত রাখলেন যে, যতোক্ষণ না আল্লাহ পাক আমাকে হিজরতের অনুমতি দেন ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এখানেই অবস্থান কর। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) অপেক্ষায় থাকলেন এবং এ উদ্দেশ্য দুটি উষ্ট্রী প্রস্তুত রাখলেন। একটি নিজের জন্য অপরটি মহানবী (সা.) এর জন্য। -সীরাতে মোগলতাঈ ৩১ পৃঃ।

শব্দার্থ ঃ غيظ ক্রোধ, রাগান্বিত। خفيه গোপনীয়। غير مستطيع অক্ষম। مهيا كى প্রস্তুত করল, তৈয়ার করল। وقيقه পন্থা, সুযোগ।

نبی کریم ﷺ کی ہجرت مدینہ

নবী করীম (সা.) - এর মদীনায় হিজরত

کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دار الندوہ میں مشورہ کیلئے جمع ہوئے کہ اب آپ ﷺ کے معاملہ میں کیا کیا جائے۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلاوطن کرنے کی۔ مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا کہ نہ مناسب نہیں کیونکہ قید کرنیکی صورت میں ان کے اعوان وانصار ہم پر چڑھ آوینگے اور ہم سے چھڑالیں گے۔ اور جلا وطن کرنیکی صورت میں تو سراسر ہمارے لئے مضر ہے کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے تمام عرب آپکے کریمانہ اخلاق اور شیریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہوجا ئینگے اور وہ ان سب کو لیکر ہم پر چڑھائی کرینگے (سیرت مغلطائی)

اسلئے بد بخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ کو قتل کیا جائے اور قتل میں ہر قبیلہ کے ایک ایک آدمی شریک ہو تا کہ بنی عبد مناف (آنحضرت ﷺ کا قبیلہ) بدلہ لینے سے عاجز ہو جائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلہ میں سے ایک جوان کو اس کام کیلئے مقرر کردیا کہ فلان رات میں یہ کام کیا جائے۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মদীনায় হিজরত করার সংবাদ শুনে কাফিররা 'দারুন নদওয়ায়' কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো?

উত্তর ঃ কুরাইশ কাফিররা এ সংবাদ অবহিত হলে দারুন নদওয়ায় পরামর্শের জন্য সমবেত হলো। তারা ভাবলো এ মুহূর্তে তাদের করণীয় কি? কেউ কেউ নবীজী (সা.) কে বন্দী করার পরামর্শ দিল। কেউ দিল নির্বাসিত করার পরামর্শ। কিন্তু সুচতুর বুদ্ধিমানরা এর কোনটিকে সমীচিন মনে করলো না। তারা বললো এতে তাদের সহায়তাকারীরা আমাদের উপর চড়াও হবে এবং আমাদের নিকট হতে ছাড়িয়ে নিবে। আর নির্বাসন

শব্দার্থ ঃ دارالندوہ কুরাইশদের বৈঠকখানা। کریمانہ اخلاق চারিত্র মাধুর্য। شیریں সুমিষ্ট ভাষা। گرویدہ আকৃষ্ট। عاجز অপারগ।

www.smfoundationbd.com

করলে তা তো আমাদের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেবে। কারণ মক্কার আশপাশের সকল আরবগণ তাঁর চরিত্র মাধুরী, সুমিষ্ট ভাষা ও আল্লাহর পবিত্র বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে। পরিশেষে তাদেরকে নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করবে। -সীরাতে মোগল তাঈ।

অতঃপর, নরাধম আবু জাহেল এ প্রস্তাব দিল যে, তাঁকে হত্যা করতে হবে। আর হত্যাকান্ড ঘটানোর সময় প্রত্যেক গোত্রের এক এক জন অংশ গ্রহণ করবে। যাতে বনী আবদে মানাফ (নবীজীর গোত্র) এর প্রতিশোধ নিতে না পারে, দুরাচারের এ প্রস্তাবকে সকলেই সমর্থন করলো এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজনকে এ হত্যা কান্ডের জন্য নির্ধারিত করলো যে, অমুক রাতে এ কার্য সমাধা করতে হবে।

ادھر خداوند عالم نے آپ کو ان کے مشورہ کی اطلاع دیدی اور آپکو ہجرت کا حکم فرما یا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنیکا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ کے محاصرہ کر کے بیٹھ گئے تو رسول اللہ ﷺ نے اسی وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علیؓ کو ارشاد کیا کہ وہ آپ ﷺ کی چارپائی پر آپکی چادر اوڑھ کر سو جائیں تا کہ کفار کو آپکے گھر میں نہونیکا علم نہ ہو۔ اسکے بعد آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازہ پر کفار قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ ﷺ سورۂ یٰسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور جب آیت فاغشینا ھم فھم لا یبصرون پر پہنچے تو اسکو کئی مرتبہ دہرایا یہانتک کہ اللہ تعالی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالدیا اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরতের উদ্দেশ্যে রাত্রে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কাফিরদের অবরোধ ব্যর্থ করে দিয়ে নবীজী (সা.) এর চলে যাওয়ার কাহিনী বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ এদিকে মহান আল্লাহ নবী করীম (সা.) কে তাদের এ পরামর্শের সংবাদ জানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দিলেন। কুরাইশ কাফিররা যে রাতে তাদের হীন ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করলো এবং বিভিন্ন গোত্র হতে বহু মানুষ তাঁর গৃহ অবরোধ করে রাখলো,

শব্দার্থ ঃ خیال خام হীন ষড়যন্ত্র। محاصرہ বয়কট। میلہ ভীড়। پشت পিছন। کھڑکی জানালা।

ঠিক সেইমুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরতের ইচ্ছা করলেন। তিনি হযরত আলী (রা.) কে স্বীয় চৌকির উপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে বললেন, যাতে কাফিররা নবী করীম (সা.) এর ঘরে না থাকার কথা জানতে না পারে। অতঃপর তিনি ঘর থেকে বের হয়ে দেখলেন দরজার নিকট কুরাইশ কাফিরদের ভীর। তিনি ঘর হতে বের হওয়ার সময় সূরায়ে ইয়াসনি পাঠ করতে ছিলেন। فاغشينا هم لا يبصرون আয়াতে পৌঁছলে আয়াতটি কয়েকবার তিলাওয়াত করলেন।১. এর বরকতে আল্লাহ পাক তাদের চোখের সামনে আবরণ সৃষ্টি করে দিলেন, যদ্দরুন তারা হুযূর (সা.) কে দেখতে পেলো না।

اور آپ صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ساتھ لے چلنے کیلئے تیار کر رکھا تھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ آپ کے ساتھ ہو لئے اور مکان کی پشت کی جانب سے کھڑکی کے راستہ سے دونوں باہر نکلے اور ثور کی طرف تشریف لے چلے (ثور مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے)۔

প্রশ্ন ঃ কাফিরদের অবরোধ ব্যর্থ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন্ দিকে কিভাবে বের হয়ে যান?

উত্তর ঃ তিনি সোজা হযরত আবু বকর (রা.) এর গৃহে পৌঁছলেন। তিনি তো পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিলেন। রাস্তা দেখানোর জন্য একজনকে আগে থেকেই রেখেছিলেন। নবী করীম (সা.) হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) কে সাথে নিয়ে গৃহের পিছন দিক হতে জানালা দিয়ে উভয়ে বেরিয়ে গেলেন এবং সাওর পর্বতের দিকে তাশরীফ নিলেন। -উল্লেখ্য, সাওর মক্কার অদূরে একটি পাহাড়ের নাম।

غار ثور کا قیام

সওর পর্বতের গুহায় অবস্থান

آپ اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ کے باہر تشریف لانیکا انتظار کرتے رہے۔ اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ کی جگہ علیؓ ہیں تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپکی تلاش میں بھیجے

টীকা.১ অর্থ- আমি তাদের চোখের উপর আবরণ সৃষ্টি করেছি, ফলে তারা দেখছেনা।

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے پر سو اونٹ کا انعام مقرر کیا بہت سے آدمی آپکی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اور بعض قیافہ شناس لوگ آپکے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ بھی گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ سامنے تھے۔ اس وقت صدیق اکبرؓ غمگین ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গৃহ অবরোধরত কাফির যুবকরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চলে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলো?

উত্তর ঃ রাসূলে করীম (সা.) সওর পবর্তের একটি গুহায় অবস্থান করলেন। এদিকে কাফির যুবকরা ভোর পর্যন্ত নবীজী (সা.) এর গৃহ হতে বের হওয়ার অপেক্ষায় থাকলো। অবশেষে তারা জানতে পারলো যে, নবীজী (সা.) এর স্থলে হযরত আলী (রা.) শায়িত, অমনি তারা অতিশয় বিচলিত হলো। চতুর্দিকে তাঁকে অনুসন্ধানের জন্য দূত প্রেরণ করলো এবং রাসূল (সা.) কে গ্রেফতারকারীর জন্য একশতটি উটের পুরস্কার ঘোষণা করল। বহু মানুষ বের হয়ে পড়লো এপুরস্কার হাসিল করতে। কতিপয় পদচিহ্ন বিশারদ পায়ের চিহ্ন ধরে চলতে চলতে ঠিক গুহার মুখ বরাবর পৌছে গেলো। যদি সামান্য নীচু হয়ে দেখতো তাহলে নবীজী (সা.) কে দেখে ফেলতো। ঐ সময় হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) অত্যান্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন " চিন্তা করো না, মহান আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন"।

خدا کی قدرت کہ ان سب نظریں اس غار سے پھیر دی گئیں اور کسی نے جھک کر نہ دیکھا بلکہ ان کے سب سے بڑے چالاک امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں انکا ہونا محال ہے کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازہ پر رات رات میں مکڑی نے جلا تن دیا تھا اور جنگلی کبوتر نے گھونسلا بنالیا تھا۔

শব্দার্থঃ قیافہ شناس পদ চিহ্ন বিশারদ। جھک নীচু, ঢালু। غمگین পেরেশান, আশংকিত। محال অসম্ভব। مکڑی মাকড়সা। جنگلی বন্য। گھونسلا বাসা।

প্রশ্ন ঃ কয়েকজন পদচিহ্ন বিশারদ পায়ের চিহ্ন ধরে গুহার মুখ বরাবর গিয়েও রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আবু বকর (রা.) কে খুঁজে পেলো না কেন?

উত্তর ঃ আল্লাহর মহিমায় তাদের সবার দৃষ্টি গুহার দিক হতে ফিরিয়ে দেয়া হলো। কেউ ঝুকে দেখলোনা। বরং সবাই তাদের মধ্য সর্বাধিক ধূর্ত উমাইয়া ইবনে খলফ বললো এখানে তাদের থাকা অসম্ভব। কারণ আল্লাহ পাকের নির্দেশে মাকড়সা রাতে গুহার প্রবেশ পথে জাল বুনে দিয়েছিল; বন্য কবুতর বাসা তৈরী করে রেখেছিলো।১.

رسول اللہ ﷺ اور صدیق اکبرؓ اس غار میں تین رات متواتر چھپے رہے یہانتک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہوکر بیٹھ گئے۔ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبرؓ کے صاحبزادے عبداللہ رات کوخفیہ آپکے پاس آتے اور پھر صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے تھے۔دن بھر قریش کی خبریں سنکر رات کوآپکے سامنے بیان کرتے تھےاورانکی بہن اسماء بنت ابی بکرؓ ہر رات میں کھانا آپکے پاس پہنچاتی تھیں۔چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھےاسلئے عبداللہؓ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کیلئے اس غار تک لیجایا کرے تا کہ ان کے نشان قدم مٹ جائیں۔

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) সাওর পর্বতের গুহায় কয়দিন আত্মগোপন করে থাকেন এবং উক্ত দিনগুলোতে কে কিভাবে তাদের খোঁজ খবর নেন?

উত্তর ঃ রাসূলে কারীম (সা.) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একাধারে তিন রাত উক্ত গুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। এদিকে অন্বেষণকারীরা নিরাশ হয়ে বসে পড়লো। উক্ত তিন দিনে হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) এর পুত্র আব্দুল্লাহ রাত্রে গোপনে তাদের নিকট আসতেন এবং ভোর হওয়ার আগেই মক্কায় চলে যেতেন। সারাদিন কুরাইশদের খবরাদি শুনে রাতে তাদের নিকট বর্ণনা করতেন। তার বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) প্রতি রাত্রে তাদের নিকট খানা পৌঁছাতেন।

টীকা১.হযরত সাহাল (রা.) বলেন- হেরেমের কবুতরের বংশ উক্ত কবুতর হতেই চলে আসছে। (সীরাতে মোগল তাঈ)

www.smfoundationbd.com

আরবের মানুষ যেহেতু পদচিহ্ন শাস্ত্রে পারদর্শি ছিলো, এজন্য আব্দুল্লাহ (রা.) তার গোলামকে বলতেন তুমি প্রত্যহ ছাগল চরানোর জন্য উক্ত গুহার প্রবেশ দ্বার পর্যন্ত নিয়ে যেয়ো, যাতে তাদের পদ চিহ্ন মুছে যায়।

غار ثور سے مدینہ کیطرف روانگی

গারে সাওর থেকে মদীনা অভিমুখে রওনা

غارثور کے قیام کے تیسرے دن ۴ ربیع الاول ۱ھ بروز پیر صدیق اکبر کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہؓ وہ دونوں اونٹنیاں لیکر پہنچے جو اسی سفر کے لئے صدیقؓ نے مہیا کی تھیں۔ اور انکے ساتھ عبداللہ بن اریقط بھی پہنچے۔ جنکو راستہ بتلانے کیلئے اجرت دیکر ساتھ لے لیا تھا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناقہ پر سوار ہو گئے۔ اور صدیق اکبرؓ دوسری پر۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے ساتھ عامر بن فہیر کو بھی خدمت کیلئے بٹھالیا۔ عبداللہ بن اریقط آگے آگے راستہ دکھانے کیلئے چلے۔ (حلبیہ)

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) গারে সাওর হতে কিভাবে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন?

উত্তর ঃ গারে সাওরে অবস্থানের তৃতীয় দিনে প্রথম হিজরী সনের ৪ঠা রবিউল আউয়াল সোমবার১. সিদ্দীকে আকবার (রা.) এর আযাদকৃত গোলাম আমির ইবনে ফুহাইরা ঐ উষ্ট্রি দুটি নিয়ে পৌছিলেন, যা হযরত আবু বকর (রা.) পূর্ব হতে ঐ সফরের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকীত যাকে পারিশ্রমিকের বিনিময় পথ প্রদর্শনের জন্য ঠিক করে রাখা হয়েছিল সাথে নিয়ে নিলেন। নবী করীম (সা.) একটি উষ্ট্রির উপর সওয়ার হলেন। আর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) সওয়ার হলেন অন্যটির উপর। সিদ্দীকে আকবর (রা.) খিদমতের জন্য আমির ইবনে ফুহাইরাকে সামনে বসিয়ে নিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকীত সম্মুখে রাস্তা দেখাতে দেখাতে নিয়ে চললো। -সীরাতে হলবিয়া।

টীকা.১ যা নবী করীম (সা.) এর জন্ম তারিখ হতে ৫৩ (তিপ্পান্ন) বছর এবং নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় হতে ১৩ (তের) বছর হয়।

سراقہ بن مالک کا راستہ میں پہنچنا اور اسکے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا

পথিমধ্যে সুরাকা ইবনে মালেকের উপস্থিতি ও তার ঘোড়া মাটিতে ধ্বসে যাওয়ার ঘটনা

آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک جو آپکی تلاش میں پھیر رہا تھا یہانتک پہنچ گیا۔ جب آپ ﷺ کے قریب آیا تو اسکے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا۔ مگر پھر سوار ہوکر آپکے پیچھے چلا، یہا تنک کہ آپ کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبرؓ بار بار مڑکر اسکو دیکھتے تھے۔ مگر آنحضرت ﷺ نے اسکی طرف التفات ہی نہ کیا۔ جب زیادہ قریب آگیا تو اسکی گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر اتر گئے اور سراقہ دوبارہ زمیں پر گر پڑا۔ اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہی مگر وہ نہیں نکلتا۔ مجبور ہوکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی، تو آپ ٹھہر گئے اور آپکی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ (سیرت مغلطائی)

جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھکر سراقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجودہ سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپنے اسکو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے۔ بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپکے متعلق خطرہ ہوسکتا تھا اسوقت تک کسی سے اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا۔ (حلبیہ ص ۴۳۶ ج۔۱)

শব্দার্থ ঃ موڑکر পিছনে ফিরে। التفات ভ্রুক্ষেপ। خشک শুকনো। گھٹنو হাটু। ششدر হতভম্ভ। توشہ পাথেয়,রসদ। موجودہ বিদ্যমান, উপস্থিত।

প্রশ্ন ঃ মদীনা অভিমুখে হিজরতের পথে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে অনুসন্ধান করার জন্য সুরাকা ইবনে মালিকের উপস্থিতি ও তার ঘোড়া মাটিতে ধ্বসে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অনুসন্ধানে নিয়োজিত কুরাইশ দূত সুরাকা ইবনে মালিক নিকটে পৌঁছে গেলো, তখন তার ঘোড়াটি মাটিতে হোঁচট খেলো, ফলে সুরাকা ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গেলো। পুনরায় সওয়ার হয়ে পিছনে ছুটলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেলো। সে সময় হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) বার বার পিছনে ফিরে তাকে দেখছিলেন। অথচ হুযূর (সা.) তাঁর দিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করলেন না। যখন একবারে নিকটে এসে গেলো তখন মাটি প্রচুর শক্ত সত্ত্বেও তার ঘোড়ার পা চতুষ্টয় হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে গেলো এবং আবারো সে মাটিতে পড়ে গেলো। ঘোড়া উঠানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলো। কিন্তু কোন ক্রমেই সক্ষম হলো না। বাধ্য হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) .এর শরনাপন্ন হলো। আল্লাহর রাসূল (সা.) থেমে গেলেন এবং তাঁর বরকতে ঘোড়ার পা বের হয়ে আসলো। -সীরাতে মোগলতাঈ।

ঘোড়ার পা মাটি হতে ওঠার পর পায়ের গর্ত থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা গেলো। সুরাকা তা দেখে আরো বেশী হতভম্ব হয়ে গেলো। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সে রাসূলে করীম (সা.) এর সামনে তার রসদ পত্র ও উট ইত্যাদি পেশ করতে লাগলো। হুযূর (সা.) তার কোন কিছুই কবুল করলেন না; বরং বললেন- তুমি ইসলাম গ্রহণ না করলে তোমার উট ইত্যাদি কোন কিছুই গ্রহণ করব না। তবে এতটুকু যথেষ্ট যে, তুমি কারো কাছে আমাদের অবস্থা প্রকাশ করবে না। সুরাকা সেখান থেকে ফিরে আসল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জন্য আশংকা থাকতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত কারো নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করলো না। -সীরাতে হালাবিয়াঃ ১ম খন্ড; ৪৩৬ পৃ ঃ।

سراقہ کی زبان سے آپکی نبوت کا اعتراف

সুরাকার মুখে নবী করীম (সা.) এর নবুওয়াতের স্বীকৃতি

کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابوجہل سے اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار

اے ابوحکم (ابوجہل) لات کی قسم (لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے) اگر تم اس گھوڑے کے زمین دھنسنے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کردو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں انکی کامیابی کے نشانات اسطرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اسکی تمنا کرینگے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے (سیرت مغلطائی ۳۵)

প্রশ্ন ঃ মক্কা ফেরার পর সুরাকা তার ঘটনা কিভাবে পেশ করলো?

উত্তর ঃ কিছুদিন পরে সুরাকা আবু জাহেলের নিকট ঘটনার বিবরণ পেশ করার জন্য কতিপয় কবিতা আবৃতি করলো, যার অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ১.

"হে আবু হিকাম (আবু জাহেল)২. লাতের শপথ! যদি তুমি ঘোড়া মাটিতে পুঁতে যাওয়ার দৃশ্য অবলোকন করতে, তাহলে মুহাম্মাদ যে আল্লাহর রাসূল এ বিষয়ে তোমার সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত না। আমার মতে তোমার জন্য তাঁর বিরোধিতা হতে বিরত থাকা আবশ্যক এবং অন্যদেরকেও নিষেধ করা উচিত। আমার বিশ্বাস অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সাফল্যের নিদর্শনাবলী এভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যে, মানুষ আক্ষেপ করে বলবে- হায়! মুসলামানদের সাথে যদি সন্ধি করতাম! -সীরাতে মোগলতাঈ ৩৫।

শব্দার্থ ঃ اعتراف স্বীকৃতি। مشاہدہ প্রত্যেক্ষ অবলোকন। چمک উদ্ভাসিত

টীকা.১ মূল কবিতা এই নয়। সীরাতে মোগলতাঈ এর কবিতাগুলো ভুল। রওযুল উনুফ এর মধ্যে সেগুলো সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (২য় খন্ড ৬ পৃঃ দ্র। কবিতাগুলো এই

ابا حكم والات لو كنت شاهدا ☆ لامر جواد اذ تسوخ قوائمه
عجبت ولم تشكك بان محمدا ☆ نبي وبرهان من ذا يقاومه
عنيت بكف الناس عنه فانني ☆ ارى امره يوما ستبدوا معالمه
بامر يبيد الناس فيه باسرهم ☆ لو بان جميع الناس طرا يسالمه

২. আরবে আবু জাহেলের ডাক নাম ছিল আবু হিকাম (জ্ঞানের পিতা) ইসলাম হতে দূরে থাকার কারণে তার উপধী হয়েছে- আবু জাহাল-(অজ্ঞের পিতা) জনৈক কবির ভাষায়-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اورام معبد اور انکے خاوند کا اسلام
নবী করীম (সা.) এর মুজিযা এবং
উম্মে মা'বাদ ও তার স্বামীর ইসলাম গ্রহণ

راستہ میں ایک عورت (ام معبد بنت خالد) کے مکان پر گذر ہوا ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ دیا تو وہ دودھ سے بھر گئے جسکو آپنے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے تو ام معبد کا خاوند آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھکر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف و کریم جو آج ہمارے یہاں تھوڑی دیر کیلئے مہمان ہوئے تھے یہ سب انکے ہاتھ کی برکت ہے، خاوند یہ سنکر کہنے لگا،، بخدا یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔،، ایک روایت میں ہے کہ اسکے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچکر مسلمان ہو گئے۔

প্রশ্ন ঃ মদীনায় হিজরতের পথে রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন্ মহিলার ঘরে মেহমান হয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর থেকে কি মুজিযা প্রকাশ পেয়েছিল?
উত্তর ঃ মদীনায় যাওয়ার পথে হুযূর (সা.) উম্মে মা'বাদ নামী এক মহিলার গৃহের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তার ছাগলটি দুগ্ধবতী ছিল না। আল্লাহর রাসূলের হাতের বরকতে তার স্তন দুধে পূর্ণ হয়ে গেলো। হুযূর (সা.) নিজে পান করলেন এবং নিজ সাথীদেরকেও পান করালেন। পরবর্তী কালে এ বরকতের ধারা অক্ষুন্ন ছিল। রাসূল (সা.) সেখান থেকে বিদায় গ্রহণের পর উম্মে মা'বাদের স্বামী আগমন করলেন এবং দুধের এ আশ্চর্য ব্যাপারটি দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে উম্মে মা'বাদ বললেন- অত্যন্ত ভদ্র ও কোমল স্বভাবী একজন যুবক আমাদের গৃহে সামান্য সময়ের জন্য মেহমান হয়েছিলেন। এসব তাঁরই হাতের বরকত। স্বামী এ কথা শুনে বললেন- আল্লাহর শপথ! ইনি তো মক্কার ঐ মহান যুবক মনে হচ্ছে। কোন কোন বর্ণনায় এর পর তারা উভয়ে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে মুসলমান হয়ে যান।

শব্দার্থ ঃ تھنوں স্তন। خاوند স্বামী। حیران অবাক, বিস্ময়।

نزول قباء

কুবায় অবতরণ

یہاں سے روانہ ہوکر آپ قباء پہنچے (یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے) انصار کو جب سے آپکے تشریف لانے کی خبر پہنچی تھی روزانہ استقبال کیلئے بستی سے باہر آتے تھے اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہوگئے تھے کہ یکا یک ایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھکر سب نے جوش مسرت سے استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے چودہ روز قبا میں قیام فرمایا۔ اسی عرصہ میں آپ نے قبا میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কখন কুবায় পৌঁছলেন এবং তিনি সেখানে কয়দিন অবস্থান করেন?

উত্তর ঃ রাসূলে কারীম (সা.) এখান থেকে রওনা হয়ে কুবায় পৌঁছিলেন। (এটি মদীনার নিকটবর্তী স্থান) আনসারদের নিকট যখন হতে রাসূলে কারীম (সা.) এর আগমনের সংবাদ পৌঁছেছিলো, তারা প্রত্যহ তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য মহল্লার বাইরে চলে আসতেন। সে দিনও তাঁরা যথারীতি অপেক্ষা করে ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁরা শুনতে পেলেন যে, যার আগমনের অপেক্ষা ছিলো তিনি এসে গেছেন। মহানবী (সা.) কে তাশরীফ আনতে দেখে সকলে মহা আনন্দে অভ্যর্থনা জানালেন। রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাথীগণ চৌদ্দদিন কুবায় অবস্থান করলেন।১. এ সময়ে তিনি কুবায় একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম ধর্মে নির্মিত এটাই সর্বপ্রথম মসজিদ।

শব্দার্থ ঃ استقبال অভ্যর্থনা। حسب دستور যথারীতি। جوش مسرت মহা আনন্দে। بنیاد ভিত্তি।

টীকা১. কুবায় অবস্থান সম্পর্কে আর কয়েকটি উক্তি রয়েছে। যথা- তিন, চার ও পাঁচ দিন। কোন কোন বর্ণনায় বাইশ দিনের কথাও উল্লেখ রয়েছে। (সীরাতে মোগলতাঈ পৃ ৯৩৬)

حضرت علیؓ کی ہجرت اور قباء میں آپ سے مل جانا۔

হযরত আলী (রা.) এর হিজরত এবং কুবায় রাসূল (সা.) এর সাথে সাক্ষাত

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری چونکہ کفار مکہ کو بھی مسلم تھی اسلئے آپکے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھیں بوقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپنے اسلئے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپکے پاس تھیں وہ ان کے سپرد کر کے آپکے بعد وہ بھی مدینہ پہنچ جائیں۔

প্রশ্ন ঃ হযরত আলী (রা.) কে নবীজী (সা.) কেন মক্কায় রেখে এসেছিলেন এবং পরবর্তীতে আলী (রা.) কখন হিজরত করেন?

উত্তর ঃ রাসূলে করীম (সা.) এর আমানতদারী যেহেতু কাফিরদের নিকটও স্বীকৃত ছিলো। এ জন্য তাঁর নিকট অধিকাংশ মানুষের আমানত থাকতো। হিজরতের সময় তিনি আলী (রা.) কে মক্কায় রেখে এসেছিলেন, যাতে তাঁর নিকট রক্ষিত মানুষের আমানত সমূহ তাদের নিকট পৌঁছে দিয়ে পরবর্তীতে তিনিও মদীনায় পৌঁছেন।

اسلامی تاریخ کی ابتداء

ইসলামী তারীখের (হিজরী সন এর) সূচনা

اس وقت آنحضرت ﷺ کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمرؓ نے کی ہے اور اسکا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔

প্রশ্ন ঃ কখন হতে হিজরী সনের সূচনা হয় এবং কে তার প্রচলন করেন ?

উত্তর ঃ হিজরতের সময় হতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আদেশ ক্রমে হযরত উমর (রা.) ইসলামী তারিখের সূচনা করেন এবং মুহাররমকে বছরের প্রথম মাস গণ্য করেন।১.

টীকা.১ শেখ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহ.) المشارخ فی علم التاریخ গ্রন্থে এটিকেই সমর্থন করেছেন।

مدینہ طیبہ میں داخل ہونا

মদীনায় মহা নবী (সা.) এর শুভাগমন

ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قبا سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئی۔ انصار مدینہ جوش مسرت سے آپکی سواری کے اردگرد چل رہے تھے کوئی پیدل کوئی سوار آپ کی ناقہ کی باگ تھامنے میں ہر شخص پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپؐ اس کے یہاں مقیم ہوں، عورتیں اور بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ یہ روز چونکہ جمعہ کا دن تھا بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہوگیا۔ آپ سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے اب جس انصاری کا مکان راستہ میں پڑتا ہے وہ التجا کرتا ہے کہ میرے غریب خانہ پر قیام فرمائے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ وہ اللہ تعالی کی طرف سے مامور ہے جس جگہ ٹھہرنے کا اس کو حکم ہے وہاں جا کر خود ٹھہر جائیگی۔ چنانچہ یہ اونٹنی اسی طرح چلتی رہی۔ یہانتک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننہال بنی عدی بن نجار کے مکانات آئے تو ابو ایوب انصاریؓ کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ ﷺ ابو ایوبؓ کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک ان ہی کے مکان پر مقیم رہے۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কোবা হতে মদীনায় পৌঁছলে উষ্ট্রি আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) এর বাড়ীর সামনে গিয়ে থামার রহস্য ও কাহিনী বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ রবিউল আউয়াল মাসের কোন এক শুক্রবারে নবী করীম (সা.) কুবা হতে বিদায় নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। মদীনার আনসারগণ মহা আনন্দে উল্লাসে নবীজী (সা.) এর সওয়ারীর চতুর্পার্শে চলছিলো।

শব্দার্থ ঃ جوش مسرت আত্মহারা,আনন্দিত। اردگرد আসে পাশে। مکانات গৃহ সমূহ। التجاء আবেদন। مامور নির্দেশিত। ننہال মাতুল বংশ।

কেউ পায়ে হেটে, কেউ সওয়ার হয়ে। হুযূর (সা.) এর উষ্ট্রির রশি ধরার জন্য প্রত্যেকেই চাচ্ছিলেন সামনে যেতে। সবার মনের আকাংখা নবীজী (সা.) তাঁর গৃহে অবস্থা করুন। মহিলা ও শিশুরা আনন্দ সংগীত গাইতেছিল। এদিনটি শুক্রবার ছিলো, বনী সালিম বিন আউফের গৃহের নিকট পৌঁছলে জুমআর সময় হয়ে যায়। হুযূর (সা.) উটনী হতে অবতরণ করলেন এবং জুমআর নামায আদায় করার পর পুনরায় উটনীর উপর আরোহন করলেন। পথিমধ্যে যে আনসারীদের বাড়ী পড়ছিল, সেই আবেদন করছিলো যে, আমার বাড়িতে অবস্থান করুন। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন- তোমরা উটনীকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও, এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে নির্দেশিত । তাকে যেখানে থামবার নির্দেশ ঠিক সেখানে যেয়ে থেমে যাবে।

এভাবে উটনী স্বীয় গতিতে চলতে থাকে। চলতে চলতে নবী করীম (সা.) এর মাতুল বংশ বনী আদী ইবনে নাজ্জারের আবাসিক এলাকায় এসে পৌঁছল এবং আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) এর বাড়ীর সামনে যেয়ে বসে গেলো। আল্লাহর নবী (সা.) আবু আইয়ূবের বাড়ীতে মেহমান হলেন এবং বেশ কিছু দিন সেখানে অবস্থান করলেন।

مسجد نبوی کی تعمیر

মসজিদে নববী নির্মাণ

اس وقت تک مدینہ میں کوئی مسجد نہیں تھی جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی۔اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس میں ناقہ بیٹھی تھی۔اس جگہ میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور ستون کھجور کے درخت کی لکڑی اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی اور قبلہ کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا۔ (جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا) مسجد کے ساتھ دو حجرے بھی بنائے گئے ایک حضرت عائشہؓ کیلئے اور دوسرا سودہؓ کیلئے۔

প্রশ্ন ঃ মসজিদে নববী কোথায় কিভাবে নির্মাণ করা হয়?

উত্তর ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মদীনায় আগমনের পূর্বে সেখানে কোন মসজিদ ছিলনা। যেখানে সুযোগ হত নামায পড়া হতো। অতঃপর যে স্থানে উটনী বসে পড়েছিল, উক্ত জায়গাটি খরিদ করা হলো। সেখানে মসজিদে

নববী নির্মিত হল।১. মসজিদের দেয়াল ছিল কাঁচা ইটের এবং খুটি ছিল গাছের। ছাউনী ছিল খেজুর পাতার। কেবলার দিক রাখা হচিছলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে। সে সময় ও এটা মুসলমানদের কেবলা ছিল। মসজিদের সাথেই দুটি কক্ষ নির্মান করা হয়। একটি হযরত আয়িশা (রা.) এর জন্য এবং অপরটি হযরত সাওদা (রা.) এর জন্য।

اسکے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپؐ کے آل وعترت کو مدینہ طیبہ لے آئے۔اس وقت حضرت صدیق اکبرؓ نے بھی اپنے سب اہل وعیال کو مدینہ بلوالیا۔

چنانچہ ام المؤمنین حضرت سودہؓ اور دو صاحبزادیاں فاطمہؓ اور ام کلثومؓ مدینہ آگئیں۔ تیسری صاحبزادی کو ان کی خاوند ابوالعاص نے (جو اسوقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے) نہ آنے دیا۔اور ادھر صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اپنی مادر اور دونوں بہنوں عائشہؓ اور اسماءؓ کو ساتھ لیکر مدینہ پہنچے۔اور اب مکہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستہ ہی میں ان کی وفات ہوگئی۔

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সা.) ও আবু বকর সিদ্দীক (রা.) উভয়ের পরিবারবর্গ কখন কিভাবে মদীনায় হিজরত করেন?

উত্তর ঃ অতপর নবী করীম (সা.) একজনকে মক্কায় প্রেরণ করলেন তাঁর পরিবার পরিজনকে মদীনায় আনার জন্য। সে সময় হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) ও তাঁর পরিবারবর্গকে মদীনায় আনিয়ে নেন।

টীকা.১ এর পর হযরত উমর (রা.) বা তার খেলাফত কালে মসজিদে নববীর আরো জায়গা সম্প্রসারণ করেন এবং নির্মাণ কাজকে পূবের ন্যায় বহাল রাখেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) এর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। অনেক জায়গা বাড়িয়ে দেন এবং দেয়াল সমূকে নকশাযুক্ত পাথর ও রোপার কারুকার্য দ্বারা,খুটিগুলোকে নকশাযুক্ত পাথর এবং ছাদ কাঠ দ্বারা নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাহ.) ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেকের খেলাফতকালে তার নির্দেশে মসজিদকে আরো সম্প্রসারিত করেন। আযওয়াজে মুতাহহারাতগণের কক্ষ সমূহকে মসজিদের অর্ন্তভূক্ত করে দেন। এরপর ১৬ হিজরী সনে খলীফা মাহদী এবং ২০২ হিজরীতে খলীফা মামুন এতে আরো পরিবর্তন পরিবর্ধন আনেন। এবং ভীত অতিশয় মজবুত করেন। (সীরাতে মোগলতাঈ ৩৭ পৃঃ) অতঃপর উসমাণী খলীফাগণ মসজিদকে কারুকার্য দ্বারা আরো সন্দর্য মন্ডিত ও মনোরম করে নির্মাণ করেন। বর্তমানে উক্ত নির্মাণে বহাল রয়েছে।

সুতরাং উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রা.) এবং নবী দুহিতাদ্বয় হযরত ফাতিমা ও উম্মে কুলসুম (রা.) মদীনায় আসলেন। তৃতীয় কন্যা হযরত যয়নব (রা.) কে তার স্বামী আবুল আস যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। মদীনায় আসতে দিলেন না। এদিকে হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ স্বীয় জননী ও ভগ্নিদ্বয় হযরত আয়িশা (রা.) ও আসমা (রা.) কে সাথে নিয়ে মদীনায় পৌছিলেন। এখন মক্কায় কেবল এমন কতিপয় মুসলমান রয়ে গেলেন যাদের সফর করার ক্ষমতা ছিলনা। বরং তন্মধ্য হতে এমন কতিপয় ব্যক্তি ও সেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন যাদের পথি মধ্যেই ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিলো।

۱ھ مشروعیت جہاد

প্রথম হিজরী ঃ জিহাদ প্রবর্তন ও অনুমোদন

سریہ حمزہ وسریہ عبیدہ

সারিয়ায়ে হামযা ও সারিয়ায়ে উবাইদা

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تریپن سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے آچکا ہے جس میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی۔ اور وہ ہر طبقہ اور ہر قبیلہ کے ہزارہا انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقہ بگوش بنکر کچھ ایسے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کو اپنے مال وجائداد، آباواجداد، بیویوں اور بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا۔ حکومت کا جبر واکراہ تھا یا مال کا لالچ اور جاہ کی طمع تھی یا کوئی پرشوکت جمعیت تھی جسکی تلوار نے انکو مجبور کیا تھا یا اور کچھ؟

لیکن جب اس نبی امی (ان پر میرے ماں باپ فدا ہوں) ﷺ کے حالات طیبات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلاوہم واختلاف ان سب کے جواب نفی میں ملتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جسکے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسکے سر سے اٹھ چکا ہو اور جسکو بچپن کے چھٹے سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو جس کے گھر میں مہینوں آگ تک جلنے کی بھی نوبت نہ آتی ہو جس کے گھر والوں نے کبھی

پیٹ بھر کر روٹی نہ کھائی ہو جس کے رہے سہے عزیز وقریب بھی ایک کلمۂ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف اس سے یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہوں وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا یا مال کے لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا خیال بنا سکتا تھا۔

اسکے علاوہ تاریخ کی دفتر سامنے ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی عمر شریف کے یہ تریپن سال اس طرح گذرے ہیں کہ ابتدائی بے سروسامانی اور بیکسی کے بعد جب اسلام کو ایک ظاہری قوت حاصل بھی ہوئی اور بڑے بڑے شجاع و بہادر اور متمول صحابہ داخل اسلام بھی ہو گئے اس وقت بھی اسلام کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک نہیں دیا۔

حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف آنحضرت ﷺ کی ذات اقدس بلکہ آپکے تمام متعلقین آل واتباع پر بھی وہ مظالم ڈھائے گئے کہ بیان اور تحریر میں نہیں آسکتے۔ کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت وشوکت رکھتے تھے، آپکی ایذا رسانی بلکہ قتل کرنے میں کوئی امکانی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا جیسا کہ تین سال تک آپکا مع اپنے متعلقین کے محصور رہنا، آپکے ساتھ تمام قریش کا مکمل مقاطعہ، آپکے قتل کیلئے سازشیں، صحابہ کرام کو ہر قسم کی اذائیں پہنچانا وغیرہ وغیرہ آپ معلوم کر چکے ہیں۔

یہ سب کچھ تھا مگر قرآن اپنے پیروؤں کو صبر واستقلال کے سوا کسی حربہ کے استعمال کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ہاں اسوقت جس جہاد کا حکم تھا وہ یہ کہ کفار کو حکمت اور نصیحت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ اور اگر باہمی مکالمہ کی نوبت آئے تو حسن تدبیر اور نرم کلامی سے انکا مقابلہ کرو اور قرآن کی دلائل واضحہ سے انکے ساتھ پورا جہاد کرو تا کہ وہ حق کو سمجھ لیں۔

اس وقت جو ہزار ہا انسان اسلام کے حلقہ بگوش بنکر ہر قسم کی مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کسی دنیوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے زور سے مجبور

نہیں ہو سکتے ۔اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرما
ئیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کیلئے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بزور تلوار
پھیلایا گیا ہے۔کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس
نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھانے اور
اپنی جانوں کو خطرہ ڈالنے پر راضی ہو گئے۔کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابوبکر صدیقؓ فارق
اعظمؓ عثمان غنیؓ علی مرتضیٰؓ پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا؟ابوذرؓ اور انیسؓ
اور انکے قبیلہ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔اور
نصاریٰ نجران پر کس نے جبر کیا تھا جو کہ حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ضماد ازدی کو کس
نے مجبور کیا تھا۔طفیل بن عمرو دوسی اور انکے قبیلہ پر کس نے تلوار چلائی تھی۔اور قبیلہ بنی
عبدالاشہل کو کس نے دبایا تھا۔اور تمام انصار مدینہ پر کس کا زور تھا جنہوں نے نہ فقط
اسلام قبول کیا بلکہ آپ ﷺ کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سرلی اور اپنی جا
ن و مال آپ ﷺ پر قربان کئے۔بریدہ اسلمی کو کس نے مجبور کیا تھا کہ ستر آدمیوں کی
جماعت لیکر مدینہ کے راستہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برضا
ورغبت مسلمان ہو گئے۔نجاشی بادشاہ حبشہ پر کونسی تلوار چلی تھی کہ باوجود اپنی سلطنت
وشوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے۔ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ کو کس نے زور دیا
تھا کہ ملک شام سے سفر کر کے آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچیں اور آپ کی غلامی
اختیار کریں۔اور اس قسم کے صدہا واقعات جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہیں یہ
نا قابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھکر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ

শব্দার্থ ঃ حلقہ بگوش গন্ডভুক্ত। جائداد সম্পত্তি,ধন-দৌলত। جبر و اکراہ জোর জবরদস্তি। شوکت প্রতিপত্তি। جمعیت দল,সমাবেশ। آغوش شفقت স্নেহের কোল। سہے সহ্যকরেছে। عزیز وقریب ঘনিষ্ট আত্মীয়। دفتر ভান্ডার। بیکسی অসহায়ত্ব। متمول বিত্তশালী। امکانی دقیقہ সম্ভাব্য উপায়। مقاطعہ ছিন্ন,বয়কট। سازشیں ষড়যন্ত্র। استقلال সহনশীলতা। مکالمہ কথপোকথন। حسن تدبیر সুকৌশল। دبایا تھا চাপসৃষ্টি করেছিল।

www.smfoundationbd.com

প্রশ্ন ঃ ইসলাম কি তলোয়ারের জোরে প্রসার লাভ করেছে? দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে আলোচনা কর?

উত্তর ঃ পূর্বের আলোচনায় নবী করীম (সা.) এর তিপ্পান্ন বছর জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র পাঠকবৃন্দের সামনে এসে গেছে। যার মধ্যে সামান্য বিশ্লেষণ সহ পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার-প্রসার কিভাবে ঘটেছে, তাও জানা হয়েছে এবং প্রতিটি গোত্রের সর্বস্তরের শত সহস্র মানুষ যাঁরা হিজরত পর্যন্ত ইসলামের গন্ডিতে এসে এমন উন্মত্ত হয়েছিল যে,ইসলাম ও ইসলামের পয়গাম্বর (সা.) কে নিজ মাল-সম্পদ, বাপ-দাদা, স্ত্রী-পুত্র হতে এমনকি নিজ প্রাণ হতেও অধিকতর ভালো বেসেছিল, তাঁদের ইসলাম গ্রহণের কারণ কি ছিল? প্রসাশনিক চাপ? না অর্থ সম্পদের লোভ এবং সম্মান প্রতিপত্তির লালসা? অথবা কোন প্রভাবশালী আগ্রাসনী শক্তি সম্পন্ন বাহিনীর তরবারী তাদেরকে বাধ্য করেছিল? না অন্য কিছু?

উম্মী নবী (সা.) (আমার পিতা-মাতা তার উপর উৎসর্গিত হোক) পবিত্র জীবন ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে নিঃসন্দেহে এর না-বাচক উত্তর পাওয়া যায়।

এটা খুব স্পষ্ট যে, যে এতীমের পিতৃছায়া দুনিয়ার বুকে আসার পূর্বেই মাথা হতে উঠে গিয়েছিল। শৈশবের ৬ষ্ঠ বর্ষে যিনি মাতৃ স্নেহের কোল থেকে বঞ্চিত,যাঁর ঘরে মাসের পর মাস ধরে চুলায় আগুন জ্বলত না, যাঁর পরিবারবর্গ কখনো পেট ভরে আহার করেননি, যাঁর ঘনিষ্ট আত্মীয়রা কেবল মাত্র সত্যের বাণী প্রচারের কারণে তাঁর থেকে শুধু দূরেই থাকেনি,বরং চরম শত্রু হয়ে গিয়েছিল; তিনি কি কারো উপর কোন বল প্রয়োগ করতে পারেন? সম্পদের প্রলোভনে বা তরবারীর জোরে কাউকে নিজ সত্যাবলম্বী বানাতে পারেন?

এছাড়াও ইতিহাসের বিশাল ভান্ডার আমাদের সামনে, যার মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে উল্লেখ রয়েছে যে, হুযূর (সা.) এর এ তিপ্পান্ন বছর এভাবে কেটেছে যে, প্রাথমিক জীবনের নিঃস্বম্বলতা ও অসহায়ত্বের পর যখন বাহ্যিকভাবে ইসলামের কিছু শক্তি অর্জন হলো এবং বড় বড় বীর যোদ্ধা ও বিত্তশালী সাহাবা ইসলামে দীক্ষিত হলেন, তখনো কাফিরের উপর হাত উত্তোলন করেনি, জবাব দেননি জালিমদের অত্যাচারের। অথচ কাফিরদের পক্ষ হতে শুধু নবী (সা.) কেই নয় বরং তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, আত্মীয়-স্বজন এবং সাহাবীগণের উপরও এমন অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়েছে যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা ও কলম দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অথচ শক্তি ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী কুরাইশ কাফিররা যারা সর্ব প্রকার আল্লাহর রাসূল (সা.) কে কষ্ট দেয়ার সম্ভাব্য কোন প্রচেষ্টা বাদ রাখেনি। যেমন তিন বছর পর্যন্ত তাঁকে ও তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অবরুদ্ধ

করে রাখা,নবী করীম (সা.) এর সাথে কুরাইশদের সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা,তাকে হত্যার ষড়যন্ত করা, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কে সর্ব প্রকার নির্যাতন নিপীড়ন করা ইত্যাদি, সম্পর্কে পাঠকবৃন্দ পূর্বেই অবগত হয়েছেন।

এসব কিছু সত্ত্বে ও কুরআন স্বীয় অনুসারীদেরকে ধৈর্য্য ও সহনশীলতা অবলম্বন ছাড়া কোন উপায় অবলম্বন তথা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। সে সময় শুধু এতটুকু অনুমতি ছিল যে, কাফিরদেরকে হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি আহবান কর। যদি পারস্পরিক কোন কথাবার্তার সুযোগ আসে, তাহলে সুকৌশলে১. ও নম্র ভাষায় তাদের মুকাবিলা কর এবং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা তাদের সাথে পূর্ণ রূপে জিহাদে লিপ্ত হও,২. যাতে তারা সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সাক্ষী যে, তখন অসংখ্য নিরীহ ও প্রভাবশালী স্বেচছায় ইসলাম গ্রহণ করে জুলুম নির্যাতন ও নিগ্রহে পতিত হলেন। তাঁরা কোন প্রকার পার্থিব মোহ বা প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা অথবা তরবারির ভয়ে বাধ্য হয়ে এমনটি করেননি। এসব সুস্পষ্ট চাক্ষুস বিষয়াদিকে দেখেও যারা ইসলামের সত্যতার উপর আবরণ দেয়ার জন্য বলে যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে। তারা এর কোন উত্তর দিতে পারবে কি? যে, তরবারী উত্তোলনকারীদের উপর কে সর্ব প্রথম তরবারী উত্তোলন করেছিলো? যারা শুধু মুসলমানই হননি বরং ইসলামের সহায়তা তরবারী উত্তোলন এবং স্বীয় জীবনকে বিপদে নিপতিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

তারা বলতে পারে কি, আবু বকর সিদ্দীক (রা.), ফারুকে আযম (রা.), উসমান গনী (রা.), আলী (রা.), প্রমুখের উপর কে তরবারি উত্তোলন করেছিল? কে তাঁদেরকে মুসলমান বানিয়ে ছিল? আবু যর (রা.) উনায়েস (রা.) এবং তাতের গোত্রকে কে বাধ্য করেছিল যে, তাঁরা সকলেই এসে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে মুসলমান হলো? নাজরানের খৃষ্টানদেরকে মক্কায় এসে মুসলমান হওয়ার জন্য কে জোর করেছিল? তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী (রা.) এবং তাঁর গোত্রের উপর কে তরবারি চালিয়ে ছিল? কে বনী আবদে আশহালকে চাপ সৃষ্টি করেছিল? মদীনার সমস্ত আনছারদের উপর কার প্রভাব কাজ করেছিল?

টীকা.১ এটা মূলত কুরআনের আয়াত

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن

২. কুরআনের আয়াত- وجاهدهم به جهادا كبيرا এর মর্মার্থ ও ঠিক এটাই।

তাঁরা শুধু ইসলাম গ্রহণই করেননি; বরং নবী করীম (সা.) কে তাঁদের নিকটে আহবান করে এবং তাঁর সর্ব প্রকার দায়িত্ব নিজেরদের মাথায় গ্রহণ করেছিলেন? সাথে সাথে নিজেদের জান-মাল সর্বস্ব তাঁর উপর কুরবান করেছিলেন? কে বুরাইদা (রা.) কে বাধ্য করেছিল সত্তুর জনের এক কাফেলা নিয়ে নবীজী (সা.) এর মদীনায় যাত্রা পথে হাজির হয়ে পরম ভক্তি ও সন্তুষ্টির সাথে ইসলাম গ্রহণ করতে? আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাসীর উপর কোন ধরনের তলোয়ার চালানো হয়েছিল যে, নিজ রাজত্বের প্রভাব প্রতিপত্তি সত্ত্বেও হিজরতের পূর্বেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন? আবু হিন্দ তামীম ও নাঈম প্রমুখের উপর কে শক্তি প্রয়োগ করেছিল সুদূর সিরিয়া সফর করে নবীজী (সা.) এর খিদমতে এসে তাঁর গোলামী বরণ করতে ? এ জাতীয় শত শত ঘটনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ।১. এসব হলো এমন অনস্বীকার্য। বাস্তবতা যা পর্যবেক্ষণ করলে মানুষ এ বিশ্বাস স্থাপন না করে থাকতে পারে না যে, ইসলাম স্বীয় প্রসারে তলোয়ারের মুখাপেক্ষী নয়।২.

اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں

ইসলাম স্বীয় প্রচার-প্রসারে তলোয়ারের মুখাপেক্ষী নয়

اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہوسکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھکر کہا جائے کہ مسلمان ہوجاؤ، یا انکو کسی جبر واکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیہ کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر انکے جان ومال کی حفاظت بالکل مسلمانوں کی طرح کرنیکے متعلق اسلامی قواعد خود اسکی شہادت ہیں کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر بعد فرضیت جہاد بھی مجبور نہیں کیا۔ اسلئے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کن فوائد کے لئے ہوئی اور اس وقت اسے یقین کرنا پڑیگا کہ جس طرح وہ مذہب کا مل نہیں سمجھا جاسکتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر بجبر واکراہ انکو اپنے سلسلہ میں داخل کیا ہو، اسی طرح:

টীকা১. এসব ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে রিসালায়ে হামিদিয়া" হতে গৃহীত হয়েছে।
২.বাস্তবতার নিরিখে বিশুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সঠিক তত্ব ও তথ্য জানতে হলে ভারতের বিখ্যাত আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওঃ হাবীবুর রহমান সাহেব রচিত " এশাআতে ইসলা" গ্রন্থটি পাঠ করা বাঞ্ছনীয়

www.smfoundationbd.com

وہ مذہب بھی کامل نہیں جس میں سیاست نہو
وہ سیاست مکمل نہیں جسکے ساتھ تلوار نہو
রাজনীতি বর্জিত ধর্ম ও অস্ত্র
বিবর্জিত রাজনীতি পূর্ণাঙ্গ নয়

وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہوسکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا

کوئی عرب کے ساتھ ہو یا عجم کے ساتھ ☆ کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ

سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا تو رحمت خداوندی نے اسکے لئے ایک مصلح اور مشفق طبیب آنحضرت (ﷺ) کو بھیجا جس نے ترپین (۵۳) سال تک متواتر اسکے ہر عضو اور ہر رگ وریشہ کی اصلاح کی فکر کی جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے۔ مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے انکی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی بلکہ خطرہ ہو گیا کہ انکی سمیّت تمام بدن میں سرایت کر جائے اسلئے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت وحکمت کا اقتضاء یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔

প্রশ্ন ঃ জিহাদের হাকীকত বা গূঢ় রহস্য কি? যুক্তি প্রমাণ সহ আলোচনা কর?

উত্তর ঃ ইসলাম স্বীয় প্রসারে তলোয়ারের মুখাপেক্ষী নয়। আর জিহাদ ফরয হওয়ার উদ্দেশ্যও এ নয় যে, মানুষের গলায় তলোয়ার রেখে বলা হবে, মুসলমান হয়ে যাও অথবা তাকে যে কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি বা বল প্রয়োগের দ্বারা মুসলমান বানাতে হবে?

জিহাদের সাথে কর এর বিধান১. এবং কাফিরদেরকে জিম্মী বানিয়ে সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের ন্যায় তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান

টীকা.১কাফেরদের নিকট হতে তাদের নিরাপত্তার বিনিময় যে, কর বা ট্যাক্স গ্রহণ করা হয় তাকে جزیہ বা নিরাপত্তা কর বলে।

করার ইসলামী নীতিমালাই তার সাক্ষী যে, জিহাদ ফরয হওয়ার পরও ইসলাম কখনো কোন অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করেনি। এজন্য একজন ইনসাফ প্রিয় ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হলো ঠান্ডা মস্তিস্কে চিন্তা করা যে, ইসলামে কোন উদ্দেশ্যে কোন স্বার্থে জিহাদ ফরয করা হয়েছে? এমন ধর্ম পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, যে ধর্মে মানুষকে ঘার ধরে শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মের গন্ডিতে আনা হয়, তেমনি ভাবে ঐ ধর্মও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, যে ধর্মে রাজনীতি তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেই। আর এমন রাজনীতিও পূর্ণাঙ্গ নয়, যাতে তলোয়ার নেই। সেই চিকিৎসক স্বীয় শাস্ত্রে দক্ষ নয়, যে শুধু ব্যান্ডেজ করতে পারে, কিন্তু পঁচা-গলা ও বিনষ্ট অঙ্গে অপারেশন বা অস্ত্রোপচার করতে জানে না। কবির ভাষায়-

"আরব জোটে থাক বা তুমি থাক অনারব জোটে,
না থাকলে অসি কলমের সাথে, ফায়দা হবে না মোটে।"

খুব গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত যে, বিশ্বের গোটা দেহে যখন শিরকের বিষাক্ত জীবাণু সৃষ্টি হয়ে একটি রূগ্ন শরীরের ন্যায় পরিণত হয়েছিল, তখন দয়াময় আল্লাহ চিকিৎসার জন্য একজন সংস্কারক ও দরদি চিকিৎসক (মহা নবী (সা.) কে) প্রেরণ করলেন, যিনি তিপ্পান্নটি বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্বদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও শিরা-উপশিরা নিরাময়ের চিন্তা গবেষণা করলেন। এর দ্বারা নিরাময় যোগ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্থতা লাভ করলো। কিন্তু যে সব অঙ্গ সম্পূর্ণ পঁচে গিয়েছিলো, নিরাময়ের কোন উপায় ছিলনা; বরং তার বিষক্রিয়া সারা শরীরে সংক্রমিত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল, এ অবস্থায় চিকিৎসা নীতি মুতাবিক উক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করাটাই ছিলো রোগীর প্রতি প্রকৃত দয়া ও বুদ্ধিমানের কাজ। এটাই হলো জিহাদের হাকীকত ও গূঢ় রহস্য। আর এটাই আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ-জিহাদের উদ্দেশ্য।

یہی وجہ ہے کہ عین میدان کارزار گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں سے صرف انہی لوگوں کے قتل کی اجازت دی ہے جنکا مرض متعدی تھا یعنی جو اسلام کے مٹانے کے منصوبے گانٹھتے اور برسر جنگ آتے تھے اور انکے متعلقین عورتیں، بچے اور وہ بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے اس وقت بھی مسلمانوں کی تلوار سے مامون تھے۔ بلکہ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلہ پر

آئے ہوں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ تھے۔حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ غزوۂ بدر میں آنحضرت ﷺ نے حکم فرمایا تھا کہ اگر بنی ہاشم میں سے کوئی شخص تمہارے سامنے آئے تو اسکو قتل نہ کرنا کیونکہ وہ اپنی رضا سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ انکو جبراً لایا گیا ہے (از کنز ص ۲۷۲ ج ۵) بلکہ مقابلہ پر آنیوالوں اور جنگ کرنیوالوں میں سے بھی تا بمقدور ان لوگوں کو بچایا جاتا تھا جن کے متعلق آنحضرت ﷺ کو حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی خبریں پہنچتی تھیں ذیل کا واقعہ ہمارے اس دعویٰ کی پوری شہادت ہے۔

جس وقت آپ فتح مکہ کیلئے تشریف لیجارہے تھے تو راستہ میں ایک شخص آپکی خدمت میں حاضر ہوا اور آپکے ارادۂ جہاد کو بھی اس نے عام جاہلیت عرب کی لڑائیوں پر قیاس کر کے عرض کیا کہ اگر آپ خوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلۂ بنی مدلّج پر چڑھائی کیجئے (کیونکہ انمیں اسکی کثرت ہے) لیکن یہاں صلح اور جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ارشاد ہوا کہ مجھے حق تعالیٰ نے بنی مدلّج پر چڑھائی کرنے سے اسلئے منع فرمادیا ہے کہ وہ صلۂ رحمی کرتے ہیں۔(احیاء العلوم للغزالیؒ)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں سات آدمی جنگی قیدی پیش کئے گئے۔آپ نے انکے قتل کا حکم فرمادیا اور حضرت علیؓ کو اس پر مامور فرمایا، تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ ان چھ شخصوں کیلئے تو یہی حکم رکھئے لیکن اس ایک شخص کو آزاد کردیجئے۔آپنے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ یہ کریم الاخلاق اور سخی آدمی ہے۔آپنے فرمایا کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے (کنز العمال ص ۱۳۵ بحوالۃ ابن الجوزی)

اسلامی جہاد تہذیب کے مدعی یورپین اقوام کی عالم سوز جنگ نہ تھی جس میں محض اپنی ہوس رانی کیلئے بلا امتیاز مرد وعورت اور مجرم وغیر مجرم شہر کے شہر انتہائی بے رحمی کے ساتھ تباہ وبرباد کردئے جاتے ہیں۔ اکبر مرحوم نے خوب فرمایا ہے۔

ہو رہا ہے نفاذ حکم فنا — نہ مکیں اس سے بچتے ہیں نہ مکان
توپیں خود آکے اب تو میدان میں — پڑھتی ہیں کُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فَانٌ

لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تک دیکھتے ہیں مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر انداز کردیا جاتا ہے۔ بقول اکبرؒ۔

اپنے عیبوں کی نہ کچھ پروا ہے — غلط الزام بس اوروں پہ لگا رکھا ہے
یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام — یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

الغرض مدافعانہ اور جارحانہ جہاد کا مقصد صرف مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ اور تبلیغ اسلام کے راستہ میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں انکا اٹھانا تھا۔

ان تمام واقعات پر نظر ڈالنے کے بعد جس طرح عام یورپین مؤرخین اور مار گولیوس وغیرہ کا یہ خیال بالکل غلط اور افترا رہ جاتا ہے کہ اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کو بجبر مسلمان کرنا اور لوٹ مار کر اپنا معاش مہیا کرنا تھا اسی طرح اسلامی روایات اور تعامل صحابہ کو جمع کرنیکے بعد اس میں بھی شک نہیں رہتا کہ اسلام میں جس طرح بغرض تحفظ مدافعانہ جہاد کو فرض کیا گیا ہے اسی طرح حفظ ماتقدم اور موانع تبلیغ کو راستہ سے ہٹانے کیلئے جارحانہ جہاد بھی قیامت تک کیلئے ضروری کیا گیا ہے اور جسطرح مدافعانہ جہاد کی غرض لوگوں کو بجبر مسلمان بنانا نہیں ہے اسی طرح جارحانہ جہاد کا مقصد بھی کسی طرح یہ نہیں ہوسکتا خصوصاً جبکہ اسلام کا وسیع دامن عین وقت جہاد میں بھی کفار کو اپنی پناہ میں لینے اور کفر پر قائم رہتے ہوئے انکی جان ومال اور عزت وآبرو کی اسی طرح

حفاظت کرنیکے لئے پھیلا ہوا ہے جس طرح ایک مسلمان کی حفاظت کی جاتی ہے جس میں مدافعانہ اور جارحانہ دونوں برابر ہیں۔ نیز دنیا میں حقیقی امن وامان قائم کرنا ضعیفوں کو ظلم سے چھڑانا وغیرہ جو جہاد کے مقاصد ہیں انمیں بھی دونوں قسمیں یکساں ہیں۔ اسلئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی روایت کو مسخ کرکے جارحانہ جہاد کا انکار کیا جائے جیسا کہ ہمارے بعض آزادخیال مؤرخین نے کیا ہے۔

اس مختصر گذارش کے بعد ہم اپنے اصلی مقصد کو شروع کرتے ہیں۔

প্রশ্ন ঃ ইসলাম কি যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সকলকেই নির্বিচারে হত্যার অনুমতি দেয়? নাকি তাতে কোন বাছ-বিচার রয়েছে? প্রমাণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ঃ রণক্ষেত্রে প্রচন্ড যুদ্ধে চলাকালেও ইসলাম তার প্রতি পক্ষের কেবল ঐ সকল মানুষকে হত্যার হুকুম দিয়েছে, যাদের রোগ সংক্রামক তথা যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করে এবং যুদ্ধেও লিপ্ত হয়। তাদের অধিনস্ত নারী,শিশু,বৃদ্ধ, ধর্ম গুরু প্রমুখ যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, সে পরিস্থিতেতেও তারা মুসলমানদের তলোয়ার হতে নিরাপদ। এমনকি যারা অন্যের চাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয় তারাও মুসলমানদের হাত হতে নিরাপদ। হযরত ইকরামা (রা.) বলেন-বদর যুদ্ধে মহানবী (সা.) এমর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি বনী হাশিমের কেউ তোমাদের সামনে আসে, তাহলে তাদেরকে কতল করবে না। কেননা তারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধে আসেনি; বরং তাদেরকে বলপূর্বক আনা হয়েছে। -কানযুল উম্মমাল খন্ড ঃ ৫ পৃ ঃ ১৩৫।

অধিকন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে যথাসম্ভব ঐ সকল ব্যক্তিকেও রক্ষার চেষ্টা করা হতো, যাদের সম্পর্কে নবী করীম (সা.) এর নিকট তাদের সৎচরিত্র ও সদ্ব্যবহারের সংবাদ পৌঁছেছে। নিম্নের ঘটনাটি এ দাবীর পূর্ণ সাক্ষ্য বহন করে।

শব্দার্থঃ منصوبے گانٹھتے ষড়যন্ত্র করেছে। مامون নিরাপদ। تابمقدور যথাসম্ভব। ذیل নিম্নে। چڑھائی আক্রমণ। عالم سوز বিশ্ব বিধ্বংশী। امتیاز বৈশিষ্ট। تنکا ময়লা,কুটা। شہتیر বড়। نظرانداز উপেক্ষা করা, এড়িয়ে চল।
رکاوٹیں প্রতিবন্ধক। معاش জীবিকা। وسیع প্রশস্ত। آزادخیال স্বাধীনচেতা, স্বাধীনতাপ্রিয়, স্বাধীন মনোভাবের অধিকারী।

মহানবী (সা.) যে সময় মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর নিকট এক ব্যক্তি হাজির হলো এবং সে নবীজী (সা.) এর এ অভিযানকে জাহিলিয়্যাত বা অজ্ঞতার যুগের সাধারণ যুদ্ধের মতো ধারণা করে আরয করল- আপনি যদি সুন্দরী রমণী ও লাল বর্ণের শ্রেষ্ঠ উট চান, তাহলে বনী মুদাল্লাজ গোত্রের উপর আক্রমণ করুন। কেননা সেখানে এর প্রাচুর্য রয়েছে। বস্তুত এখানে যুদ্ধ ও সন্ধির উদ্দেশ্য তো ছিল ভিন্ন। তাই রাসূল (সা.) উত্তর দিলেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বনী মুদাল্লিজের উপর হামলা করতে নিষেধ করেছেন। কারণ তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। -ইহয়াউল উলুম: ইমাম গাযালী প্রণীত।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সামনে সাত জন যুদ্ধবন্দীকে পেশ করা হয়। তিনি তাদেরকে কতল করার নির্দেশ দেন এবং আমাকেই (হযরত আলী (রা.) এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেন। তখনই হযরত জিবরাঈল (আ.) গমন করে বললেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! ছয়জনের ব্যাপারে এ আদেশ বহাল রাখুন, তবে ঐ লোকটিকে মুক্তি দান করুন। হুযূর (সা.) এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেলন- লোকটি উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং দানশীল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ফের প্রশ্ন করলেন, এটা কি আপনার পক্ষ হতে বলছেন না আল্লাহর পক্ষ হতে? জিবরাঈল (আ.) বলেলন- আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ আদেশ করেছেন। -কানযুল উম্মাল পৃ ১৩৫।

ইসলামী জিহাদ তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয় জাতি সমূহের বিশ্ব বিধ্বংসী যুদ্ধ ছিলো না, যাতে কেবল নিজেদের কামনা বাসনা চরিতার্থের জন্যে নারী-পুরুষ ও অপরাধী-নিরপরাধী নির্বিচারে শহরের পর শহর নির্দয়ভাবে ধংশ করে দেয়া হয়। মরহুম কবি আকবর ইলাহাবাদী চমৎকার বলেছেন-

হচ্ছে ঘোষিত বিনাশের বাণী
ভাঙ্গিতেছে গৃহ নাশিতেছে জান,
কামান অসি পড়ছে রণাঙ্গনে
কুল্লুমান আলাইহা ফান।১.

কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, মানুষ অন্যের চোখের ময়লাতো দেখতে পায় কিন্তু নিজ চোখের বড় ময়লাটিও উপেক্ষা করে চলে।২.

টীকা.১ বিশ্বের সব কিছুই ধবংশশীল।

২.যদি ইউরোপের রক্তাক্ত ইতিহাস সামনে রাখা হয়, যা স্পেনের উত্থান-পতনের সাথে সম্পৃক্ত তাহলে সভ্যতাও সংস্কৃতির মুখোস উম্মোচন হয়ে যাবে। কেননা স্বয়ং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা ও স্বীকারোক্তি অনুযায়ী দেখা যায় যে, সেখানে নবম শতাব্দী হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোলাগুলি হত্যা, অপহরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জুলুম অত্যাচারে মুসলমানদিগকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে অগ্নিদাহ করা হয়েছে।

কবি আকবর ইলাহবাদী (রহ.) আরো বলেন-

নিজ শত দোষের পরোয়া কোন নাহি-
দোষারোপ করে কহে অন্যেরে;
প্রসারিছে ইসলাম অসি জোরে ভবে
কামান বারুদে কি প্রসারিছে তা কহেনা উত্তরে

মোটকথা, আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমনাত্মক জিহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিলো উত্তম চরিত্রের প্রসার এবং ইসলামের নিরাপত্তা ও ইসলাম প্রচারের পথে সৃষ্ট সমূহ বাধা-বিপত্তি অপনোদন করা।

এসকল ঘটনাবলীর প্রতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে যেভাবে সাধারণ ইউরোপীয় ঐহিহাসিক এবং মার্গোলিউস প্রমুখের জিহাদ সম্পর্কে ধারণা ভ্রান্ত ও অপবাদ প্রমাণিত হয়। তারা বলেন, ইসলামী জিহাদের লক্ষ্য হচেছ মানুষকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো এবং লুটপাট করে নিজেরদের জীবিকা উপার্জন করা।

এমনিভাবে ইসলামী বর্ণনা সমূহ এবং সাহাবায়ে কিরামের কর্মপদ্ধতিকে একত্রিত করলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, ইসলাম স্বীয় নিরাপত্তার লক্ষ্যে যেরূপ আত্মরক্ষা মূলক জিহাদকে ফরয করেছে, তদ্রুপ ভবিষ্যতে তার ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের পথে সকল অন্তরায় সমূহকে দূর করার লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক জিহাদকেও কিয়ামত পর্যন্ত অপরিহার্য ঘোষণা করেছে।১.

আত্মরক্ষামূলক জিহাদের উদ্দেশ্য যেরূপ জোরপূর্বক মানুষকে মুসলমান বানানো নয়, তদ্রুপ আক্রমণাত্মক জিহাদ দ্বারাও এ উদ্দেশ্য হতে পারে না। বিশেষতঃ জিহাদ চলাকালে যেখানে ইসলামের উদার নীতির বিস্তৃত আচল কাফিরদেরকে তার আশ্রয়ে নেয়া এবং কুফরীর উপর অটল থাকা সত্ত্বেও তাদের জান-মাল, সম্মান ঐরূপ সংরক্ষণের জন্য তদ্রুপ বিস্তৃত যেরূপ একজন মুসলমানের জন্য বিস্তৃত। আর এর মধ্যে আত্মরক্ষা মূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় জিহাদই সমান।

টীকা.-হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। শত শত মানুষকে গ্রেফতার করে চোখের সামনে তাদের সন্তানাদি হত্যা করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান স্বীয় ধর্ম রক্ষার্থে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। গ্রানাডার ময়দানে মুসলমানদের লিখিত অতিশয় মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্র ৮০ হাজার গ্রন্থের পান্ডুলিপির বিশাল ভান্ডার পুড়িয়ে ভস্মিভূত করা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দির রাজা ফিলীপ স্বীয় প্রশাসনিক এলাকায় আরবী ভাষার একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ করাকেও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। মুসলমানদের স্মৃতি চিহ্নি সমূহকে একের পর এক বিলীন করে ফেলেছে। সর্ববৃহত জামে মসজিদকে একাধিক গির্জায় পরিণত করা হয়েছে। হামরা ও যোহরা প্রাসাদ যা ১২ হাজার গম্বুজ বিশিষ্ট এবং সর্বদা لا اله الا الله এর ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত থাকত তাতে ক্রুশ স্থাপণ করে গির্জায় পরিণত করা হয় এবং অদ্যাবধি উক্ত অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। (উপরোক্ত বিষয়গুলি আল্লামা করদে আলী রচিত غابر الانس و حاضرها গ্রন্থ হতে চয়ন করা হয়েছে। লেখক (রহ.) গ্রন্থটিতে ইংল্যান্ডের অতীত ও বর্তমানের তুলনা মূলক আলোচনা করেছেন।

১. নবী করীম সা. এর বাণী الجهاد ماض الى يوم القيامة এর মর্মার্থ ও এটাই।

www.smfoundationbd.com

অধিকন্তু পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা, দুর্বল ও নিপীড়িতদেরকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি যেসব বস্তু জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; তাতেও উভয় প্রকার জিহাদ সমান। সুতরাং ইসলামী বর্ণনা ভান্ডারকে বিকৃত করে জিহাদের ভূমিকা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। যেমনটি আমাদের কোন কোন স্বাধীনতা প্রিয় ঐতিহাসিকগণ করেছেন। সংক্ষিপ্ত এ আলোচনার পর আমরা স্বীয় মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে যাচ্ছি।

ہجرت کے بعد جہاد وغزوات کا سلسلہ شروع ہوا جن میں سے بعض میں خود آنحضرت ﷺ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور بعض میں خاص خاص صحابہ کی سرکردگی میں لشکر روانہ فرمائے۔ مؤرخین کی اصطلاح میں پہلی قسم کے جہاد کو غزوہ اور دوسری قسم کو سریہ کہتے ہیں۔

প্রশ্ন ঃ ইসলামে কখন যুদ্ধের ধারা সূচিত হয়? এবং গাযওয়া ও সারিয়া কাকে বলে?

উত্তর ঃ হিজরতের পর জিহাদ ও গাযওয়ার ধারা সূচিত হয়। তন্মধ্য হতে কোনো কোনোটির মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন এবং কোনো কোনোটির মধ্যে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছেন। ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় প্রথম প্রকারকে গাযওয়া ও দ্বিতীয় প্রকারকে সারিয়া বলে।

غزوات کی مجموعی تعداد تئیس (۲۳) ہے جنمیں سے نو میں جنگ کی نوبت آئی باقی میں نہیں۔ اور سرایا کل تینتالیس ہیں (۴۳)۔ اور یہ عجب ہے کہ ان تمام غزوات وسرایا میں باوجود مسلمانوں کی بے سروسامانی اور قلت تعداد کے ہمیشہ فتح ونصرت انہی کا حصہ ہوتا تھا۔ البتہ صرف غزوۂ احد میں اول فتح پانیکے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی اور وہ بھی اسلئے کہ لشکر کے ایک ٹکڑے نے آنحضرت ﷺ کے امر کا خلاف کیا تھا۔

শব্দার্থঃ بنفس نفیس স্বয়ং,নিজে। سرگردگی নেতৃত্বে। قلت تعداد সল্পতা, সল্প সংখ্যা। شکست পরাজয়,পরাজিত।

প্রশ্ন ঃ গাযওয়া ও সারিয়ার মোট সংখ্যা কয়টি? এ সকল গাযওয়া ও সারিয়ার ফলাফল বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ গাযওয়ার মোট সংখ্যা তেইশটি। আর এর মধ্যে নয়টিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, অবশিষ্টগুলোতে যুদ্ধ হয়নি। সারিয়ার মোট সংখ্যা তেতাল্লিশটি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ সকল গাযওয়া ও সারিয়ার মধ্যে মুসলামানদের নিঃসম্বলতা ও সৈন্য স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজয় ও সাহায্য তাঁদেরই ভাগে থাকতো। অবশ্য শুধুমাত্র গাযওয়ায়ে উহুদে মুসলমানগণ প্রথমতঃ জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে বাহ্যিকভাবে পরাজিত হন। আর তা এজন্য যে, সৈন্যদের একটি গ্রুপ অসাবধানতা বশত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নির্দেশ মানতে হেরফের করেছিলেন।

ہم ان تمام غزاوات وسرایا کو بغرض توضیح ایک نقشہ کی صورت میں سن وار درج کرتے ہیں۔اور چونکہ غزاوات وسرایا کی تاریخ اور تعداد میں اختلافات ہیں اسلئے ہم نے اس تمام بیان میں حافظ حدیث علامہ مغلطائی کی سیرت پر اعتماد کیا ہے۔نقشہ یہ ہے:

সমস্ত গাযওয়া ও সারিয়াকে অধিকতর স্পষ্ট করার লক্ষে সক কয়টিকে সন ভিত্তিক ছক আকারে পেশ করছি। যেহেতু কোন কোন গাযওয়া ও সারিয়ার তারিখ ও সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, এজন্য আমরা ঐ সকল বর্ণনায় হাফিজে হাদীস আল্লামা মোগলতাঈ এর সীরাত গ্রন্থের সহায়তা নিয়েছি।

غزوات وسرایا

গাযওয়া ও সারিয়া সমূহ

سنہ ۱ ھ میں آنحضرت ﷺ نے دو سریئے روانہ فرمائے اول سریہ حمزہؓ اور دوسرا سریہ عبیدہؓ

প্রশ্ন ঃ প্রথম হিজরী সনে কয়টি গাযওয়া ও সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল এবং কি কি?

উত্তর ঃ প্রথম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুটি সারিয়া প্রেরণ করেছিলেন। যথা- ১। সারিয়ায়ে হামযা (রা.)। ২। সারিয়ায়ে উবাইদা (রা.)।

۲ھ میں پانچ غزوات ہوئے غزوۂ ابواء جس کو غزوۂ ودان بھی کہتے ہیں غزوۂ بواط غزوۂ بدر کبریٰ، غزوۂ بنی قینقاع، غزوۂ سویق، اور تین سریئے روانہ ہوئے، سریہ عبداللہ بن جحشؓ، سریہ عمیرؓ، سریہ سالمؓ، اس سال کے غزوات میں سب سے زیادہ اہم غزوۂ بدر ہے۔

প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় হিজরীতে কয়টি গাযওয়া ও কয়টি সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল? এবং কি কি ?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় হিজরী সনে ৫টি গাযওয়া সংঘটিত হয়েছিল। যথা-

১। গাযওয়ায়ে আবওয়া; এটাকে গাযওয়ায়ে ওয়াদ্দান ও বলা হয়।

২। গাযওয়ায়ে বুওয়াত।

৩। গাযওয়ায়ে বদর কুবরা।

৪। গাযওয়ায়ে বনী কাইনুকা ও ৫। গাওয়ায়ে সাবীক। আর সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল ৩টি। যথা- সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.), সারিয়ায়ে উমায়ের (রা.) ও সারিয়ায়ে সালেম (রা.)। এ বছর সংঘটিত সর্ব বৃহৎ গাযওয়া হলো গাযওয়ায়ে বদর।

۳ھ میں تین غزوات ہوئے

غزوۂ غطفان، غزوۂ احد، غزوۂ حمراء الاسد، اور دوسریئے روانہ ہوئے سریہ محمد بن مسلمہؓ، سریہ زید بن حارثہؓ، اس سال کے غزوات میں غزوۂ احد زیادہ اہم ہے۔

প্রশ্ন ঃ তৃতীয় হিজরীতে কয়টি গাযওয়া ও কয়টি সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল এবং কি কি?

উত্তর ঃ তৃতীয় হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল তিনটি গাযওয়া। যথা-

১। গাযওয়ায়ে গাতফান, ২। গাযওয়ায়ে উহুদ ও ৩। গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ। আর ২টি সারিয়া। যথা- ১। সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রা.) ২। সারিয়ায়ে যাইদ ইবনে হারিসা (রা.), এবছর সংঘটিত সর্ব বৃহৎ? গাযওয়া হলো গাযওয়ায়ে উহুদ।

۴ھ میں دو غزوات پیش آئے

غزوۂ بنی النضیر، غزوۂ بدر صغریٰ، اور چار سریئے بھیجے گئے سریہ ابوسلمہؓ، سریہ عبداللہ بن انیسؓ، سریہ منذرؓ، سریہ مرثد۔

প্রশ্ন ঃ চতুর্থ হিজরীতে কয়টি গাযওয়া ও কয়টি সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল এবং কি কি?

উত্তর ঃ চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল ২টি গাযওয়া। যথা- ১। গাযওয়ায়ে বনী নাযীর ও ২। গাযওয়ায়ে বদরে সুগরা। আর ৪টি সারিয়া সংঘটি হয়েছিল। যথা- ১। সারিয়ায়ে আবু সালামা (রা.), ২। সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়েস (রা.), ৩। সারিয়ায়ে মুনযির (রা.) ও ৪। সারিয়ায়ে মারসাদ (রা.)।

৫ھ میں چار غزوات واقع ہوئے جن میں خود حضرت رسالت پناہ بنفس نفیس شریک ہوئے غزوۂ ذات الرقاع، غزوۂ دومۃ الجندل، غزوۂ مریسیع، جسکو غزوۂ بنی المصطلق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوۂ خندق۔ ان میں سے غزوۂ خندق زیادہ اہم اور مشہور ہے۔

প্রশ্ন ঃ পঞ্চম হিজরীতে কয়টি গাযওয়া ও সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল এবং কি কি?

উত্তর ঃ পঞ্চম হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল ৪টি গাযওয়া-এর সব কটিতেই মহানবী (সা.) অংশ গ্রহণ করেছিলেন, ১। গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা' ২। গাযওয়ায়ে দাওমাতুল জানদাল, ৩। গাযওয়ায়ে মুরাইসী' একে গাযওয়ায়ে বনুল মুস্তালিক ও বলা হয়, ৪। গাযওয়ায়ে খন্দক। এর মধ্যে এটাই সর্বাধিক খ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ।

۶ھ میں تین غزوات پیش آئے: غزوۂ بنی لحیان، غزوۂ غابہ جسکو ذی قرد بھی کہا جاتا ہے۔ غزوۂ حدیبیہ۔ اور گیارہ سرایا روانہ کئے گئے: سریہ محمد بن مسلمہ بجانب قرطاء، سریہ عکاشہ، سریہ محمد بن مسلمہ بجانب ذی القصہ، سریہ زید بن حارثہ بجانب بنی سلیم، سریہ عبدالرحمٰن بن عوفؓ، سریہ علیؓ، سریہ زید بن حارثہ بجانب ام قرفۃ، سریہ عبداللہ بن عتیک، سریہ عبداللہ بن رواحہ، سریہ کرز بن جابر، سریہ عمرو الضمری۔ اس سال کے غزوات میں واقعہ حدیبیہ زیادہ اہم ہے۔

প্রশ্ন ঃ ষষ্ঠ হিজরী সনে কয়টি গাযওয়া ও সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল এবং কি কি?

উত্তর ঃ ষষ্ঠ সনে সংঘটিত হয়েছিল ৩টি গাযওয়া। যথা-
১। গাযওয়ায়ে বনী লাহয়ান, ২। গাযওয়ায়ে গাবা একে গাযওয়ায়ে যীকারাদও বলা হয়। ৩। গাযওয়ায়ে হুদাইবিয়া। আর ১১টি সারিয়া সংঘঠিত হয়। যথা- ১। সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা- কারতা অভিমুখে ২। সারিয়ায়ে আক্কাশা ৩। সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলাম- যিলকিসসা অভিমুখে। ৪। সারিয়ায়ে যাইদ ইবনে হারিছা- বনী সালীম অভিমুখে। ৫। সারিয়ায়ে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ৬। সারিয়ায়ে আলী। ৭। সারিয়ায়ে যায়িদ ইবনে হারিছা উম্মে করফা অভিমুখে। ৮। সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক। ৯। সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ১০। সারিয়ায়ে কুরয ইবেন জাবির ও ১১। সারিয়ায়ে আমর যমরী। এ বছরের গাযওয়াসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো 'গাযওয়ায়ে হুদাইবিয়া'।

۷ھ اس سال میں صرف ایک غزوۂ خیبر واقع ہوا جو اہم غزوات میں سے ہے۔ اور پانچ سرایا روانہ ہوئے۔ سریہ ابوبکرؓ، سریہ بشر بن سعد، سریہ غالب بن عبداللہؓ، سریہ بشیرؓ، سریہ اخرمؓ۔

প্রশ্ন ঃ সপ্তম হিজরী সনে কয়টি গাযওয়া ও সারিয়া সংঘঠিত হয়েছিল এবং কি কি?
উত্তর ঃ সপ্তম সনে কেবল গাযওয়ায়ে খাইবার সংঘটিত হয়েছিল, যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল ৫টি। যথা- ১। সারিয়ায়ে আবু বকর (রা.) । সারিয়ায়ে বিশর ইবনে সা'দ ৩। সারিয়ায়ে গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ ৪। সারিয়ায়ে বশীর ও ৫। সারিয়ায়ে আখরাম (রা.)।

۸ھ اس سال میں چار اہم غزوات پیش آئے۔ غزوۂ موتہ، فتح مکہ معظّمہ، غزوۂ حنین، غزوۂ طائف، اور دس سریا بھیجے گئے۔ سریہ غالبؓ بجانب بنی الملوح، سریہ غالب بجانب فدک، سریہ شجاعؓ، سریہ کعبؓ، سریہ عمرو بن العاص، سریہ ابوعبیدۃ بن الجراحؓ، سریہ ابوقتادہ، سریہ خالدؓ جسکو غمیصاء بھی کہا جاتا ہے۔ سریہ طفیل بن عمرو دوسی، سریہ قطبہ۔

প্রশ্ন ঃ অষ্টম হিজরীতে কয়টি গাযওয়া ও সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল এবং কি কি?

উত্তর ঃ অষ্টম হিজরী সনে গুরুত্বপূর্ণ ৪টি গাযওয়া সংঘটিত হয়েছিল। যথা- ১। গাযওয়ায়ে মূতা ২। মক্কা মুআয্যমা বিজয় ৩। গাযওয়ায়ে হুনাইন ও ৪। গাযওয়ায়ে তায়িফ। আর ১০টি সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল। যথা- ১। সারিয়ায়ে গালিব-বনী মালূহ্ অভিমুখে ২। সারিয়ায়ে গালিব-ফাদাক অভিমুখে ৩। সারিয়ায়ে শুজা (রা.) ৪। সারিয়ায়ে কা'ব (রা.) ৫। সারিয়ায়ে আমর ইবনুল আ'স (রা.) ৬। সারিয়ায়ে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.) ৭। সারিয়ায়ে আবু কাতাদাহ ৮। সারিয়ায়ে খালিদ-এর অপর নাম সারিয়ায়ে গুমাইসা ৯। সারিয়ায়ে তুফাইল ইবনে আমর দাওসী (রা.) ও ১০। সারিয়ায়ে কাতবা।

۹ھ اس سال میں صرف ایک غزوہ تبوک واقع ہوا جو اہم غزوات میں سے ہے۔ اور تین سریے روانہ کئے گئے۔ سریہ علقمہؓ، سریہ علیؓ، سریہ عکاشہؓ۔

প্রশ্ন ঃ নবম হিজরীতে কয়টি গাযওয়া ও সারিয়া সংঘঠিত হয়েছিল এবং কি কি?

উত্তর ঃ নবম হিজরী সনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়া গাযওয়ায়ে তাবুক সংঘটিত হয়েছিল। আর সারিয়া সংঘটিত হয় ৩টি। যথা- ১। সারিয়ায়ে আলকামা (রা.) ২। সারিয়ায়ে আলী (রা.) ও ৩। সারিয়ায়ে আক্কাশা (রা.)।

۱۰ھ اس سال میں صرف دو سریے روانہ کئے گئے۔ سریہ خالد بن الولیدؓ بجانب نجران اور سریہ علیؓ بجانب یمن۔ اور اسی سال حجۃ الوداع ہوا۔

প্রশ্ন ঃ দশম হিজরীতে কয়টি সারিয়া সংঘঠিত হয়েছিল এবং কি কি?

উত্তর ঃ দশম হিজরী সনে কেবল ২টি সারিয়া সংঘঠিত হয়েছিল যথা- ১। সারিয়ায়ে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ- নাজরান অভিমুখে ও ২। সারিয়ায়ে আলী-ইয়ামান অভিমুখে এ বছরই হজ্জাতুল বিদা বা নবীজী (সা.) এর শেষ হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

۱۱ھ اس سال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سریہ کی روانگی کا حکم فرمایا تھا جو آپ کی وفات کے بعد روانہ ہو سکا۔

প্রশ্ন ঃ এগার তম হিজরীতে কয়টি গাযওয়া বা সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল এবং কি কি?

উত্তরঃ এগার তম হিজরী সনে নবী করীম (সা.) হযরত উসামা (রা.) এর নেতৃত্বে ১টি সারিয়া প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তা আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের পরে সম্পন্ন হয়েছিল।

کل غزوات ۲۳، سریا ۴۳ ہوا

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محدثین اور مؤرخین اسلام کی اصطلاح میں غزوہ اور سریہ کا اطلاق کچھ ایسا عام ہے کہ ذرا ذرا سے معمولی واقعات کو بھی غزوہ اور سریہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اگر ایک یا دو آدمی کسی مجرم کی گرفتاری کیلئے گئے تو مؤرخین اسکو بھی سریہ کہتے ہیں، چند آدمی کسی معمولی قبیلہ کی اصلاح یا انکے حالات کی خبر لینے کو گئے ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔

اسی طرح غزوہ کے مفہوم میں مؤرخین کی اصطلاح میں نہایت توسیع ہے اور یہی وجہ ہے کہ غزوات یا سرایا کی مجموعی تعداد مذکور الصدر بیان کے مطابق چھیاسٹھ تک پہنچتی ہے۔ ورنہ ہمارے عرف میں جہاد اور غزوہ جس اہم جنگ کو سمجھا جاتا ہے وہ ان تمام واقعات میں صرف چند ہیں جنکو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

প্রশ্ন ঃ মুহাদ্দিসীন ও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় গাযওয়া ও সারিয়া শব্দের ব্যাপক অর্থ কি এবং সে অর্থে গাযওয়া ও সারিয়ার মোট সংখ্যা কয়টি হয়?

উত্তর ঃ এখানে একটি বিষয় স্মরণীয় যে, মুহাদ্দিসীন ও ইসলামের ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় গাযওয়া ও সারিয়া শব্দের ব্যবহার এমন

শব্দার্থ ঃ اطلاق ব্যবহার, প্রয়োগ। عام ব্যাপক। معمولی সামন্য, নগন্য। موسوم অবহিত। مجرم দোষী,আসামী। عرف পরিভাষায়।

www.smfoundationbd.com

ব্যাপক অর্থে হয়ে থাকে যে, সামান্য সামান্য ঘটনাকেও তাঁরা গাযওয়া বা সারিয়া নামে অভিহিত করে থাকেন। কোথাও কোন আসামীকে পাকড়াও করার জন্য দু'একজন মানুষ প্রেরিত হলেও ঐতিহাসিকগণ ঐটাকে সারিয়া আখ্যায়িত করেছেন। এভাবে কোথাও কোন গোত্রের ঝগড়া-বিবাদ সমাধান বা তাদের কর্মধারা সংশোধন করার অথবা তাদের অবস্থার তথ্য তালাশের জন্য গেলেও তাকে সারিয়া অভিহিত করেছেন। এমনিভাবে গাযওয়া শব্দের ব্যবহারে ও ঐতিহাসিকগণের নিকট অত্যন্ত ব্যাপকতা রয়েছে। আর এ কারণেই গাযওয়া ও সারিয়ার সর্বমোট সংখ্যা উপরোক্ত বর্ণনা মোতাবেক ৬৬টি পর্যন্ত পৌঁছে। অন্যথায় আমাদের পরিভাষায় জিহাদ বা যুদ্ধ দ্বারা যে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বা সংঘর্ষ বুঝায় ঐ সকল ঘটনার মধ্যে তা নিতান্তই কম। সেগুলো সামান্য বিশ্লেষণ সহ পাঠক সমীপে পেশ করা হচ্ছে।

اہم غزوات وسرایا اور واقعات متفرقہ

গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়া, সারিয়া এবং বিবিধ ঘটনা

پہلا سریہ امارت حمزہؓ

প্রথম সারিয়া হযরত হামযা (রা.) এর নেতৃত্বে

ہجرت سے سات مہینے کے بعد ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم ﷺ نے حضرت حمزہؓ کو تیس مہاجرین پر امیر لشکر بنا کر ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور قریش کے ایک قافلہ کی طرف روانہ کیا۔ لیکن جب یہ حضرات دریا کے کنارہ پر پہنچے اور باہمی مقابلہ ہوا تو مجدی بن عمرو جہنی نے درمیان میں پڑ کر جنگ کو روک دیا۔

প্রশ্ন ঃ প্রথম সারিয়া তথা হযরত হামযা (রা.) এর নেতৃত্বে পরিচালিত সারিয়ার বিবরণ দাও?

উত্তর ঃ হিজরতের সপ্তম মাসে১. রামাযানুল মুবারকে নবী করীম (সা.) হযরত হামযা (রা.) কে ত্রিশজন মুহাজির সৈন্যের সেনাপতি বানিয়ে তাঁর হস্তে সাদা রঙের একটি পতাকা দান করনে এবং কুরাইশদের এক কাফেলা অভিমুখে রওয়ানা করেন। তারা যখন নদীর তীরে পৌঁছলেন এবং পরস্পরে সংঘর্ষ হলো। এরপর মাজদী ইবনে উমর জুহানী মধ্যস্ততা করে যুদ্ধ বন্ধ করে দেন।

টীকা.১ সীরাতে মোগলতাঈ ৪০ পৃঃ। কোন কোন বর্ণনামতে দ্বিতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে এ সারিয়া প্রেরীত হয়েছিল। আবার কোন কোন বর্ণনা মতে গাযওয়ায়ে আব্ওয়ার পরে প্রেরীত হয়েছিল।

سریہ عبیدہ بن الحارثؓ اور اسلام میں تیر اندازی کا آغاز

সারিয়ায়ে উবাইদা ইবনে হারিছ (রা.) এবং ইসলামে তীর নিক্ষেপের সূচনা

پھر شوال ۱ھ میں حضرت عبیدۃ بن الحارث کو ساٹھ آدمیوں پر امیر بنا کر بطن رابغ کی طرف ابوسفیان کے مقابلہ کیلئے روانہ فرمایا۔ اسی جہاد میں اول تیر سعد بن ابی وقاصؓ کفار پر پھینکا۔ اور یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلام میں کفار پر چلایا گیا۔

প্রশ্ন ঃ ইসলামে তীর নিক্ষেপের সূচনা কোন্ যুদ্ধে হয়? সে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ প্রথম হিজরী সনের শাউয়াল মাসে হযরত উবাইদা ইবনে হারিছ (রা.) কে ৬০ জন সৈন্যের সেনাপতি বানিয়ে বাতনে রাগেব অভিমুখে আবু সুফিয়ানের সাথে মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধেই সর্ব প্রথম হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) কাফিরদের প্রতি প্রথম তীর নিক্ষেপ করেন। এটাই কাফিরদের প্রতি নিক্ষিপ্ত সর্বপ্রথম তীর।

۲ھ تحویل قبلہ، غزوۂ بدر، سریہ عبداللہ بن جحشؓ

দ্বিতীয় হিজরীঃ কেবলা পরিবর্তন, বদর যুদ্ধ ও সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)

اس سال سے اسلام کی زندگی میں ایک عظیم الشان تغیر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ آنحضرت ﷺ کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ (بیت اللہ شریف) کو قرار دیا جاتا ہے جو دنیا کا پہلا گھر ہے اور جسے لوگوں کو یکجہتی کے ساتھ خدا کی عبادت پر مجتمع کرنے کیلئے مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔

প্রশ্ন ঃ কেবলা পরিবর্তন কোন্ সালে হয়?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় হিজরী সনে ইসলামের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। নবী করীম (সা.) এর লালিত আকাংখা অনুযায়ী বাইতুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা শরীফকে মুসলমানদের কেবলা নির্ধারণ করা হয়। এটাই পৃথিবীর বুকে নির্মিত সর্বপ্রথম ঘর ও মসজিদ। সমস্ত বিশ্ববাসীকে একই দিকে ফিরে আল্লাহর উপসনার জন্যে সমবেত করার লক্ষ্যে এটাকে কেন্দ্র বিন্দু বানানো হয়।

www.smfoundationbd.com

سریہ عبداللہ بن جحشؓ اور اسلام میں پہلی غنیمت:

সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) ও ইসলামের সর্বপ্রথম গনীমত

اسی سال میں آنحضرت ﷺ نے بارہ مہاجرین پر حضرت عبداللہ بن جحشؓ کو امیر بنا کر ماہ رجب میں مقام نخلہ پر ایک قریشی قافلہ کیلئے روانہ فرمایا جس روز قافلہ سامنے آیا تو اتفاقاً ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اور رجب ان مہینوں میں سے ہے جن میں ابتداء اسلام میں قتل وقتال حرام تھا۔ لیکن حضرات صحابہ اس تاریخ کو جمادی الثانیہ کی تیسویں تاریخ سمجھ رہے تھے جیسا کہ لباب النقول اور بیضاوی میں ابن جریر اور طبرانی وبیہقی سے نقل کیا ہے اسلئے مشورہ کے بعد یہی قرار پایا کہ مقابلہ کرنا چاہئے۔ بالآخر مقابلہ ہوا تو رئیس قافلہ مارا گیا اور دو آدمی گرفتار ہوئے باقی بھاگ گئے اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جو امیر سریہ نے شرکاء جہاد میں تقسیم کر دیا اور پانچواں حصہ بیت المال کیلئے نکال رکھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کل مال غنیمت لیکر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام یعنی رجب میں مقاتلہ کا حکم نہ دیا تھا۔ بالآخر مال غنیمت آپ نے غزوۂ بدر سے فارغ ہونے کے بعد اسکے مال غنیمت کے ساتھ تقسیم کیا۔

اس واقعہ سے عرب میں یہ چرچا ہوا کہ آپ ﷺ نے اشہر حرام میں قتل و قتال کو جائز کر دیا۔ اس وقت آیت کریمہ یسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ان کے جواب کیلئے نازل ہوئی۔

প্রশ্ন ঃ সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) সম্পর্কে যা জান লিখ?

উত্তর ঃ এই বছরই (দ্বিতীয় হিজরীর) রজব মাসে মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) এর নেতৃত্বে ১২জন মুহাজির সৈন্যকে নাখলা নামক স্থানে কুরাইশী এক কাফেলার মুকাবিলার জন্যে প্রেরণ করেন।

উভয় দল সেদিন মুখোমুখি হলো। ঘটনাক্রমে দিনটি ছিল রজব মাসের প্রথম তারিখ। রজব হলো ঐ সব মাসের একটি, যেসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা ইসলামের সূচনালগ্নে হারাম ছিল। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা.) উক্ত তারিখটিকে জুমাদাল উখরার ত্রিশতম তারিখ মনে করছিলেন।- যেমন লবাবুন নুকুল ও বাইযাভীতে ইবনে জারীর তাবারী ও বায়হাকীর সনদ সূত্রে বর্ণিত।

এ জন্য পরামর্শক্রমে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হলো। পরিশেষে শুরু হলো যুদ্ধ। কাফেলার সরদার এতে নিহত হলো এবং বন্দী হলো দুজন। বাকীরা পালিয়ে গেলো। প্রচুর গনীমতের মাল মুসলমানদের হাতে আসল, যা সারিয়ার আমীর জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং পঞ্চমাংশ বাইতুল মালের জন্যে রেখে দিলেন। কোন কোন বর্ণনা মতে গণীমতের সমস্ত মাল রাসূল (সা.) এর দরবারে হাজির করেন। রাসূল (সা.) তাদেরকে বললেন-আমি তোমাদেরকে তো যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসে তথা রজব মাসে যুদ্ধে লিপ্ত হতে নির্দেশ দেইনি।

অবশেষে বদর যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল (সা.) উক্ত গনীমতের মাল বন্টন করে দেন। এ ঘটনায় আরবের মধ্যে রটে গেলো যে, নবী করীম (সা.) নিষিদ্ধ ঘোষিত মাস সমূহে যুদ্ধ বিগ্রহ ও হত্যা কান্ড জায়িয করে দিয়েছেন। এ সময় তাদের জবাবে يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه الخ অবতীর্ণ হয়।

غزوۂ بدر

বদর যুদ্ধ

مدینہ منورہ سے تقریباً (۸۰) اسی میل کے فاصلہ پر ایک کنوئیں کا نام بدر ہے اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد اسی سرزمین پر واقع ہوا ہے۔

প্রশ্ন ঃ বদর কি? তা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর ঃ পবিত্র মদীনা হতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি কুপের নাম বদর। ঐ নামে তৎসংলগ্ন একটি গ্রাম অবস্থিত আছে। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিখ্যাত জিহাদটি এ বদর এ স্থানেই সংঘটিত হয়েছিল।

جس کا واقعہ بالاختصار یہ ہے

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই

قریش کا مایۂ ناز اور ان کی تمام تر شوکت وقوت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی اسلئے سیاسی اصول کے موافق ضرورت تھی کہ انکی شوکت توڑنے کیلئے اسکا سلسلہ بند کیا جائے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آرہا تھا۔ نبی کریم ﷺ کو اسکی اطلاع ہوئی تو ۱۲ رمضان المبارک ۲ ھ کو تین سو چودہ صحابہ مہاجرین وانصار کو ساتھ لیکر مقابلہ کیلئے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ روحاء میں پہنچکر ڈیرہ ڈالدیا (روحاء مدینہ کی جنوبی جانب میں چالیس میل کے فال صلہ پر ایک مقام ہے) ادھر قریشی قافلہ کے سردار کو اسکی اطلاع ہوگئی اسلئے وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے کنارے قافلہ کو لے چلا اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش اپنی پوری قوت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچے اور اپنے تجارتی قافلہ کی حفاظت کریں۔ قریش پہلے ہی سے مسلمانوں کے استیصال کے منصوبے گانٹھ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً نوسو پچاس (۹۵۰) نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر جن میں سو (۱۰۰) گھوڑے کے سوار اور سات سو (۷۰۰) اونٹ تھے آپکے مقابلہ کیلئے روانہ ہوگیا۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور متمول لوگ سب کے سب شریک تھے۔

প্রশ্ন ঃ বদর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ বদর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনা নিম্নরূপ-

কুরাইশদের গর্ব-অহংকার ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মুল ভিত্তি ছিল সিরিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের লভ্যাংশ। এ জন্যে রাজনৈতিক ধারা অনুযায়ী অপরিহার্য ছিল তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে নির্মূল করার জন্যে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ধারাকে বন্ধ করে দেয়া।

একবার কুরাইশদের বিশাল এক বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করছিল। নবী করীম (সা.) সে বিষয়ে অবগত হলেন। দ্বিতীয়

হিজরী সনের ১২ রমযানুল মুবারকে ৩১৪ জন আনসার ও মুহাজির সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদেরকে বাধা প্রদানের জন্যে স্বয়ং যাত্রা করলেন। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করলেন। (রাওহা হলো মদীনার দক্ষিণে ৪০মাইল দুরে একটি জায়গা) ওদিকে কুরাইশ কাফেলার সরদারের নিকট উক্ত বিষয়ের সংবাদ পৌঁছল। সুতরাং সে তার কাফেলা নিয়ে এ রাস্তা ত্যাগ করে নদীর উপকুল দিয়ে চলতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে একজন অশ্বারোহীকে মক্কায় প্রেরণ করলো, যাতে কুরাইশরা সর্বশক্তি নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং স্বীয় বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষা করে। কুরাইশরা প্রথম থেকেই মুসলমানদেরকে সমূলে ধবংস করার পরিকল্পনা করতেছিল। এ সংবাদ মক্কায় পৌঁছা মাত্র ৯৫০ জন বীরের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের মুকাবিলার জন্য রওয়ানা হলো। এদের মধ্যে ১০০ শত জন ছিলো অশ্বারোহী এবং ৭০০ শত ছিলো উট। এ বাহিনীতে কুরাইশদের বড় বড় বীর যোদ্ধা এবং বিত্তশীল সকলে শরীক ছিলো।

صحابہؓ کی جانثاری

সাহাবায়ে কেরামের আত্মোৎসর্গ

رسول اللہ ﷺ کو جب اسکی اطلاع پہنچی تو آپ ﷺ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صدیق اکبرؓ اور دوسرے صحابہ نے اپنی جان ومال کو پیش کردیا، عمیر بن وقاصؓ اسوقت کم عمر تھے اسلئے آنحضرت ﷺ نے انکو شرکت جہاد سے روک دیا تو وہ رونے لگے۔ اس پر آپنے اجازت عطا فرمائی اور وہ بھی شریک جہاد ہوئے۔

(کنزل العمال جلد ا ص ۲۷۰)

انصار میں سے قبیلۂ خزرج کے سردار سعد بن عبادہؓ نے اٹھکر کہا کہ خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں، (صحیح مسلم)۔اور بخاری کی روایت میں ہے کہ مقدادؓ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ ہم آپکے داہنے بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے یہ سنکر آپ بہت مسرور ہوئے۔آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔

প্রশ্ন ঃ বদর যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ কর।

উত্তর ঃ সাহাবায়ে কিরামের আত্মোৎসর্গ ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাহবায়ে কিরাম (রা.) এর সাথে পরামর্শ করলেন। সিদ্দীকে আকবর (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীগণ স্বীয় জান-মাল পেশ করলেন। উমাইর ইবনে ওয়াক্কাস (রা.) সে সময় স্বল্প বয়সী ছিলেন। এজন্যে আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁকে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন। এতে তিনি মনক্ষুন্ন হয়ে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে রাসূল (সা.) তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি জিহাদে অংশ নিলেন। -কানযুল উম্মাল: ১খঃ ২৭০ পৃঃ।

আনসারদের মধ্য হতে হযরত সা'দ ইবনে উ'বাদা (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ আপনি যদি নির্দেশ দেন, তাহলে আমরা উত্তাল সাগর বক্ষে ঝাপ দিতে দ্বিধাবোধ করব না। -সহীহ মুসলিম। বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে- হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার ডানে-বায়ে অগ্রে-পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করব। এ সব শুনে আল্লাহর রাসূল (সা.) খুব সন্তুষ্ট হলেন। সকলকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

بدر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابوسفیان تو اپنے قافلہ تجارت کو لیکر نکل گیا ہے اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارہ پر پڑا ہے۔ اور قافلہ کے نکل جانے کے بعد بھی ابوجہل نے لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ جنگ کو ملتوی نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کا لشکر یہ سنکر آگے بڑھا۔ لیکن قریش پہلے پہنچکر ایسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کیلئے بہتر تھی۔ پانی کے مواقع بھی سب اسی طرف تھے۔ مسلمان پہنچے تو ایسی ریتلی زمین انکے حصہ میں آئی کہ اس میں چلنا دشوار ہونیکے علاوہ پانی کا نام نہیں۔

প্রশ্ন ঃ মুসলিম বাহিনী বদরের নিকটবর্তী হয়ে কি জানতে পায়? এবং বদরে মুসলমান ও কাফির উভয় বাহিনীর অবস্থান স্থল কেমন ছিল?

উত্তর ঃ বদরের নিকট পৌঁছে জানা গেলো আবু সুফিয়ান স্বীয় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে বের হয়ে গেছে। এবং কুরাইশের এক বিশাল বাহিনী উক্ত ময়দানের অপর পার্শ্বে অবস্থান নিয়েছে। কাফেলা বিপদমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আবু জাহেল পরামর্শ দিয়েছিলো যে, কোনক্রমেই যেন যুদ্ধকে মুলতবি

শব্দার্থ ঃ قابض দখলকারী,অবস্থান। جنگی محاذ যুদ্ধ পরিচালনা। ریتلی বালুকাময়।

করা না হয়। মুসলিম বাহিনী এ শুনে সামনে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কুরাইশ বাহিনী পূর্বেই ময়দানে পৌঁছে এমন স্থানে অবস্থান নিয়েছিল, যা যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে বিশেষ উপযোগী। পানির স্থান সব ওদিকেই ছিল। মুসলমানগণ ময়দানে পৌঁছলে তাঁদের ভাগে এমন বালুকাময় জায়গা পড়লো যার মধ্যে চলাফেরা করাই দুস্কর। উপরন্ত পানিরও কোন ব্যবস্থা নেই।

غیبی امداد

গাইবী সাহায্য

لیکن خداوند عالم فتح ونصرت کا وعدہ فرمایا چکا تھا۔ایسے ہی اسباب مہیہا فرمادئے کہ اسی وقت بارش ہوئی جس سے زمین کا ریت جم گیا تمام لشکر نے سیراب ہوکر پانی پیا اور پلایا اور اپنے برتن سب بھر لئے۔اور زمین میں باقی ماندہ پانی کو حوض بنا کر روکدیا گیا۔ ادھر اسی بارش نے کفار کی زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کردیا کہ چلنا مشکل ہوگیا۔جب دونوں لشکر آمنے سامنے آگئے تو نبی کریم ﷺ صفوف قتال کو درست کرنے کیلئے خود کھڑے ہوئے چنانچہ یہ خدائی لشکر ایک مستحکم دیوار کی صورت بنکر کھڑا ہوگیا۔

প্রশ্ন ঃ বদর প্রান্তরে মুসলমানদের প্রতিকুল অবস্থান স্থল কিভাবে অনুকুল হলো?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মুসলমানদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাই তিনি এমন উপায় সৃষ্টি করেদিলেন যে, তখনই বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তাতে বালুকাময় জমিন শক্ত হয়ে গেলো। পুরা বাহিনী তৃপ্তিসহকারে পানি পান করলে,পানির পাত্রসমূহ পরিপূর্ণ করে নিলেন। এবং অবশিষ্ট পানি চৌবাচ্ছা বানিয়ে আটকিয়ে রাখলেন। অপর দিকে বৃষ্টির পানিতে কাফিরদের জমীনে এমন কাঁদা সৃষ্টি করল যে, তাতে চলা ফেরা করাই বেশ কষ্টকর হয়ে গেলো। উভয় বাহিনী যখন সামনা সামনি অবস্থান নিল। তখন নবী করীম (সা.) যুদ্ধের কাতার ঠিক করার জন্যে স্বয়ং উঠে দাঁড়ালেন। আল্লাহর এ বাহিনী এক সুদৃঢ় প্রাচীরর ন্যায় দাঁড়িয়ে গেলেন।

مسلمانوں کا ایفائے وعدہ

মুসলমানদের অঙ্গীকার পূরণ

اس وقت جبکہ تین سو بے سروسامان آدمیوں کا مقابلہ ایک ہزار باشوکت جوانوں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس وقت انکی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگا۔ لیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے۔ عین میدان کار زار میں حضرت حذیفہؓ اور ابوحسلؓ دو صحابی شرکت جہاد کیلئے پہنچتے ہیں مگر آکر اپنے راستہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں راستہ میں کفار نے روکا کہ تم محمد ﷺ کی امداد کو جارہے ہو۔ ہم نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کرلیا جب آپکو اس وعدہ کا علم ہوا تو دونوں کو شریک جہاد ہونے سے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ وفا کرینگے ہمیں اللہ کی امداد کافی ہے اور بس (صحیح مسلم)۔

প্রশ্ন ঃ বদর যুদ্ধ চলাকালে মুসলিম বীর সেনানী হযরত হুযাইফা (রা.) এ আবু হাসাল (রা.) এর কাফিরদের সঙ্গে কৃত ওয়াদা পালনের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মুসলমানদের অঙ্গীকার পালন-

তিনশো তেরজন নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল মানুষের মুকাবিলা যখন এক হাজার সুসজ্জিত শক্তিশালী যোদ্ধার সাথে। স্পষ্টতই তখন যদি একজন মানুষও তাদের সহায়তার জন্য উপস্থিত হয়, তাহলে তা কতইনা সৌভাগ্যের বিষয় মনে হবে। কিন্তু ইসলামে অঙ্গীকার পালন এসব কিছুর উর্ধ্বে। প্রচন্ড যুদ্ধ চলা কালে হযরত হুযাইফা (রা.) ও আবু হাসাল (রা.) দুজন সাহাবী যুদ্ধে অংশ গ্রহণের নিমিত্তে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তারা মহানবী (সা.) কে জানালেন যে, পথিমধ্যে কতিপয় কাফির আমাদের গতিরোধ করে বললো- তোমরা বুঝি মুহাম্মাদ (সা.) এর সহায়তার উদ্দেশ্যে যাচ্ছ? আমরা তা অস্বীকার করলাম এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার অঙ্গীকার করলাম। রাসূল (সা.) যখন অঙ্গীকারের কথা জানতে পারলেন, তাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন এবং ইরশাদ করলেন- আমরা সর্বাবস্থায় অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আল্লাহর সাহায্যই আমাদের জন্যে যথেষ্ঠ। -সহীহ মুসলিম।

العرض صفیں درست ہو گئیں تو پہلے قریش کے تین بہادر نکلے۔ مسلمانوں میں سے حضرت علیؓ اور حمزہؓ بن عبد المطلب اور عبیدہؓ بن الحارث نے ان کا مقابلہ کیا۔ تینوں کافر قتل ہو گئے، مسلمانوں میں سے صرف عبیدہؓ زخمی ہوئے حضرت علیؓ نے ان کو کندھے پر اٹھا کر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپنے اپنے پائے مبارک سے تکیہ لگا کر انکو لٹایا اور انکے چہرہ کا غبار خود دست مبارک سے صاف فرمایا۔

؎ دامن سے وہ پوچھتا ہے آنسو رونے کا کچھ آج ہی مزا ہے

عبیدہؓ نے دم توڑتے ہوئے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اب تو عبیدہ مسرت سے کہنے لگے کہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انھیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ جب عبیدہ کی وفات ہو گئی تو خود سرور کائنات ﷺ انکی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے دفن کیا۔ یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ میں صرف عبیدہؓ کا حصہ تھا۔ (کنز) ؎

بچہ ناز رفتہ باشد نہ جہاں نیاز مندی ☆ کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسیدہ باشی

প্রশ্ন ঃ সর্বপ্রথম কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্য হতে কে কে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয় এবং তার ফলাফল কি ছিল?

উত্তর ঃ মোটকথা, যুদ্ধের কাতার ঠিক হয়ে গেলো। প্রথমে কুরাইশ পক্ষের তিন বীর যোদ্ধা অগ্রসর হলো। মুসলামানদের মধ্য হতে হযরত আলী (রা.) হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা.) এবং উবাইদা ইবনে হারিস (রা.) তাদের মুকাবিলা করলেন। তিনজন কাফিরই নিহত হলো।

মুসলমানদের মধ্যে কেবল উবাইদা (রা.) আহত হলেন। হযরত আলী (রা.) তাঁকে কাঁধে উঠিয়ে নবীজী (সা.) এর দরবারে নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে স্বীয় কদম মুবারকের উপর মাথা রেখে শুইয়ে দিলেন এবং তাঁর চেহারার ধূলা-বালু স্বহস্তে মুছে দিলেন।

دامن سے وہ پوچھتا ہے آنسو ☆ رونے کا کچھ آج ہے مزا ہے۔

স্বীয় আঁচলে প্রেমাস্পদে মোর মুছিতেছে নয়ন আঁসু-
রোদনে কি যে স্বাদ লভিতেছি হায়! বলিবার নাহী মোর কিছু।

উবাইদা (রা.) শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে ব্যাকুল চিত্তে বললেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তবে শাহাদতের মর্যাদা হতে বঞ্চিত থাকব? রাসূল (সা.) বলেলন- না। বরং তুমি শহীদ এবং এ ব্যাপারে আমি সাক্ষী। একথা শুনে হযরত উবাইদা (রা.) পরম আনন্দে উল্লাসিত হয়ে বললেন-আজ যদি আবু তালিব জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হতেন যে, আমিই তার কবিতার যোগ্যতম অধিকারী।১. হযরত আবু উবাইদার ইন্তিকাল হলে মহানবী (সা.) স্বয়ং তাঁর কবরে অবতরণ করেন এবং স্বহস্তে তাঁকে দাফন করেন। সাহাবীগণের এ অনন্য বিশেষত্ব কেবল উবাইদা (রা.) এর ভাগ্যেই জুটে ছিল।

"بچہ ناز رفتہ باشد نہ جہاں نیاز مندی ☆ کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسیدہ باشی۔

স্বগৌরবে পরম হরষে ছাড়ছে জগত তারা
প্রিয়ের চরণে যে সপিবারে রাখিতে পারিছে মাথা"।

صحابہ کا حیرت انگیز ایثار و جانبازی

সাহাবায়ে কেরামের বিস্ময়কর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব

اسوقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لخت جگر تلوار کی زد میں ہے مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا کہ۔

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد ☆ فدائے یک تن بیگانہ کاشنا باشد

টীকা.১ নবী করীম (সা.) এর চাচা আবু তালিব যিনি সর্বদা রাসূল (সা.) এর সহায়তায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন; তিনি স্বীয় সহায়তার আবেগকে নিম্নে বর্ণিত কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

كذبتم وبيت الله نبرى مخمدا ☆ ولما لظا عن دونه ونناضل
ونسلمه حتي نصرع حوله ☆ ونذهل عن ابنائنا والحلائل

অর্থ- বাইতুল্লাহ শপথ করে বলছি- তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, আমরা মুহাম্মাদ (সা.) কে যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই মৃত্তিকাতলে সমাহিত করব। অথবা তাকে শত্রুর হাতে সমার্পণ করব। যে পর্যন্ত না আমাদের লাশ তাঁর চতুরপার্শ্বে পড়ে থাকবে। আর আমরা স্বীয় সন্তানাদি ও স্ত্রীদিগকে ভুলে যাব। {কান্য ৫ম খন্ড ২৭২ পৃৎ}

چنانچہ جب صدیق اکبرؓ کے بیٹے (جو ابتک کافر تھے) میدان میں آئے تو حضرت صدیقؓ کی تلوار انکی طرف بڑھی۔ عتبہ سامنے آیا تو اسکے فرزند حضرت حذیفہؓ تلوار کھینچکر نکلے۔ حضرت عمرؓ کا ماموں میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے خود اسکا فیصلہ کیا (سیرت ابن ہشام)

اسکے بعد گھمسان لڑائی شروع ہوگئی۔ ادھر میدان کا رزار گرم تھا ادھر سید المرسلین ﷺ سجدے میں پڑے ہوئے نصرت کی دعاء مانگ رہے تھے۔ بالآخر غیبی بشارت نے آپ کو مطمئن فرمادیا۔

প্রশ্ন ঃ বদরের তুমুল যুদ্ধ চলাকালে আপন আত্বীয়-স্বজনকে নিজ তলোয়ার সামনে পেয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কেমন আত্মত্যাগ ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন?

উত্তর ঃ সাহাবায়ে কিরামে (র.) এর **বিস্ময়কর** আত্মত্যাগ ও বীরত্ব ঃ

উভয় পক্ষ যখন তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলো, তখন এমনো দেখা গিয়েছিল যে, অনেকের নিজ স্নেহভাজন কলিজার টুকরা তারই তলোয়ারের নীচে এসে ধরাশায়ী হয়েছে। বস্তুতঃ এ হিযবুল্লার (আল্লাহর দলের) বিশ্বাস ও আকীদা হলো।

ہزار خویش بیگانہ از خدا باشد۔ فدائے یک تن بیگانہ کاشنا باشد

শত-সহস্র আত্মীয় মোর যারা খোদা হতে দূরে-
উৎসর্গ সব, তার তরে যে প্রভুকে মোর সস্মরে।

যখন সিদ্দীকে আকবার (রা.) এর পুত্র (তখনো তিনি মুসলমান হননি) যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হলেন, তখন স্বয়ং সিদ্দীকে আকবার (রা.) এর তলোয়ার তাঁর দিকে ধাবিত হয়েছিল। উতবা যখন সামনে বাড়ল, তখন তার স্নেহাস্পদ সন্তান হযরত হুযাইফা (রা.) তলোয়ার কোষমুক্ত করে বের হলেন। হযরত উমর (রা.) এর মামা যখন রণাঙ্গনে নামল, হযরত ফারূকে আযম (রা.) এর তলোয়ার তার জীবন সাঙ্গ করে দিল। -সীরাতে ইবনে হিশাম ও ইস্তিআ'ব, ইবনে আব্দুল বার রচিত।

তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো, একদিকে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলো অপরদিকে সায়্যিদুল মুরসালীন (সা.) সিজদায় পড়ে খোদায়ী সাহায্য কামনায় রত হলেন, তখনই সাহায্য তাঁকে আশ্বস্থ করলো।

ابوجہل کی ہلاکت

আবু জাহেলের পতন হলো

چونکہ ابوجہل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب میں مشہور تھی اسلئے انصار میں سے حضرت معوذؓ اور معاذؓ دو بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ جب ابوجہل کو دیکھیں گے تو یا اسے ماردیں گے یا خود مرجائیں گے۔ اس موقعہ پر یہ دونوں بھائی اپنا عہد پورا کرنے کیلئے نکلے مگر ابوجہل کو پہنچانتے نہ تھے اسلئے عبدالرحمٰن بن عوف سے پوچھا کہ ابوجہل کونسا ہے۔ انہوں نے اشارہ سے بتلایا۔ بتلانا تھا کہ دونوں باز کی طرح اسپر ٹوٹ پڑے۔ ابوجہل اسی وقت خاک وخون میں تھا۔ ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے (جو بعد میں مسلمان ہوئے) پیچھے سے آکر معاذؓ کے شانہ پر تلوار ماری جس سے شانہ کٹ گیا مگر ایک تسمہ باقی رہ گیا۔ معاذؓ نے عکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گئے۔ پھر معاذ اسی حالت میں مصروف جہاد ہوگئے لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف ہوئی تھی اسلئے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ وہ تسمہ بھی الگ ہوگیا اور پھر مصروف جہاد ہوگئے۔ سبحان اللہ! (سیرت حلبیہ ص ۵۵۳ ج ۱)

প্রশ্ন ঃ আবু জাহেলের নিহত হওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ যেহেতু আবু জাহেলের শত্রুতা ও ইসলামের প্রতি দুশমনি সকলের মাঝে প্রসিদ্ধ; এজন্যে আনসারদের মধ্য হতে হযরত মুআওয়াজ ও হযরত মুআয (রা.) দু'সহোদর পণ করলেন- আবু জাহেলকে দেখামাত্র হয়তো তার প্রাণ নিবেন না হয় নিজেরা প্রাণ দিবেন। যুদ্ধের এ সুযোগে তাঁরা অঙ্গীকার পালনার্থে বের হলেন। কিন্তু তাঁরা আবু জাহেলকে চিনতো না। এজন্যে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন- আবু জাহেল কে? তিনি ইশারায় তাকে দেখিয়ে দিলেন। শুধু ইশারা করা মাত্র বাজ পাখির ন্যায় উভয় ভ্রাতা তার উপর ঝাপিয়ে পড়লেন।

শব্দার্থ ঃ شرارت ঔদ্ধত্য, দুষ্টামী। ٹوٹ پڑے ভেঙ্গে প্রড়েছে, আক্রমণ করেছে। شانہ বাহু। تسمہ হাত, চামড়ার লম্বা টুকরা। مصروف লিপ্ত নিমগ্ন।

আবু জাহেল তখন রক্ত-মাটিতে ছটফট করছে। এমন সময় তার পুত্র ইকরামা (যিনি তখনো মুসলমান হননি) পিছন দিক হতে এসে মুআয (রা.) এর কাঁধের উপর আঘাত করলে তাঁর হাত কেটে গেলো। তবে সামান্য চামড়ার সাথে বাহু ঝুলতে লাগলো। এর পর মু'আয (রা.) ইকরামাকে ধাওয়া করলে তিনি পালিয়ে গেলেন। মু'আয (রা.) এ অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন, কর্তিত বাহু ঝুলাতে সমস্যা হচ্ছিল বিধায় বাহুটি পায়ের নীচে রেখে স্বজোরে টান দিলেন। এতে চামড়া ছিড়ে হাতটি দেহ হতে বিছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর উক্ত অবস্থায় আবার যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। সুবহানাল্লাহ! -সীরাতে হালবীয়া: খন্ড ১ম পৃঃ ৫৫৪।

ایک عظیم الشان معجزہ ایک مٹھی کنکروں سے سارے لشکر کو شکست اور ملائکہ کی امداد

এক আশ্চর্য মুজিযা

এক মুষ্টি বালুকণা দ্বারা সমস্ত বাহিনীর পরাজয় এবং ফিরিশতাদের সাহায্য

آنحضرت ﷺ نے بحکم خداوندی ایک مٹھی بھر کنکریں دشمن کے لشکر کی طرف پھینکیں اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ دفعۃً ان پر ٹوٹ پڑو۔

ادھر ظاہری اسباب میں صحابہ کی تھوڑی سی جماعت انکی طرف بڑھی اور اُدھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کیلئے بھیجدی اور اپنا وعدۂ نصرت پورا فرما دیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقی کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بھاگنا شروع کیا، مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ اس میں بعض کو قید کرلیا جس میں ستر آدمی مقتول اور ستر گرفتار ہوئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابوجہل، امیہ بن خلف، عقبہ۔ سب ایک ایک کر کے مارے گئے۔

اور ادھر مسلمانوں میں سے صرف چودہ آدمی شہید ہوئے۔ چھ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے۔

শব্দার্থ ঃ دفعۃ তৎক্ষনাত, হঠাৎ অকশ্মাত, একসাথে। اکھڑ گئے। পদস্খলিত হলো,সরে গেলো। تعاقب পশ্বদ্ধাভন।

প্রশ্ন ঃ বদর যুদ্ধে রাসূল (সা.) এর এক মুষ্ঠি বালুকণা নিক্ষেপের মুজিযা ও বদর যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ মহানবী (সা.) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কাফিরদের প্রতি এক মুষ্টি বালুকণা নিক্ষেপ করলেন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কে বললেন- একই সাথে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়। নির্দেশ মুতাবিক সাহাবায়ে কিরামের স্বল্প সংখ্যক জাহেরী উপকরণ শুন্য জামাআত কাফিরদের প্রতি অগ্রসর হলেন। অপরদিকে মহান আল্লাহ তাঁদের সহায়তার জন্যে ফিরিশতাদের একটি জামাআত প্রেরণ করে স্বীয় ওয়াদা পুর্ণ করলেন। ফলে কুরাইশদের বড় বড় সরদার নিহত হলো এবং অবশিষ্টরা পালাতে শুরু করলো। মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাৎধাবণ করে ৭০ জনকে হত্যা করলেন এবং ৭০ জনকে করলেন বন্দী।

কুরাইশদের বড় বড় সরদার যেমন উতবা, শাইবা, আবু জাহেল, উমাইয়া ইবনে খালফ উকবা প্রমুখ একের পর এক নিহত হয়। আর মুসলামানদের মধ্য হতে কেবল চৌদ্দজন (ছয়জন মুহাজির এবং আট জন আনসার) শহীদ হন।

یہ غزوہ درحقیقت اوّل سے آخر تک اسلام کا کھلا معجزہ تھا اور نہ اس میں مسلمانوں کی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیونکہ ادھر ایک ہزار جوانوں کا عظیم الشان لشکر ہے اور ادھر صرف تین سو چودہ (۳۱۴) آدمی اُدھر بڑے بڑے دولتمند امراء ہیں جو تنہا سارے لشکر کی رسد وغیرہ کا خرچ خود اٹھا سکتے تھے اور ادھر بے سروسامان مفلس لوگ۔ اُدھر سو سواروں کی جمعیت اور ادھر مسلمانوں کے لشکر میں صرف دو گھوڑے۔ اُدھر ہر قسم کے ہتھیار واسلحہ کی بھرمار اور ادھر معدود تلواریں۔

یورپین مؤرخین حیرت میں ہیں کہ یہ کیسے ہوگیا۔ انھیں خبر نہیں کہ فتح ونصرت کامیابی یا ناکامی گھوڑوں اور تلواروں یا مال ودولت کے قبضہ میں نہیں بلکہ اس میں کوئی اور ہاتھ کارفرما ہے۔ لیکن یہ اسباب ظاہری کے دلدادہ برق وبھاپ کے پوجنے والے کہاں اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اکبر نے خوب کہا ہے۔

چھوڑ کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو ☆ بس خدا سمجھا ہے اسنے برق کو اور بھاپ کو

শব্দার্থ ঃ کھلا প্রকাশ্য। دولتمند সম্পদশালী। امراء নেতাগণ। رسد রসদপত্র। اسلحہ অস্ত্র-সস্ত্র। بھرمار পরিপূর্ণ। دلدادہ প্রেমিক,মত্ত।

প্রশ্ন ঃ 'বদর যুদ্ধ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল ইসলামের একটি মু'জিযা' বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বুঝাও।

উত্তর ঃ এ যুদ্ধটি মুলতঃ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামের একটি প্রকাশ্য মুজিযা ছিল। অন্যথায় এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা একদিকে এক হাজার যুবকের বিশাল বীর বাহিনী, আর অপরদিকে মুসলমানদের মাত্র তিনশো তের জন সাধারণ মানুষ। একদিকে বড় বড় বিত্তবান আমীর-উমারা, যাদের যে কোন একজনই সমস্ত বাহিনীর খরচ বহন করতে সক্ষম। অপরদিকে সহায়-সম্বলহীন গরীব-দরিদ্র মানুষ। একদিকে ১০০ অশ্বারোহী বাহিনী। অপর দিকে মাত্র ২টি অশ্ব। একদিকে সর্ব প্রকারের সমরাস্ত্র ও হাতিয়ারে পরিপূর্ণ। অপর দিকে কেবল সামান্য কয়েকটি তলোয়ার।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে হতবাক যে, এমনটি হলো কিরূপে? তাদের তো খবর নেই যে, বিজয় ও সাহায্য, সফলতা ও ব্যর্থতা, ঘোড়া তলোয়ার বা মাল সম্পদের অধীনে নয়। বরং এসবের পিছনে অন্য কোন অদৃশ্য হাত রয়েছে। কিন্তু এসব বাহ্যিক উপায় উপকরণের পিছনে মত্ত বিদ্যুৎ বাষ্পের পূজারীগণ কিরূপে এ বাস্তবতা পর্যন্ত পৌছিবেন? কবি আকবর ইলহাবাদী চমৎকার বলেছেন-

چھوڑ کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو۔ بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو

ছাড়িয়া বসিছে ইউরোপীয়গণ নভোমন্ডলের পিতাকে আজ-
বিদ্যুৎ আর বাষ্পকে তারা দিয়েছে আসন খোদা তা'আলার।

اسیران جنگ بدر کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک :
تہذیب کے مدعی یورپینوں کے لئے سبق

যুদ্ধবন্দীদরে সাথে মুসলামানদের আচরণ ঃ
সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষা

اسیران جنگ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آنحضرت ﷺ نے دو دو چار چار کر کے صحابہ میں تقسیم کر دئے اور سب کو حکم فرمایا کہ انکو آرام کے ساتھ رکھیں۔ جسکا اثر یہ تھا کہ صحابہ ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ کے بھائی ابوعزیز بھی ان قیدیوں میں تھے۔ اُن کا بیان ہے کہ مجھے جن انصار کے سپرد کیا گیا تھا جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ (طبری)

اسیران جنگ کے معاملہ میں بعد مشورہ صحابہ طے ہوا کہ فدیہ لیکر چھوڑ دیا جائے چنانچہ چار چار ہزار درہم فدیہ لیکر چھوڑ دیا گیا۔

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধবন্দীদের সাথে মুসলমানগণ কিরূপ আচরণ করেন?

উত্তর ঃ বদরের যুদ্ধবন্দীরা যখন মদীনায় পৌঁছল, মহানবী (সা.) দু দুজন, চার চারজন করে সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং তাদেরকে আরামের সাথে রাখার জন্যে নির্দেশ দিলেন। যার কারণে এর প্রতিক্রিয়া এমন হলো যে, তাঁরা বন্দীদের খানা খাওয়াতেন আর নিজেরা খেজুর খেয়ে কাটাতেন। হযরত মুসআব ইবনে ইমাইর (রা.) এর ভাই আবু আজিজ উক্ত বন্দীদের অর্ন্তভূক্ত ছিলো। তার নিজস্ব বর্ণনা- আমাকে যে আনসারের নিকট সোর্পদ করা হয়েছিল, তিনি আমার সামনে রুটি রেখে দিতেন। আর নিজে শুধু খেজুর খেয়ে কাটাতেন। -তাবারী।

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর পরামর্শের পর তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মুতাবিক প্রত্যেকের বিনিময় চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়।

اسلامی مساوات

ইসলামী সাম্য

ان قیدیوں میں آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ بھی تھے (جو بعد میں مسلمان ہوئے) حضرت عباس رات کو قید کی تکلیف سے کراہتے تھے۔ اُن کی آواز آپکے گوش مبارک میں پہنچی تو نیند اُڑ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپکو نیند کیوں نہیں آئی۔ ارشاد ہوا کہ میں کیسے سوسکتا ہوں جبکہ میرے عم بزرگوار کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ (کنز۔ ص ۲۷۲ ج ۵)

یہ سب کچھ تھا مگر مساوات اسلامی اسکی اجازت نہ دیتی تھی کہ اپنے ضعیف العمر عم بزرگوار کو قید سے رہا کر دیا جائے جسطرح سب سے فدیہ لیا گیا ان سے بھی اسی طرح وصول کیا گیا بلکہ عام قیدیونکی نسبت سے کچھ زائد۔ کیونکہ عام اسیروں سے چار ہزار اور امراء سے کچھ زیادہ لیا گیا تھا۔ حضرت عباسؓ بھی غنی تھے انکو بھی چار ہزار سے زیادہ دینا پڑا۔

انصار نے عرض بھی کیا کہ عباس سے فدیہ معاف کر دیا جائے۔ مگر اسلامی مساوات میں عزیز و قریب اور دوست و دشمن سب برابر تھے انصار کے کہنے پر بھی یہ قبول نہیں کیا گیا۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) এর বন্দী জীবন ও মুক্তি লাভের ঘটনা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ বন্দীদের মধ্যে হুযূর (সা.) এর চাচা আব্বাস (রা.) (তখনো মুসলমান হননি) ও দিকে রাতে বেড়ীর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিলেন। আর্তনাদের স্বর নবীজী (সা.) এর কর্ণ মুবারকে পৌঁছলে তাঁর নিদ্রাউড়ে গেলো। অন্যেরা জিজ্ঞাসা করলেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার নিদ্রা না আসার কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন- আমার চাচাজানের আর্তনাদের স্বর আমার কর্ণে পৌঁছা সত্ত্বেও আমি কিভাবে ঘুমাতে পারি? -কানযঃ ৫ম খ ঃ ২৭২ পৃঃ।

সব কিছুই নবীজী (সা.) এর জন্যে সম্ভব ছিল; কিন্তু ইসলামী সাম্যে স্বীয় বয়োঃবৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় চাচাকে বন্দী দশা হতে মুক্তি দান করতে অনুমতি দেয়নি। অন্যান্যদের থেকে যেরূপ মুক্তিপণ গ্রহণ করা হয়, তাঁর থেকেও তদ্রুপ আদায় করা হয়। বরং সাধারণ কয়েদীদের চেয়ে কিছু বেশীই গৃহীত হয়। কারণ সাধারণ কয়েদীদের চার হাজার দেরহাম এবং বিত্তবান নেতৃ স্থানীয়দের থেকে আরো কিছু বেশী নেয়া হয়। হযরত আব্বাস (রা.) বিত্তবান ছিলেন। তাই তাকেও চার হাজারের বেশী মুক্তিপণ দিতে হয়েছিল।

এদিকে আনসার সাহাবীগণ আব্বাস (রা.) এর মুক্তিপণ ক্ষমা করার জন্যে আবেদনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামী সাম্যে আত্মীয়-অনাত্মীয় , শত্রু-মিত্র সকলে সমপর্যায়ের । তাই আনসারদের আবেদন সত্ত্বেও তা গৃহীত হয়নি।

www.smfoundationbd.com

اسی طرح آپکے داماد ابوالعاصؓ بھی اسیران جنگ میں آئے انکے پاس فدیہ کیلئے مال نہ تھا اسلئے انکی زوجہ آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کو جو مکہ میں مقیم تھیں کہلا بھیجا کہ فدیہ کی رقم بھیجدیں انکے گلے میں ایک ہار تھا جو انکی والدہ خدیجہؓ نے ان کے جہیز میں دیا تھا وہی گلے سے اتار کر بھیجدیا۔ جب آپنے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار آپکی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور صحابہ سے فرمایا کہ تم سب راضی ہو تو زینب کے پاس یہ اسکی والدہ کی یادگار ہے اسکو واپس کردو صحابہ نے بخوشی قبول کر کے واپس کردیا اور ابوالعاص سے کہدیا کہ حضرت زینبؓ کو مدینہ بھیجدیں۔ (مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد واحمد ص ۳۴۶)۔

প্রশ্ন ঃ হুযূর (সা.) এর জামাতা আবুল আস (রা.) এর মুক্তি লাভের কাহিনী বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ এভাবে নবী করীম (সা.) এর জামাতা আবুল আস (রা.) ও যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। তাঁর নিকট মুক্তিপণের জন্যে কোন সম্পদ ছিল না। এজন্যে তাঁর সহধর্মিনী নবী দুহিতা হযরত যয়নব (রা.) কে (যিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন) ফিদয়ার অর্থ (মুক্তিপণ) প্রেরণের নিমিত্তে সংবাদ পাঠান হয়। তাঁর গলায় ছিল স্বীয় জননী খাদীজা (রা.) তাঁর কর্তৃক বিবাহে উপঢৌকন প্রদত্ত একটি হার। তিনি গলা থেকে খুলে সেটিই পাঠিয়ে দিলেন। হারটি দেখামাত্র আল্লাহর নবী (সা.) এর নয়ন মুবারক অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কে লক্ষ্য করে বললেন- তোমরা যদি রাজি হও তাহলে তাঁর আম্মাজানের স্মৃতি স্বরূপ প্রদত্ত এ হারটি তাঁকে ফেরত দাও। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করলেন এবং হারটি স্বযত্নে ফেরত দিলেন। ওদিকে আবুল আ'সকে নির্দেশ দিলেন হযরত যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিতে। -মিশকাত ৪৬ -আবুদাউদ ও আহমদের বরাত সূত্রে।

ابوالعاص کا اسلام

আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ

ابوالعاص آزاد ہوکر مکہ پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینبؓ کو مدینہ بھیجدیا۔ ابو العاص ایک بڑے تاجر تھے اتفاقاً دوسری مرتبہ پھر ملک شام سے مال لاتے ہوئے

پکڑے گئے اور اسی طرح چھوڑ دئے گئے۔اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس آئے تو تمام شرکاء کا حساب بیباق کر کے مشرف باسلام ہو گئے اور لوگوں سے کہدیا کہ میں اسلئے یہاں آکر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ہمارا مال لیکر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا یا بجبر واکراہ مسلمان کرلیا گیا۔ (تاریخ طبری۔ش)

প্রশ্ন ঃ আবুল আস (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা কর।
উত্তর ঃ আবুল আ'স (রা.) মুক্তি পেয়ে মক্কায় পৌঁছলেন এবং শর্তানুযায়ী হযরত যায়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। আবুল আস ছিলেন ব্যবসায়ী। ঘটনাক্রমে সিরিয়া হতে বাণিজ্যিক পণ্য আমদানী কালে পুনরায় বন্দী হন এবং ঐভাবে মুক্তি পান। এবার মুক্তি পেয়ে মক্কা পৌঁছানোর পর সকল সাথীদের হিসাব চুকিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন-আমি এখানে এসে মুসলমান হয়েছি এ কারণে যাতে কেউ একথা বলতে না পারে যে, আবুল আস আমাদের মাল আত্মসাৎ করে তা আমাদের ফেরত দেয়ার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা তাঁকে জোর পূর্বক মুসলমান বানান হয়েছে। -তারীখে তাবারী।

بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے۔رسول اللہ ﷺ نے سب کیلئے کپڑے دلوادئے مگر حضرت عباسؓ کا قد اس قدر لانبا تھا کہ کسی کا کرتہ انکے بدن پر راست نہ آیا تو عبداللہ بن ابی (رئیس المنافقین) نے اپنا کرتہ دیدیا۔
آنحضرت ﷺ نے جو اپنا کرتہ عبداللہ بن ابی کے کفن میں عنایت فرمایا تھا اس میں احسان کا معاوضہ بھی ملحوظ تھا (صحیح بخاری)۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই থেকে কেন জামা গ্রহণ করেছিলেন?
উত্তরঃ বদরের কয়েদীদের নিকট প্রয়োজনীয় পোশাক ছিল না। এজন্যে রাসূল (সা.) তাদের পোশাকের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আব্বাসা (রা.) এর শরীর দীর্ঘ হওয়ার কারণে কারো জামা তাঁর শরীরে লাগছিল না।

শব্দার্থ ঃ بیباق চুকিয়ে, শেষ করে। راست খাপ খাওয়া,সামায়ী হওয়া। معاوضہ বিনিময়। ملحوظ লক্ষনীয়।

তখন (মুনাফিক নেতা) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার জামা তাকে প্রদান করে। মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়ের মৃত্যুর পর কাফন স্বরূপ যে জামাটি দান করেছিলেন প্রতিদান স্বরূপ তাঁর অত্র কাজটিও লক্ষ্যনীয়। -সহীহ বুখারী।

اسلامی سیاست اور ترقی تعلیم

ইসলামী রাজনীতি ও শিক্ষার উন্নতি

اسیران جنگ میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان میں سے جو کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے انکو کہا گیا کہ تم دس دس بچوں کو لکھنا سکھا دو یہی تمہارا فدیہ ہے۔ حضرت زید بن ثابتؓ نے اس طرح لکھنا سیکھا تھا۔

প্রশ্ন ঃ মুক্তিপণ দিতে অক্ষম যুদ্ধবন্দীগণ কিভাবে মুক্তি লাভ করে?
উত্তর ঃ যুদ্ধবন্দীদের যারা মুক্তিপণ দিতে অক্ষম ছিল; তন্মধ্যে যারা লেখা পড়া জানতো তাদেরকে বলা হয় তোমরা দশজন বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দাও, এটাই তোমাদের মুক্তিপণ। হযরত যাইদ ইবনে হারিছা (রা.) এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে লেখা পড়া শিখেছিলেন।

اس سال کے واقعات متفرقہ

এ বছরের বিবিধ ঘটনা

اسی سال اتوار کے روز آنحضرت ﷺ غزوۂ بدر سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپکی صاحبزادی حضرت رقیہؓ کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے (سیرت مغلطائی ص ۴۳)۔

اسی سال بعد واپسی غزوۂ بدر پہلی مرتبہ عید الفطر پڑھی گئی۔ رمضان کے روزے اور صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ بھی اسی سال واجب ہوئے عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی بھی اسی سال واجب ہوئیں (سیرت مغلطائی)۔ اسی سال ماہ ذی الحجہ میں حضرت فاطمہؓ کی شادی ہوئی۔

প্রশ্ন ঃ দ্বিতীয় হিজরী সনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণনা কর।
উত্তর ঃ এ বছর কোন এক রবিবারে রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন বদর যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করলেন, ঠিক তখনই তাঁর কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা.) এর দাফন কার্য সম্পন্ন করে হাত ঝাড়ছিলেন। -সীরাতে মোগল তাঈঃ ৪৫ পৃঃ। এ বছরই বদর যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পর সর্ব প্রথম ঈদুল ফিতরের নামায অনুষ্ঠিত হয়। রমযানের রোযা, সাদাকাতুল ফিতর এবং যাকাত এ বছরই ফরয হয়। ঈদুল আযহা ও কুরবানী এ বছর হতেই ওয়াজিব হয়। -সীরাতে মোগল তাঈঃ ৪৫। এ বছরের যিলহজ্জ মাসে নবী কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) এর বিবাহ কার্য অনুষ্ঠিত হয়।

۳ھ غزوۂ اُحد وغطفان وغیرہ

غزوۂ غطفان اور آپکے خلق عظیم کا معجزہ:

তৃতীয় হিজরী ঃ (গাযওয়ায়ে উহুদ, গাতফান, প্রভৃতি)
গাতফান যুদ্ধ এবং নবীজী (সা.) এর উত্তম চরিত্রের মুজিযা

۳ھ ہجری میں ساڑھے چار آدمیوں کو لیکر دُعثور بن الحارث محاربی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کیلئے چلا۔ آنحضرت ﷺ مقابلہ کیلئے تشریف لائے تو سب نے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی کریم ﷺ مطمئن ہو کر میدان سے واپس آئے اس وقت اتفاقاً بارش سے آپکے کپڑے تر ہو گئے آپنے انکو سکھانے کیلئے نکال کر ایک درخت پر پھیلا دیا اور خود اسکے سائے میں لیٹ گئے ادھر پہاڑ کے اوپر سے دعثور دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ مطمئن ہو کر لیٹ گئے تو سیدھا آپکے سرہانے پہنچا اور تلوار کھینچکر سامنے آیا اور کہا ''بتلاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائیگا'' مگر مقابلہ میں خدا کا رسول تھا بغیر کسی ہراس کے جواب دیا کہ ''ہاں اللہ تعالی بچائیگا'' اس کلمہ کا سننا تھا کہ دعثور کے بدن پر رعشہ پڑ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی کریم ﷺ نے تلوار اٹھا کر فرمایا ''تم بولو اب تمہیں کون بچائیگا'' اسکے پاس اسکے سوا کیا جواب تھا کہ ''کوئی نہیں'' نبی کریم ﷺ کو اسکی بیچارگی پر رحم آ گیا اور اسکو معاف کر

چھوڑ دیا (سیرت مغلطائی ص ۴۹)۔

دعثور یہاں سے اٹھا اور یہ اثر لیکر اٹھا کہ نہ فقط خود مسلمان ہوا بلکہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کا ایک زبردست مبلغ بن گیا۔

دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں

প্রশ্ন ঃ দুসুর ইবনে হারিসের মদীনা আক্রমণ ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উত্তম চরিত্রের মুজিযার বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ তৃতীয় হিজরী সনে ৪৫০ জনের এক বাহিনী নিয়ে দুসুর ইবনে হারিস মদীনা আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হতে থাকে। মহানবী (সা.) মুকাবিলার জন্যে বের হলে তারা পলায়ন করতঃ বিভিন্ন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর নবী করীম (সা.) নিশ্চিন্ত হয়ে ময়দান হতে ফিরে আসেন। হঠাৎ তখন বৃষ্টিপাত হয় এবং বৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাপড় ভিজে যায়। তিনি তা খুলে শুকানোর জন্যে একটি গাছের উপর শুকাতে দেন এবং নিজে উক্ত গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়েন। অপরদিকে দুসুর একটি পর্বতের উপর থেকে দেখতে পেল যে, আল্লাহর নবী (সা.) নিশ্চিন্ত মনে বৃক্ষের নীচে শুয়ে আছেন। তখনই সে সোজা রাসূলে করীম (সা.) এর শিয়রে পৌঁছিল এবং তরবারি কোষমুক্ত করে সামনে এসে বললো- বলো! এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? কিন্তু প্রতিপক্ষে তো অন্য কেউ নয়। তিনি তো আল্লাহর রাসূল। তিনি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন-আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। বাক্যটি শোনার অবকাশ মাত্র। সাথে সাথে দুসুরের শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তরবারি হাত হতে পড়ে গেলো। এবার নবী করীম (সা.) তরবারিটি উত্তোলন করে বললেন- এবার তুমি বলো! এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে? তার নিকট এ ছাড়া আর কি উত্তর থাকতে পারে যে, কেউ নয়। তার এ অসহায়ত্বের উপর নবী করীম (সা.) এর দয়া হলো। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। -সীরাতে মোগলতাঈ: ৪৯ পৃঃ।

দুসুর সেখান থেকে চলে গেলো এবং নবীজি (সা.) এর উত্তম আচরণের ফলে শুধু সে একাই মুসলমান হয়নি; বরং স্বীয় কওমের নিকট গিয়ে ইসলামের একজন বিশিষ্ট মুবাল্লিগে পরিণত হলো।১.

শব্দার্থ ঃ تر ভিজা। سرہانے বালিশ। رعشہ কম্পন। بیچارگی অসহায়ত্ব।

টীকা.১ বাদুর চোখা ইউরোপীয় ইসলাম বিদ্বেষীগণ দেখুক যে, ইসলাম মহৎ চরিত্রের বদৌলতে প্রসারিত হয়েছে, না তলোয়ারের জোরে,বা সম্পদের মোহে।

دل میں سما گئی قیامت کی شوخیاں۔دو چار دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں

মহাপ্রলয়ের অনল জলিছে হৃদয়ে আমার দুর্ণিবার
কারো চোখে চোখে থাকিয়া কেবল দিবস দু'তিন চার।

حضرت حفصہؓ اور زینبؓ سے نکاح

হযরত হাফসা ও যয়নবের বিবাহ

شعبان ۳ھ میں ام المؤمنین حضرت حفصہؓ اور رمضان ۳ھ میں حضرت زینب بنت خزیمہؓ آپکے نکاح میں آئے (مغلطائی)

প্রশ্ন ঃ হযরত হাফসা ও যয়নবের সঙ্গে নবীজী (সা.) এর বিবাহ কখন হয়েছিল?
উত্তর ঃ তৃতীয় হিজরী সনের শাবান মাসে মুমিন জননী হযরত হাফসা (রা.) এবং রমাযান মাসে হযরত যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা.) নবী করীম (সা.) এ বিবাহ বন্ধনে আসেন। -সীরাতে মুগলতাঈ।

غزوۂ احد

উহুদ যুদ্ধ

احد مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس جگہ جہاد ہوا ہے اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔یہ جہاد باتفاق جمہور شوال ۳ھ میں ہوا ہے اور تاریخ میں مختلف اقوال ہیں: ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱۔ (زرقانی شرح مواہب ص ۲۰ ج ۲)۔

প্রশ্ন ঃ উহুদ কি? উহুদ যুদ্ধ কোন্ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল?
উত্তর ঃ মদীনার অদূরে একটি পাহাড়ের নাম উহুদ। যেখানে জিহাদ হয়েছিল, তার পার্শ্বেই হযরত হারুন (আ.) এর সমাধি। সংখ্যা গরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের মতে তৃতীয় হিজরীর শাউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল এ যুদ্ধ। তবে সঠিক তারিখের ব্যাপারে মতনৈক্য আছে। যথা ৭,৮,৯,১০,১১, -যারকানী; শরহে মাওয়াহির: ২য় খঃ ৩০ পৃঃ।

بدر کے شکست خوردہ مشرکین سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام بھڑکنے لگی اور اس مرتبہ نہایت اہتمام سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور اسی غرض

کیلئے تین ہزار جوانوں کا لشکر پورے ساز وسامان کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا جن میں سات سو زرہیں اور دوسو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے۔ اور چودہ عورتیں بھی اسی غرض کیلئے ساتھ تھیں کہ مردوں کو غیرت دلائیں اور اگر بھاگیں تو لعنت وملامت سے شرماویں۔

ادھر آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ جو اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے انہوں نے فوراً تمام حالات لکھکر ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ آنحضرت ﷺ کے پاس بھیجدئے۔ آپ ﷺ کو اطلاع ہوئی تو فوراً دو آدمی تحقیق حالات کیلئے آگے بھیجے۔ انہوں نے آکر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ پر آ پہنچا۔ چونکہ شہر پر حملہ کا اندیشہ تھا ہر طرف پہرے بٹھادئے گئے اور صبح کو آپ صحابہ سے مشورہ کرنیکے بعد ایک ہزار صحابہ کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لائے جن میں عبداللہ بن ابی منافق اور اسکے تین سو ہم خیال منافقین بھی شامل تھے۔ مگر یہ سب کے سب راستہ ہی سے واپس ہوگئے اور مسلمانوں کا لشکر صرف سات سو رہ گیا

প্রশ্ন ঃ উহুদ যুদ্ধর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতঃ উভয় বাহিনীর প্রস্তুতি গ্রহণের বিবরণ পেশ কর।

উত্তর ঃ বদর যুদ্ধে পরাজিত মুশরিকরা পূর্ণ এক বছর পর যখন তাদের কিছুটা ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠল, তখন তাদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। এবার তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করলো। এ উদ্দেশ্যে তারা ৩০০০ (তিন হাজার) যুবকের এক বিশাল সৈন্য বাহিনী ও পর্যাপ্ত সমরোপকরণ নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলো।

শব্দার্থ ঃ سنبھالا কাটিয়ে উঠল, পূরণ করল। حرارت আগুন, উষ্টতা। انتقام প্রতিশোধ। بھڑکنے لگی দাউদাউ করে উঠল। غیرت আত্ম মর্যদা। ملامت ভৎসনা, নিন্দা। تیز رو দ্রুতগামী।

তাঁদের সমরোপকরণের মধ্যে ছিল ৭০০ শত লৌহবর্ম, ২০০ শত অশ্ব ও ৩০০০ উট। আর রণক্ষেত্রে সৈনিকদেরকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা এবং পলায়ন পর সৈনিকদিগকে অভিশাপ ও তিরস্কারে লজ্জিত করার জন্যে ১৪ জন মহিলা গায়িকাকেও সঙ্গে নিয়েছিল।

এদিকে নবী করীম (সা.) এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) যিনি এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ পরিস্থিতি লিখে দ্রুতগামী এক দূতের মাধ্যমে মহানবী (সা.) এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'জনকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে আগে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা ফিরে এসে মদীনায় কুরাইশ বাহিনী পৌঁছে যাওয়ার সংবাদ দিলো। যেহেতু শহরের উপর আক্রমণের সম্ভাবনা ছিলো, এজন্যে সব দিকে পাহারাদার নিযুক্ত করে দিলেন। সকল সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শের পর সাহাবীদের এক জামাআত নিয়ে মদীনার বাইরে গমন করলেন। এদের মধ্যে মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার অনুসারী ৩০০ শত মানুষও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এরা সকলে রাস্তা হতেই ফিরে গেলো। এখন মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা দাড়াল ৭০০ শত।

فوج کی ترتیب اور صحابہ کے لڑکوں کا شوق جہاد

সৈন্য বিন্যস্তকরণ ও স্বল্প বয়সী সাহাবীদের জিহাদী প্রেরণা

مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم سن بچے واپس کر دئے گئے۔ مگر بچوں میں جہاد کے شوق وذوق کا یہ عالم تھا جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے تم واپس ہو جاؤ تو پنجوں کی بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ اونچے معلوم ہونے لگیں۔ چنانچہ وہ جہاد میں لے لئے گئے۔

سمرہ بن جندب جو انکے ہم عمر تھے جب انہوں نے یہ دیکھا تو عرض کیا کہ میں تو رافع کو لڑائی میں پچھاڑ دیتا ہوں اگر یہ جہاد میں لئے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولیٰ لینا چاہئے۔ انکے کہنے کے موافق دونوں میں مقابلہ کر دیا گیا۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا اور انکو بھی جہاد میں لے لیا گیا (تاریخ طبری ج ۳ ش) کیا اشاعت اسلام کو بزور شمشیر کہنے والے ان قربانیوں کو دیکھکر بھی اپنے افتراء سے نہ شرمائیں گے؟

শব্দার্থ ঃ جائزہ খোজ-খবর, পরিমাপ। کم سن স্বল্প বয়সী। پنجوں کے بل تن کر পায়ের পাতায় ভর করে। پچھاڑ دیا ধরাশায়ী করল। افتراء অপবাদ।

প্রশ্ন ঃ উহুদ যুদ্ধের সময় স্বল্পবয়সী সাহাবীদের জিহাদে যাওয়ার স্পৃহা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর ঃ মদীনা হতে বেরিয়ে যখন সৈন্যদের খোঁজ খবর নেয়া হলো, তখন স্বল্প বয়সীদেরকে ফেরত পাঠান হলো। কিন্তু তাঁদের মধ্যে জিহাদী প্রেরণা ও উৎসাহের এমন অবস্থা ছিলো যে, রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) কে যখন বলা হলো- তোমার বয়স কম, তুমি ফিরে যাও, তখন তিনি পায়ের পাতার উপর ভর করে দাঁড়ালেন। যাতে তাকে উঁচু দেখা যায়। তার এ অবস্থা দেখে তাঁকে জিহাদে শরীক করা হলো। তাঁর সমবয়সী হযরত সামুরা ইবনে জুন্দাব (রা.) এটা দেখে আরয করলেন, আমি তো কুস্তিতে রাফে'কে পরাস্ত করে দেই। তাঁকে যদি জিহাদে নেয়া হয় তাহলে আমাকেও নিতে হবে। তাঁর কথা অনুযায়ী উভয়কে কুস্তি প্রতিযোগিতায় লাগান হলো।

সামুরা রাফে'কে ধরাশায়ী করলেন। সুতরাং তাঁকেও জিহাদে নেয়া হলো। -তারিখে তাবারীঃ ৩য় খন্ড।

যারা বলে তলোয়ারের জোরে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে তারা এ সকল আত্মোৎসর্গের ঘটনা দেখেও কি তাদের অপবাদের ব্যাপারে লজ্জিত হবে না?

الغرض مقابلہ پر پہنچکر نبی کریم ﷺ نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا اسلئے اسکی طرف سے غنیم کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ نے پچاس آدمی پہاڑ پر پہرے کیلئے کھڑے کردئے گئے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম (সা.) উহুদ যুদ্ধে কিভাবে সৈন্য বিন্যস্ত করেছিলেন?

উত্তর ঃ মোটকথা নবী করীম (সা.) রণক্ষেত্রে পৌঁছে সৈন্য বিন্যস্ত করলেন। উহুদ পাহাড়টি ছিলো পিছনের দিকে। সেদিক থেকে শত্রু হামলার আশংকা ছিলো। তাই নবী করীম (সা.) পাহাড়ের নিকট পঞ্চাশ জনের একটি গ্রুপকে পাহারার জন্য নিযুক্ত করলেন এবং বললেন- মুসলমানদের জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন; তোমরা স্বীয় স্থান হতে সরবে না।

لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹیں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدحواس ہوکر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جنکو عقب کی جانب پہاڑ پر نگرانی کیلئے مقرر فرما دیا گیا تھا۔ انکے امیر عبداللہ بن جبیرؓ نے بہت منع کیا مگر وہ یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی یہاں سے ہٹ گئے، نہ روکے۔ اور یہاں صرف چند صحابہ رہ گئے۔ یہ دیکھکر خالد بن ولید نے (جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے) عقب کی جانب سے دفعۃً حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیرؓ اور انکے باقی ماندہ چند ساتھیوں نے نہایت جانبازی کے ساتھ انکا مقابلہ کیا۔ بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستہ کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اسطرح مل گئیں کہ خود مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔

مصعب بن عمیرؓ شہید ہوئے۔ یہ چونکہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ مشابہ تھے انکی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ آنحضرت ﷺ شہید ہو گئے اور بعض روایات میں ہے کہ کسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دے دی تھی کہ محمد ﷺ قتل ہو گئے (زرقانی شرح مواہب ص ۳۳ ج ۲)۔

اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی۔ بڑے بڑے بہادر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لیکن بہت سے جانثار لوگ اسوقت بھی برابر سرگرم قتال تھے۔ مگر سب کی نگاہیں اسی کعبۂ مقصود (رسول اللہ ﷺ) کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ سب سے پہلے کعب بن مالکؓ کی آپ ﷺ پر نظر پڑی انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو رسول اللہ ﷺ یہاں بخیر و عافیت تشریف فرما ہیں۔

یہ سنتے ہی صحابہ آپ ﷺ کی طرف دوڑے مگر ساتھ ہی کفار نے بھی سب طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ ﷺ پر حملہ ہوا مگر آپ ﷺ محفوظ رہے۔

ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا کہ کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ حضرت زیاد بن سکن مع چار اصحاب کے آگے بڑھے سب کے سب نہایت دلیرانہ جانبازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیادؓ زخمی ہو کو گرے تو ارشاد فرمایا کہ انکا لاش قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے اس وقت تک کچھ جان باقی تھی قدموں پر منہ رکھدیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ!

প্রশ্ন ঃ উহুদ যুদ্ধের বিবরণ পেশ কর।

উত্তর ঃ যুদ্ধ শুরু হলো এবং দীর্ঘক্ষণ প্রচন্ড সংঘর্ষের পর শত্রু পক্ষ যখন পালাতে আরম্ভ করলো, তখন মুসলমানদের বিজয় স্পষ্ট হয়ে গেলো। কুরাইশরা দিশাহারা হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো। মুসলমানগণ গণীমতের মাল জমা করতে শুরু করলো। এ অবস্থা দেখে পাহাড়ের পাদদেশে পাহারার সাহাবীগণও স্থান ত্যাগ করে চলে আসলেন। তাঁদের আমীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) তাদেরকে স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তাঁরা তখন আর অবস্থানের প্রয়োজন নেই মনে করে অধিকাংশই সেখান থেকে চলে আসলেন।

অবশিষ্ট কয়েকজন সেখানে রয়ে গেলেন। এ সুযোগ দেখে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (তখন পর্যন্ত মুসলমান হননি) কাফিরদের পক্ষে থেকে যুদ্ধ করছিলেন। পিছনে দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রা.) এবং তাঁর সাথীগণ মরণপণ যুদ্ধ করে পরিশেষে সকলেই শাহাদত বরণ করেন।

এখন রাস্তা পরিস্কার হয়ে গেলো। খালিদ ইবনে ওয়ালীদ নিজ বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। উভয় বাহিনী এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেলো যে, মুসলমানগণ নিজেরাই নিজেদের হাতে মারা যেতে লাগলো। মুসআব ইবনে উমাইর (রা.) শহীদ হলেন। যেহেতু হুযূর (সা.) এর গঠনাকৃতির সাথে তাঁর বেশ সামঞ্জস্য ছিলো, তাই প্রচার হয়ে গেলো, আল্লাহর রাসূল ইন্তিকাল করেছেন। কোন কোন বর্ণনা মতে শয়তান বা কোন মুশরিকরা মিথ্যা অপপ্রচার করেছিল যে, মুহাম্মাদ (সা.) নিহত

হয়েছেন। -যরকানী শারহে মাওয়াহিব ২য় খন্ড ৩৩ পৃঃ।

এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে হতাশা ছেয়ে গেলো। বড় বড় বীর যোদ্ধাদের পা ও যেন ফসকে গেলো। অবশ্য অনেক আত্মোৎসর্গী সে মূহুর্তেও প্রচন্ড যুদ্ধরত ছিলেন। তবে সবার দৃষ্টি কাবায়ে মাকসুদ রাসূলে করীম (সা.) কে এক মহা আগ্রহে খোঁজ করতেছিলো। সর্বাগ্রে হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) এর দৃষ্টি পড়লো রাসূলে মকবুল (সা.) এর উপর। তিনি মহানন্দে বললেন- মুবারক হোক! আল্লাহর রাসূল (সা.) সুস্থ ও নিরাপদে এখানেই আছেন। এ সংবাদ শোনামাত্র সবাই রাসূল (সা.) এর প্রতি ছুটে এলেন। কিন্তু সাথে সাথে কাফিররাও সব দিক ছেড়ে এ দিকে অগ্রসর হলো। কয়েকবার রাসূলে করীম (সা.) এর উপর হামলা করল; কিন্তু তিনি নিরাপদে রইলেন।

একবার কাফিররা যখন চতুরদিক হতে ঘিরে ফেললো, হুযূর (সা.) ইরশাদ করলেন- কে আমার জন্য জান দিতে প্রস্তুত ? তখন হযরত যিয়াদ ইবনে সাকান ও আরো চার জন সাথী সহ অগ্রসর হলেন। সকলে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়ে শহীদ হলেন। হযরত যিয়াদ যখন আহত হয়ে পড়ে গেলেন, রাসূল (সা.) বললেন- তাঁকে নিকটে নিয়ে এসো। তাঁকে নিকটে নিয়ে আসা হলো, তখন তাঁর প্রাণ কিছুটা বাকী আছে। তিনি আল্লাহর রাসূলের কদম মুবারকের উপর মুখ রাখলেন এবং ঐ অস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন। সুবহানাল্লাহ!

آپکے چہرۂ انور کا زخمی ہونا

রাসূল (সা.) এর নূরানী চেহারা যখম হওয়া

قریش کا مشہور بہادر عبد اللہ بن قمیہ صفوں کا چیرتا ہوا آگے بڑھا اور آنحضرت ﷺ کے چہرۂ انور پر تلوار ماری جس سے خود کی دو کڑیاں چہرۂ مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک شہید ہوگیا۔ حضرت صدیق اکبرؓ خود کی کڑیوں کو زخم سے نکالنے کیلئے آگے بڑھے تو ابوعبیدہ بن جراح قسم دی کہ خدا کیلئے یہ خدمت مجھے کرنے دو! اور خود آگے بڑھکر ہاتھ کے بجائے اپنے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ میں ایک کڑی نکلی مگر ساتھ ہی اسکے زور سے ابوعبیدہ کا ایک دانت بھی گر گیا۔ یہ دیکھکر دوسری کڑی نکالنے کیلئے پھر حضرت صدیق اکبرؓ بڑھنے لگے تو ابوعبیدہ نے پھر قسم دیکر انکو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح منہ سے دوسری کڑی نکالی جسکے ساتھ ابو عبیدہ کا دوسری دانت بھی گر گیا (ابن حبان وطبرانی ودار قطنی وغیرہ۔ از کنز ص ۲۷۲ ج ۵)۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলে করীম (সা.) এর নূরানী চেহারা যখম হওয়া এবং দান্দান মুবারক শহীদ হওয়ার বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ কুরাইশদের প্রসিদ্ধ বীর আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়া মুসলিম বাহিনীর কাতার ভেদ করতে করতে অগ্রসর হয়ে রাসূলে করীম (সা.) এর চেহারা মুবারকের উপর তলোয়ারের আঘাত হানলো। যার ফলে শিরস্ত্রানের (লৌহ টুপীর) দুটি কড়া চেহারা মুবারকের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে গেলো এবং একটি দাঁত মুবারক শহীদ হলো। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) কড়া দুটি বের করার জন্যে অগ্রসর হলেন। তখন হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা.) কসম দিয়ে বলেলন- আল্লাহর ওয়াস্তে এ খিদমতটুকু আমাকে করতে দিন। এ বলে তিনি অগ্রসর হয়ে হাতের পরিবর্তে দাঁতের দ্বারা কড়া দুটি টান দিলেন। প্রথমবারে একটি কড়া বের হলো। তবে সাথে সাথে তাঁর একটি দাঁত ও উপড়ে গেলো। এ দেখে পুনরায় হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) অপর কড়াটি বের করার জন্য অগ্রসর হলে, হযরত আবু উবাইদা (রা.) পুনরায় কসম দিয়ে তাঁকে বিরত রাখলেন এবং নিজে দ্বিতীয়বার একই ভাবে দাঁত দ্বারা দ্বিতীয় কড়াটি বের করলেন এবং এর সাথে তাঁর আরো একটি দাঁত পড়ে গেলো। -ইবনে হিব্বান, তাবরানী দারাকুতনী প্রভৃতি, কানয এর সুত্রে ৫ম খঃ২৭৪ পৃঃ।

صحابہؓ کی جانثاری

সাহাবায়ে কেরামের আত্মোৎসর্গ

آپ ﷺ ایک گڑھے میں گر پڑے جو کفار نے اسلئے بنایا تھا کہ مسلمان اسی میں گریں۔ یہ دیکھکر جانباز صحابہ آپ پر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی مگر یہ سب صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے۔ حضرت ابو دجانہؓ جھک کر آپ کی ڈھال بن گئے تھے جو تیر آتا وہ انکی پشت میں لگتا تھا۔ حضرت طلحہؓ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا جس سے ہاتھ کٹ کر گر گیا (بخاری) اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو انکے بدن پر ستر سے زیادہ زخم تھے (ابن حبان وغیرہ از کنز ص ۲۷۴ ج ۵)

ابوطلحہؓ ایک ڈھال کے ذریعہ آپکی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ ﷺ جب گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تھے تو ابوطلحہ کہتے تھے یا رسول اللہ ﷺ آپ سر نہ

اٹھایئے بدنصیب اعداء کوئی تیر نہ لگ جائے۔ اسکے لئے آپ سے پہلے میرا سینہ موجود ہے (بخاری : غزوۂ احد) ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں قتل ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں۔ انکے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں جو کھا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی انہیں پھینکر سیدھے معرکہ میں پہنچے اور سرگرم قتال ہونیکے بعد شہید ہو گئے (بخاری غزوۂ احد)۔

یہ قریش بد بخت بے رحمی کے ساتھ آپ ﷺ پر تلواریں برسا رہے تھے مگر رحمۃ للعالمین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے:۔

اللھم اغفر لقومی فا نھم لا یعلمون۔ اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ (فتح الباری ہندی پارہ ۱۲ص ۴۷ غزوۂ احد)

چہرۂ انور سے خون جاری تھا اور سراپا رحمت اسکو کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھتے جاتے تھے اور فرمایا اگر اس خون کا ایک قطرہ زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نا زل ہو جاتا۔ (فتح الباری غزوۂ احد)۔

প্রশ্ন ঃ উহুদ যুদ্ধে রাসূলে আকরাম (সা.) কে কাফিরদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর আত্মোৎসর্গের বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর আত্মোৎসর্গের বিবরণ-

এ যুদ্ধে নবী করীম (স.) একটি গর্তে পড়ে গিয়েছিলেন যা কাফিররা মুসলমানদের তাতে পতিত হওয়ার জন্য তৈরী করেছিল। এ অবস্থা দেখে নিবেদিত প্রাণ সাহাবীগণ নবী করীম (সা.) এর পার্শ্বে সমবেত হলেন। চতুর্দিক হতে বৃষ্টির ন্যায় তীর ও তলোয়ারের আঘাত আসতে লাগলো; কিন্তু সাহাবীগণ এ সমস্ত আঘাতকে নিজেদের উপর গ্রহণ করতে লাগলেন। হযরত আবু দুজানা (রা.) ঝুকে গিয়ে হুযূর (সা.) কে আঘাত মুক্ত রাখার জন্য ঢাল স্বরূপ দাঁড়িয়ে গেলেন। যে দিক থেকেই তীর আসছিল তিনি নিজ পিঠে গ্রহণ করছিলেন। হযরত আবু তালহা (রা.)ও তীর ও তলোয়ারের সমস্ত আঘাতকে নিজ শরীরে গ্রহণ করছিলেন। ফলে তাঁর একটি হাত কেটে মাটিতে পড়ে যায়। যুদ্ধ শেষে গণনা করে দেখা যায় তাঁর শরীরে সত্তরটিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন

বিদ্যমান রয়েছে। -ইবনে হাব্বান প্রভৃতি, কানযুল উম্মাল, ৫ম খঃ২৭৮ পৃঃ।

হযরত আবু তালহা (রা.) একটি ঢালের সাহায্যে নবী করীম (স.) কে শত্রুদের হামলা থেকে হেফাযত করছিলেন। তিনি যখন ঘাড় উঁচু করে সৈন্যদের দিকে তাকাতে আবু তালহা (রা.) বলতেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মাথা উঁচু করবেন না। হতভাগা পাপীষ্ঠদের তীর লাগতে পারে। এর জন্য আপনার পূর্বে আমার সীনা প্রস্তুত রয়েছে। -বুখারীঃ উহুদযুদ্ধ।

জনৈক সাহাবী আরয করেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যদি আমি নিহত হলে আমার ঠিকানা কোথায় হবে? নবীজী (সা.) বললেন- বেহেশত। সে সময় তাঁর হাতে ছিল খেজুর তিনি তা খাচ্ছিলেন। একথা শোনামাত্র খেজুর ফেলে দিয়ে সোজা লড়াইয়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তীব্র মুকাবিলা করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। -বুখারী:উহুদ যুদ্ধ। এদিকে কুরাইশ পাপীষ্ঠরা নির্দয়ভাবে একের পর এক তীর নিক্ষেপ করে চলেছে। আর রাসূলে করীম (সা.) এর যবান থেকে বার বার উচ্চারিত হচ্ছে اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون হে পরওয়ারদেগার! আমার কওমকে ক্ষমা করুন। কেননা তারা জানেনা।

নূরানী চেহারা হতে রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে, আর রহমাতুললিল আলামীন তা কাপড় ইত্যাদি দিয়ে মুছছেন। তিনি ইরশাদ করলেন- যদি রক্তের এক ফোটা মাটিতে পড়তো, তাহলে সকলের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হতো। -ফতহুল বারীঃ উহুদ যুদ্ধ।

اس غزوہ میں کفار کے بائیس یا تئیس آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے ستر آدمی شہید ہوئے۔

প্রশ্ন ঃ উহুদ যুদ্ধে কাফিরদের কয়জন নিহত হয় এবং মুসলমানদের কয় জন শহীদ হন?

উত্তর ঃ এ যুদ্ধে কাফিরদের ২২ অথবা ২৩ জন মারা যায় এবং মুসলমানদের পক্ষ হতে ৭০ জন শহীদ হন।

سنہ ۴ھ
চতুর্থ হিজরী

سریہ منذر بجانب بیر معونہ
সারিয়ায়ে মুনযির বীরে মাউনাহ অভিমুখে

اسی سال ماہ صفر میں آپ نے ستر صحابہ کا ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیغ کیلئے بھیجا جن میں بڑے بڑے علمائے صحابہ شامل تھے وہاں پہنچے تو عامر، رعل، ذکوان،

عقبہ، انکے مقابلہ کیلئے کھڑے ہوگئے، بالآخر جنگ ہوئی اور اتفاقاً سب کے سب صحابہ شہید ہوگئے، آنحضرت صلی اللہ علی وسلم کو اس سے سخت رنج پہنچا یہانتک کہ آپنے ان لوگوں کے قاتلین کیلئے چند روز تک صبح کی نماز میں بد دعا فرمائی (سیرت مغلطائی ص ۵۲)

প্রশ্ন ঃ বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনাটি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ চতুর্থ হিজরীরর সফর মাসে আল্লাহর রাসূল (সা.) ৭০জন সাহাবীর এক জামাআত নজদবাসীর নিকট ইসলাম প্রচারের জন্যে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে বড় বড় আলিম সাহাবীও শামিল ছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আমির, রআ'ল, যাকওয়ান ও উকবা শাখা গোত্র মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ন হয়। অবশেষে তীব্র সংঘর্ষের পর ঘটনাক্রমে সকলেই শহীদ হন। মহানী (সা.) এতে অত্যন্ত ব্যথিত হন। এমনকি কয়েকদিন (কোন কোন বর্ণনা মতে) একমাস যাবত ফজরের নামাযে ঐ সকল হত্যাকরীদের জন্য বদদু'আ করেন। -সীরাতে মোগলতাঈ।

اور اسی سال ماہ شوال میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور ام سلمہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں،

প্রশ্ন ঃ চতুর্থ হিজরীর আরো উল্লেখযোগ্য কতিপয় ঘটনা বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ ঐ বছর শাউয়াল মাসে হযরত হাসান (রা.) জন্মগ্রহণ করেন এবং হযরত উম্মে সালামা (রা.) নবী করীম (সা.) এর বিবাহ বন্ধনে আসেন।

۵ھ

পঞ্চম হিজরী

قریش اور یہود کی متفقہ سازش اور غزوۂ احزاب

কুরাইশ ও ইয়াহুদীদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র

এবং গাযওয়ায়ে আহযাব

قریش اور یہود کا اتفاق

কুরাইশ ইয়াহুদী ঐক্য

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحہ کا معاہدہ فرمایا تھا جسکو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے رہے لیکن چونکہ یہودی مدینہ

www.smfoundationbd.com

طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے آپکے تشریف لانیکے بعد اسلام کی روز افزوں شوکت کو دیکھکر انکو سخت غیظ ہوتا تھا اور اسی لئے ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علی وسلم اور مسلمانوں کے درپے آزار رہتے تھے۔

غزوۂ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح ہوئی تو انکے غیظ وغضب کی انتہا نہ رہی اور بالآخر انہوں نے علانیہ عہد شکنی شروع کردی۔ چنانچہ ۲ھ میں انکے قبیلہ بنی قینقاع نے اعلان جنگ کیا اور پھر بنونضیر نے بغاوت شروع کی۔ یہ دیکھکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی مقابلہ ہوا تو وہ سب قلعہ بند ہوگئے۔ کچھ عرصہ تک اسی طرح محصور رہنے کے بعد جلاوطن ہوکر بنوقینقاع شام کے علاقہ میں اور بنونضیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔

প্রশ্ন ঃ মদীনার ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে কৃত অঙ্গীকার কেন ভঙ্গ করে এবং তার পরিণাম কি হয়?

উত্তর ঃ নবী করীম (সা.) মদীনায় আগমনের পর ইয়াহুদীদের সাথে শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তা সর্বদা পালন করতে থাকেন। কিন্তু ইয়াহুদীরা যেহেতু এতো কাল মদীনার সরদার ও নেতা হিসাবে গণ্য হতো, তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মদীনায় আগমনের পর ইসলামের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে চরম ক্রোধ ও হিংসায় জ্বলছিলো। এজন্য তারা সর্বদা নবী করীম (সা.) এবং মুসলমানদের অনিষ্ট সাধনে নিয়োজিত ছিলো।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয়ে তাদের হিংসা ও ক্রোধের সীমা রইলো না। এক পর্যায়ে তারা প্রকাশ্যভাবে চুক্তি ভঙ্গ করতে শুরু করলো। হিজরী দ্বিতীয় সনে ইয়াহুদীদের বনু কাইনুকা গোত্র প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। অপর দিকে বনু নাযির গোত্রও বিদ্রোহ শুরু করলো। এ পরিস্থিতি দেখে মহানবী (সা.) যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পর তারা পালিয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কিছু দিন যাবত উক্ত দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার পর নির্বাসিত হয়ে বনু কাইনুকা গেলো সিরিয়ায় এবং বনু নাযীর গেলো খাইবর ইত্যাদি এলাকায়।

ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں کے یہود اور منافقین کو خطوط لکھکر نہ صرف مخالفت پر

اکسا رہے تھے بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وہاں سے نکالدو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کرینگے (ابوداؤد)

اسوقت یہ اسباب باہمی ربط واتحاد کا بہانہ بن گئے اوراب قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہوگئیں۔ مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ لگ گئی۔ چنانچہ غزوۂ ذات الرقاع مؤرخ ۱۰ محرم ۵ھ اسی سازش کا نتیجہ تھا اور پھر غزوۂ دومۃ الجندل جو ربیع الاول ۵ھ میں واقع ہوا وہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھی۔ غزوۂ بنی المصطلق مؤرخہ ۲ شعبان ۵ھ کا باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصہ تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہوکر ترقی کرتی رہیں۔

প্রশ্ন ঃ গাযওয়ায়ে আহযাবের পূর্বে মক্কার কুরাইশ এবং মদীনার ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের কয়েকটি সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ এদিকে মক্কার কুরাইশরা মদীনার ইয়াহুদী ও মুনাফিকদিগকে বার বার পত্র লিখে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুধু ইন্ধনই যোগাচ্ছিল না; বরং এ হুমকিও দিচ্ছিলো যে, তোমরা যদি মুহাম্মাদ (সা.) কে মদীনা হতে বিতাড়িত না কর; তাহলে আমরা তোমাদের সাথেও যুদ্ধে লিপ্ত হব।

তখন এ সকল কারণ তাদের পারস্পরিক ঐক্য ও সেতুবন্ধনের কাজ করলো। এ অবস্থায় মক্কার কুরাইশ, মদীনার ইয়াহুদী ও মুনাফিক সকলের সমন্বয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত শক্তিতে পরিণত হলো। মক্কা হতে মদীনা পর্যন্ত সকল গোত্রের মধ্যে এক দাবানল জ্বলে উঠলো। পঞ্চম হিজরী সনে ১০ই মুহাররম সংঘটিত যাতুর্‌রিকা যুদ্ধটি ছিলো এ ষড়যন্ত্রেরই প্রতিফল।

অতঃপর পঞ্চম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে দাওমাতুল জান্দাল যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পিছনে ঐ একই কারণ নিহিত ছিলো। এভাবে পঞ্চম হিজরী সনের ২রা শাবান সংঘটিত বনী মুস্তালিক যুদ্ধ ও এ সম্মিলিত ঐক্যের কারণে ঘটেছিল। এ সকল ষড়যন্ত্র দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে।

শব্দার্থঃ اکسار ইন্ধন। ربط পারস্পরিক মিল। اتحاد ঐক্য, সেতু বন্ধন। ترقی তীব্র।

غزوۂ احزاب اور واقعہ خندق

গাযওয়ায়ে আহযাব ও পরিখার ঘটনা

بالآخر ذی قعدہ ۵ھ میں سب نے اپنی پوری پوری قوتیں جمع کر کے یکبارگی مدینہ طیبہ پر حملہ کی ٹھہرائی۔ اور اسطرح دس ہزار آدمیوں کا لشکر جرار مسلمانوں کے مٹانے کیلئے مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسیؓ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکلکر جنگ کرنا مناسب نہیں بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر انکی گھسنے کا احتمال ہے اسطرف خندق کھودی جائے۔ چنانچہ آپ تین ہزار صحابہ ساتھ لیکر خندق کھودنے کیلئے خود بھی کمربستہ ہوگئے۔ چھ دن میں یہ پانچ گز گہری خندق اسطرح تیار ہوئی کہ اسکے کھودنے میں خود سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔ (سیرت مغلطائی ص۵۶) ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکال آئی جسکی وجہ سے سب کے سب عاجز ہوگئے۔ آپنے خود اپنے دست مبارک سے ایک پھاوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ غرض خندق تیار ہوگئی۔

ادھر کفار کا لشکر آپہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کرلیا۔ تقریبا پندرہ روز تک مسلمان مدینہ میں محصور رہے۔ اسی عرصہ میں یہود کے باقی ماندہ قبیلہ بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کر کے کفار کے لشکر میں ایک بہت بڑا اضافہ کردیا۔ محاصرہ کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ رسد کی قلت سے صحابہ پر تین وقت کی فاقہ گذر گئے۔ ایک روز مضطر ہو کر صحابہ نے اپنے پیٹ کھولکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے کہ سب نے پیٹ سے پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپنے اپنا شکم مبارک کھولکر دکھایا جس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔

ادھر محاصرین جب خندق سے عبور نہ کرسکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کئے جانبین سے مسلسل تیراندازی ہوئی۔ اسی سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہوئیں۔

প্রশ্ন ঃ গাযওয়ায়ে আহযাব ও পরিখা খননের ঘটনা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ গাযওয়ায়ে আহযাব ও পরিখার ঘটনা ঃ

অবশেষে পঞ্চম হিজরী সনের যীকা'দা মাসে সকলে নিজ নিজ পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করে সম্মিলিত ভাবে মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলো। এ উদ্দেশ্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) সৈনিকের এক বিশাল বাহিনী ভূপৃষ্ঠ হতে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে মদীনাভিমুখে অগ্রসর হলো। নবী করীম (সা.) এ সংবাদ অবগত হয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) কে সমবেত করে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) এ মর্মে রায় দিলেন যে, মদীনার বাইরে গিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সমীচিন হবে না। বরং যেদিক থেকে তাদের শহরে প্রবেশের সম্ভবনা আছে, সেদিকে পরিখা খনন করা হোক। তাঁর এ সিদ্ধান্তক্রমে নবী করীম (সা.) ৩০০০ সাহাবীর (রা.) এক বাহিনী সঙ্গে নিয়ে পরিখা খননের জন্যে প্রস্তুত হলেন। মাত্র ছয় দিনে ১০ হাত গভীর সু-দীর্ঘ পরিখা খনন করা হলো। এ পরিখা খনন কার্যে নবী করীম (সা.) নিজেও শরীক হলেন। -সীরাতে মোগলতাঈঃ ৫৬পৃঃ।

পরিখা খনন কালে এক বিরাট শিলাখন্ড বের হয়। সাহাবীগণ তা ভাঙতে ব্যর্থ হলেন। নবী করীম (সা.) স্বীয় কোদালের আঘাত করলে অমনি তা খন্ড-বিখন্ড হয়ে গেলো। মোটকথা, পরিখা খনন কার্য এভাবে সম্পন্ন হয়ে গেলো।

এদিকে কাফির বাহিনীও পৌঁছে গেলো এবং মদীনা অবরোধ করলো। প্রায় ১৫ দিন মুসলমানগণ মদীনায় অবরুদ্ধ থাকেন। ইতিমধ্যে ইয়াহুদীদের অবশিষ্ট গোত্র বনু কুরাইযাও চুক্তি ভঙ্গ করে কাফিরদের বাহিনীতে যোগদান করে তাদের দল বেশ ভারী করে দিলো। অবরোধের কারণে মদীনায় চরম অস্থিরতা বিরাজ করলো। খাদ্য দ্রব্যের অভাব সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে কাটাতে হলো। একদিন ক্ষুধায় অস্থির হয়ে কতিপয় সাহাবী নিজ নিজ পেটের উপর বাধা পাথর নবীজীকে দেখালেন। নবীজী (সা.) তখন স্বীয় জামা মুবারক উঁচু করে দেখালেন যে, তাঁর পেট মুবারকের উপর দুটি পাথর বাধা রয়েছে। এদিকে অবরোধকারীরা যখন পরিখা পার হতে স্বক্ষম হলো না, তখন সেখান থেকে তীর বর্শা নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। উভয় পক্ষ থেকে অবিরাম তীর নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। এ সময় নবী করীম (সা.) এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গেলো।

کفار پر ہوا کا طوفان اور نصرت الٰہی۔

কাফেরদের উপর ঝড় ও প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া এবং আল্লাহর সাহায্য

بلا آخر خداوند عالم نے اس بے سروسامان جماعت کی امداد فرمائی اور لشکر کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرمایا کہ خیموں کی چوبیں اکھڑ گئیں، چولھوں سے دیگچیاں الٹ گئیں جس نے انکی فوج کے حواس معطل کر دیئے اور انکا سامان رسد بھی ختم ہوگیا۔ اور ادھر نعیم ابن مسعودؓ نے ایک ایسی تدبیر کی کہ جس سے کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ غرض سب اسباب ایسے جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں میدان صاف ہوگیا۔

প্রশ্ন ঃ গাযওয়ায়ে আহযাবে তথা এ পরিখা যুদ্ধে কাফিরদের উপর ঝড় ও প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া ও মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ঘটনাটি উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সহায়-সম্বলহীন মুসলিম বাহিনীর সাহায্য করলেন। কাফির বাহিনীর উপর এমন ঝড় ও ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করলেন যা দ্বারা তাদের তাঁবুর খুঁটি সমূহ উপড়ে ফেলে দিলো। চুলার উপর থেকে ডেগ-পাতিল উল্টে গেল। এতে কাফির বাহিনীর বিবেক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো এবং তাদের রসদ-পত্রও শেষ হয়ে গেল। অপরদিকে হযরত নুআাঈম ইবনে বশীর (রা.) এমন একটি কৌশল অবলম্বন করলেন যাতে তাদের মধ্যে ভাঙ্গণ সৃষ্টি হয়ে গেলো। মোটকথা, এমন সব কারণ-উপকরণ একত্রিত হলো যাতে কাফির বাহিনীর পা টল-টলয়মান হয়ে গেলো এবং সামান্য সময়ের মধ্যে ময়দান পরিস্কার হয়ে গেলো।

واقعات متفرقہ

বিবিধ ঘটনা

اسی سال میں حج فرض ہوا اسکی تاریخ میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ اس سال ماہ جمادی الاولی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عبداللہ بن عثمان یعنی رقیہ کے

صاحبزادے فوت ہوئے اور آخر شوال میں عائشہ صدیقہؓ کی والدہ کی وفات ہوئی اور ذی قعدہ میں زینب بنت جحش آپکے عقد میں آئیں۔ اسی سال مدینہ میں زلزلہ آیا اور خسوف قمر ہوا۔ (مغلطائی ۵۵)

প্রশ্ন ঃ পঞ্চম হিজরীতে আরো কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে তা বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ এ বছরই হজ্জ ফরয হয়। তবে এর তারিখের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম উক্তি আছে। এ বছর জুমাদাল উলা মাসে নবীজী (সা.) এ দৌহিত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উসমানের (হযরত রুকাইয়ার গর্ভজাত) পুত্রের ইন্তিকাল হয়। শাউয়ালের শেষ লগ্নে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এর জননী ইন্তিকাল করেন। এ বছরের যী-কা'দা মাসে হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) নবী করীম (সা.) এ বিবাহ বন্ধনে আসেন। এ বছরই মদীনায় ভূমিকম্প ও চন্দ্র গ্রহণ হয়। -মোগলতাঈঃ ৫৫পৃঃ।

৬ھ

صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، سلاطین دنیا کو دعوت اسلام

৬ষ্ট হিজরী

{হুদাইবিয়ার সন্ধি, বাইয়াতের রিদওয়ান, বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহগণের নিকট ইসলামের দাওয়াত}

شروع ذیقعدہ ۶ھ میں نبی کریم ﷺ نے مکہ معظّمہ کا ارادہ فرمایا اور عمرہ کا احرام باندھا۔ صحابہؓ کی بھی ایک بڑی جماعت جسکی تعداد چودہ پندرہ سو بیان کی جاتی ہے آپ کے ساتھ ہوئی (سیرت مغلطائی)

حدیبیہ مکہ معظّمہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ایک کنواں ہے اور اسی کے نام سے گاؤں کا نام بھی حدیبیہ مشہور ہے، آپ نے وہاں پہنچکر قیام فرمایا۔

প্রশ্ন ঃ হুদাইবিয়া কি এবং তা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর ঃ ষষ্ঠ হিজরী সনের যী-কা'দা মাসের শুরুতে নবী করীম (সা.) মক্কা গমনের পরিকল্পনা করেন এবং উমরার ইহরাম বাঁধেন। ১৪-১৫শ

সাহাবায়ে কিরাম এর এক জামাআ'তও তাঁর সঙ্গী হলেন। -সীরাতে মোগলতাঈ।

হুদাইবিয়া মক্কা মুয়াযযমা হতে এক মনযিল (১৬মাইল) দূরে অবস্থিত একটি কূপের নাম। কূপের কারণে সংলগ্ন গ্রামটি হুদাইবিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করলেন।

آپ ﷺ کا معجزہ

নবী করীম (সা.) এর মুজিযা

ایک کنواں بالکل خشک تھا نبی کریم ﷺ کے اعجاز سے اس میں اتنا پانی آگیا کہ سب سیراب ہو گئے۔

প্রশ্ন ঃ হুদাইবিয়ায় রাসূল (সা.) এ প্রকাশিত মুজিযাটি বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ পার্শ্বে সম্পুর্ণ শুষ্ক একটি কূপ ছিল। রাসূলে করীম (সা.) এর মুজিযায় তাতে এ পরিমাণ পানি আসলো যে, সকলে পান করে তৃপ্ত হয়ে গেলেন।

یہاں پہنچکر آپ نے حضرت عثمانؓ کو مکہ بھیجا کہ قریش کو مطلع کر دیں کہ آنحضرت ﷺ اس وقت محض زیارت بیت اللہ اور عمرہ کیلئے تشریف لائے ہیں اور کوئی سیاسی غرض نہیں۔ حضرت عثمانؓ پہنچے تو کفار نے انکو روک لیا ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمانؓ کو قتل کر دیا۔ نبی کریم ﷺ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے جہاد کی بیعت کی جسکا ذکر قرآن مجید میں ہے اور جسکو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔

بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی بلکہ قریش نے سہیل بن عمرو کو شرائط صلح طے کرنے کیلئے بھیجا حسب ذیل شرائط طے ہو کر عہد نامہ لکھا گیا اور دس سال کیلئے باہمی صلح ہو گئی۔

প্রশ্ন ঃ বাইআতে রিদওয়ান কাকে বলে এবং তা কোথায় কি প্রেক্ষাপটে সংঘটিত হয়?

উত্তর ঃ হুদাইবিয়ায় পৌঁছার পর নবী করীম (সা.) হযরত উসমান (রা.) কে এ ব্যাপারে অবহিত করার জন্যে মক্কায় প্রেরণ করলেন যে, মহানবী (সা.) কেবল বাইতুল্লাহর জিয়ারত ও উমরা পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্যে নয়। হযরত উসমান (রা.) মক্কায় পৌঁছলে কাফিররা তাঁকে বন্দী করে রাখে। এদিকে মুসলমানদের মধ্যে সংবাদ রটে গেলো যে, কাফিররা হযরত উসমান (রা.) কে কতল করে ফেলেছে। নবী করীম (সা.) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি একটি বাবুল বৃক্ষের নীচে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) হতে জিহাদের বাইআত গ্রহণ করলেন। কুরআন মজীদে এর আলোচনা এসেছে। এ বাইআতকে বাইআতে রিদওয়ান বলা হয়।

পরবর্তীতে জানা গেলো যে, সংবাদটি সঠিক নয়। বরং কুরাইশরা সুহাইল ইবনে আমরকে সন্ধির শর্ত চূড়ান্ত করার জন্যে পাঠালো। নিম্নোক্ত শর্তাবলী চূড়ান্ত করে সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করা হলো এবং সন্ধির মেয়াদ নির্ধারণ করা হলো দশ বছর।

مسلمان اسوقت واپس جائیں۔آئندہ سال صرف تین دن قیام کرکے چلے جائیں۔ ہتھیار لگا کر نہ آئیں تلوار ساتھ ہوتو وہ میان میں رکھیں، مکہ سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لیجائیں۔اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہیں تو اسے منع نہ کریں اور اگر مدینہ سے کوئی آجائے تو کفار اسے واپس نہ کریں۔

প্রশ্ন ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধিনামায় কি কি শর্তাবলী ছিলো?

উত্তর ঃ সন্ধির শর্তাবলী ঃ

(১) মুসলমানগণ এ বছর ফিরে যাবে। (২) আগামী বছর মক্কায় এসে মাত্র তিন দিন অবস্থান করবে। (৩) সশস্ত্র অবস্থায় আসতে পারবে না। সঙ্গে তরবারি থাকলে তা কোষবদ্ধ রাখতে হবে। (৪) মক্কা থেকে কোন মুসলমানকে সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। (৫) কোন মুসলমান যদি মক্কায় থাকতে চায়, তাহলে তাকে বাঁধা দিতে পারবে না। (৬) মক্কা ছেড়ে কেউ মদীনা চলে গেলে মুসলমানরা তাঁকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। (৭) পক্ষান্তরে মদীনা থেকে যদি কেউ মক্কায় চলে আসে তাহলে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।

یہ تمام شرائط اگر چہ مسلمانوں کے خلاف تھیں اور یہ صلح بظاہر مغلوبانہ صلح تھی لیکن خدا تعالی نے اسکا نام فتح رکھا اور اسی سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ صحابہ ؓ کو اسطرح دب کر صلح کرنا سخت ناگوار تھا۔ حضرت عمرؓ نے باصرار آپکی خدمت میں عرض بھی کیا لیکن آپنے فرمایا کہ مجھے خدا کا یہی حکم ہے اور اسی میں ہمارے مستقبل کی تمام فلاح مضمر ہے۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے اس معمے کو حل کر دیا کیونکہ اس صلح کی بدولت اطمینان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد ورفت شروع ہوگئی کفار نے آپکی خدمت میں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے لگے۔

ادھر اسلامی اخلاق کی مقناطیسی کشش نے انکو کھینچنا شروع کیا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ اس عرصہ میں اسقدر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے اور درحقیقت یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی۔

প্রশ্ন ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ এ সকল শর্তাবলী যদিও মুসলমানদের বিপক্ষে ছিলো এবং এ সন্ধি বাহ্যিক ভাবে পরাজয় সূচক বটে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এটাকে বিজয় নামে অভিহিত করেছেন। এ সফরেই 'সুরা ফাতহ' নাযিল হয়। এতো নত হয়ে সন্ধি করা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর নিকট ছিল অত্যন্ত অসহ্য। হযরত উমর (রা.) বার বার হুযূর (সা.)কে বলতে লাগলেন, কিন্তু নবী করীম (সা.) বললেন- আমাকে এভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যতের সকল সফলতা নিহিত রয়েছে। সত্যিই পরবর্তী কালের ঘটনা প্রবাহ এর বাস্তবতা প্রমাণ করেছে। কেননা এ সন্ধির সূত্রে মক্কা ও মদীনায় নির্বিঘ্নে আসা-যাওয়া শুরু হয়। কাফিররা নবী করীম (সা.) ও অন্যান্য মুসলমানদের নিকট যাতায়াত করতে থাকে।

এদিকে ইসলামী চরিত্রের আকর্ষণীদের শক্তি কাফিরদিগকে আকৃষ্ট করতে থাকে। ঐতিহাসিকগণ বলেন এ সময়ে এতো বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয় যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। বস্তুতঃ এ সন্ধিটি ছিলো মক্কা বিজয়ের ভূমিকা স্বরূপ।

سلاطین دنیا کو دعوتی خطوط

বিশ্বের রাজা-বাদশাহদের প্রতি দাওয়াতি পত্র

اس صلح کی وجہ سے راستہ مامون ہوگیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک پہنچا دی جائے۔

چنانچہ عمرو بن امیہ کو اصحمہ نام نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامۂ مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا اور تخت سے اتر کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور خوشدلی سے اسلام قبول کرلیا اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں انتقال کر گیا۔

دحیۂ کلبیؓ کو ہرقل نامی بادشاہ روم کے پاس بھیجا۔ اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہوگیا تھا کہ آپ نبی برحق ہیں۔ چنانچہ فورا اسلام لانیکا ارادہ کرلیا۔ مگر اس پر اسکی تمام رعیت برہم ہوگئی اور اسکو یہ قوی خطرہ پیدا ہوگیا کہ اگر میں مسلمان ہوگیا تو یہ لوگ مجھے سلطنت سے معزول کردینگے اسلئے اسلام لانے سے رک گیا۔

حضرت عبداللہ بن حذافہؓ کو کسری خسرو پرویز کج کلاہ ایران کی طرف روانہ فرمایا۔ اس بدبخت نے نامۂ مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور چاک کر کے پارہ پارہ کردیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی اطلاع ہوئی تو آپنے فرمایا کہ اللہ تعالی اسکی سلطنت کو اسی طرح پارہ پارہ کرے جس طرح اس نے ہمارے خطوط کو کیا ہے۔

سید الرسل کی دعا کیسے خالی جاتی۔ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد خسرو پرویز خود اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھ سے نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔

اور حاطب بن ابی بلتعہؓ کو سلطان مصر واسکندریہ (مقوقس) کی طرف بھیجا اسکے دل میں بھی اللہ تعالی نے اسلام کی حقانیت اور آپکی صداقت ڈالدی۔ چنانچہ حضرت

حاطبؓ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے چند تحفے بھیجے جسمیں ایک کنیز ماریہ قبطیہؓ تھی اور ایک سفید خچر جسکا نام دلدل تھا۔ اور ایک روایت میں کہ ایک ہزار دینار اور بیس جوڑے بھی ہدیہ میں تھے۔

اور حضرت عمرو بن عاصؓ کو بادشاہان عمان یعنی جیفر اور عبداللہ کے پاس بھیجا۔ انکو بھی ذاتی تحقیق اور کتب سابقہ کے ذریعہ سے آپکی نبوت حقہ کا یقین ہوگیا اور دونوں مسلمان ہوگئے۔ اور اسی وقت سے رعیت سے مال زکوۃ کا جمع کرنا شروع کردیا اور حضرت عمرو بن عاصؓ کے سپرد کردیا (از سرور المحزون وغیرہ)

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন্ কোন্ বাদশাহর কাছে দাওয়াতি পত্র প্রেরণ করেছেন এবং তারা সে পত্রের সঙ্গে কে কিরূপ আচরণ করেছে?

উত্তর ঃ সন্ধির কারণে রাস্তা নিরাপদ হয়ে গেলে নবী করীম (সা.) বিশ্বের অনেক রাজা-বাদশাহর নিকট সত্যের এ বাণী পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা করলেন। সে মতে আমর ইবনে উমাইয়া (রা.) কে আবিসিনিয়ার বাদশাহ আসহামা নাজ্জাশীর নিকট পাঠালেন। তিনি নবী করীম (সা.) এর পত্রটি উভয় চোখের উপর বুলালেন। অতঃপর সিংহাসন হতে অবতরণ করে মাটিতে বসলেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি নবী করীম (সা.) এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন।

হযরত দাহিয়া কালবী (রা.) কে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করেন। বিভিন্ন অকাট্য প্রমাণাদি ও পূর্বের আসমানী কিতাবের মাধ্যমে তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি সত্য নবী, তাই তিনি তৎক্ষণাত ইসলাম কবুল করার সংকল্প করেন। কিন্তু এর দরুন তার সকল প্রজা তার উপর ক্ষুদ্ধ হয়ে গেলো। এমনকি তাঁর প্রবল আশংকা হলো যে, আমি যদি মুসলমান হই, তাহলে প্রজারা আমাকে সিংহাসন হতে বরখাস্ত করবে। এ কারণে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রইলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রা.) কে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ কিসরার নিকট প্রেরণ করা হয়। নরাধম নবীজী (সা.) এর পত্র মুবারকের সাথে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করলো এবং তা ছিড়ে খন্ড-বিখন্ড করে ফেললো। মহানবী (সা.) উক্ত সংবাদ অবগত হলে তার জন্যে বদ দু'আ করলেন যে, আল্লাহ যেন তার রাজত্ব এরূপ খন্ড-বিখন্ড করে দেন যেরূপ সে আমার পত্রকে খন্ড-বিখন্ড করেছে। সাইয়িদুল মুরসালীন (সা.) এর

দু'আ বৃথা যেতে পারেনা সামান্য কয়েকদিন পরেই খসরু পারভেজ তারই পুত্র শেরয়িয়াহ এর হাতে অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হয়।

হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতা (রা.) কে মিশর আলেকজান্ডারিয়ার সম্রাট মুকাওকিসের নিকট প্রেরণ করেন। তার হৃদয়ে আল্লাহ তাআলা ইসলামের সত্যতা এবং রাসূলে করীম (সা.) এর সততার প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন। হযরত হাতিব (রা.) এর সাথে বেশ সৌজন্যমূলক আচরণ করলেন এবং নবী করীম (সা.) এর জন্যে কতিপয় উপঢৌকন প্রেরণ করলেন। তন্মধ্যে ছিলো একটি দাসী মারিয়া কিবতিয়া ও দুলদুল নামক একটি সাদা খচ্চর।

অপর এক বর্ণনা মতে এগুলোর সাথে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ও বিশ জোড়া মূল্যবান পোশাকও ছিলো।

হযরত আমর ইবনে আ'স (রা.) কে আম্মানের বাদশাহ জাইফর ও আব্দুল্লাহর নিকট প্রেরণ করলেন। তাঁদেরও ব্যক্তিগত অনুসন্ধান এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুওয়তের সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং উভয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং তখন থেকেই প্রজাদের সম্পদ হতে যাকাত আদায় করতে শুরু করলেন। যাকাতের আদায় কৃত অর্থ হযরত আমর ইবনে আস (রা.) এর নিকট অর্পন করেন। -সুরুরুল মাহযুন প্রভৃতি।

حضرت خالد بن ولیدؓ اور عمرو بن عاصؓ کا اسلام

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও আমর ইনে আস এর ইসলাম গ্রহণ

خالد بن ولید اسوقت تک ہر معرکہ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے اکثر غزوات میں اور بالخصوص احد میں محض ان ہی کے ذریعہ کفار کے اکھڑے ہوئے پاؤں جمے تھے لیکن صلح حدیبہ کے بعد خود بخود مکہ سے مسلمان ہونے کیلئے سفر کرتے ہیں راستہ میں عمرو بن عاص سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی قصد سے جارہے ہیں دونوں ساتھ پہنچکر مشرف باسلام ہوئے (اصابہ للحافظ)

প্রশ্ন ঃ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ও আমর ইবনে আস (রা.) এর

ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ তখনো মুসলমানদের বিপক্ষে সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করে আসছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে বিশেষ করে উহুদ যুদ্ধে তাঁরই কারণে কাফিরদের স্খলিত পা দৃঢ় হয়েছিল। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির পর তিনি স্বতঃস্ফুর্ত ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা হতে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে আমর ইবনে আসের সাথে সাক্ষাত হলে জানতে পারলেন যে, তিনিও একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। উভয়ে একত্রে মদীনা পৌঁছে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। -আল ইসাবা - হাফিয ইবনে হাজার রচিত।

۷ھ غزوۂ خیبر فتح فدک وعمرۂ قضاء

সপ্তম হিজরী

গাযওয়ায়ে খাইবর, ফাদাক বিজয় ও উমরাতুল কাযা

یہود مدینہ میں سے بنونضیر جب خیبر میں جا کر آباد ہوئے تو خیبر یہودیت کا مرکز بن گیا تھا۔ یہ لوگ تمام اطراف کے عرب کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ محرم یا جمادی الاولی ۷ھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چار سو پیادہ اور دو سو سواروں کے ساتھ ان پر جہاد کیلئے تشریف لے گئے۔ قتل وقتال کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہود کی تمام قلعے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔

প্রশ্ন ঃ খাইবার যুদ্ধের বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ মদীনার ইয়াহুদীদের মধ্য হতে বনু নাযীর গোত্র খাইবার১. যেয়ে বসতি স্থাপন করলে খাইবার ইয়াহুদীদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। তারা পার্শ্ববর্তী সকল অধিবাসীদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করে। সপ্তম হিজরী সনের মুহাররম বা জুমাদাল উলা মাসে মহানবী (সা.) ৪০০ পদাতিক এবং ২০০ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে গমন করেন। সংঘর্ষের পর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন এবং ইয়াহুদীদের সকল দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

টীকা.১ মদীনা হতে সিরিয়া অভিমুখে তিন চার মঞ্জিল দুরে অবস্থিত একটি বড় শহর। যরকানী ২য় খন্ড ২৬৭ পৃঃ

اس جہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے زیادہ حصہ لیا اور باب خیبر کو ہاتھ سے تنہا اکھاڑ دیا۔ حالانکہ ستر آدمی اس کے ہلانے سے عاجز تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس دروازہ کو آپنے بجائے ڈھال کے استعمال کیا۔ (زرقانی ص ۲۲۹ ج ۲)

প্রশ্ন ঃ খাইবার যুদ্ধে আলী (রা.) এর বিশেষ ভূমিকা কি ছিল?
উত্তর ঃ এ জিহাদে হযরত আলী (রা.) বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। খাইবারের ফটককে স্বহস্তে উৎপাটন করেন। অথচ ৭০ জন মিলেও তা নাড়াতে সক্ষম ছিল না। কোন কোন বর্ণনা মতে তিনি উক্ত ফটককে ঢালের পরিবর্তে ব্যহার করেন। -যরকানী: ২য় খঃ ২২৯ পৃঃ।

فتح فدک
ফাদাক বিজয়

خیبر فتح ہونیکے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود فدک کی طرف ایک رسالہ بھیجا۔ انہوں نے صلح کر لی۔

প্রশ্ন ঃ ফাদাক বিজয় সম্পর্কে যা জান লিখ।
উত্তর ঃ খাইবার বিজয়ের পর মহানবী (সা.) ফাদাকের ইয়াহুদীদের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। অতঃপর তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে।

عمرۂ قضاء
উমরায়ে কাযা

صلح حدیبیہ میں جو عمرہ چھوڑ دیا گیا تھا اور کفار قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور تین دن سے زائد قیام نہ کرینگے۔ اس سال حسب وعدہ آپ مع تمام رفقاء کے پھر تشریف لے گئے اور شرائط معاہدہ کی پوری پابندی کے ساتھ عمرہ ادا فرما کر واپس تشریف لائے۔

প্রশ্ন ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যে উমরা কাযা হয়েছিল রাসূল (সা.) তা কখন কাযা করেন?
উত্তর ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উমরা কাযা হয়ে গিয়েছিলো কারণ

কুরাইশদের সাথে এ চুক্তি হয়েছিলো যে, উক্ত বছর উমরা পালন না করে পরবর্তী বছর তা পালন করবেন, তবে তিন দিনের অধিক মক্কায় অবস্থান করবেন না। এ শর্তানুযায়ী এ বছর রাসূল (সা.) সমস্ত সাথী সঙ্গী নিয়ে পুনরায় উক্ত উমরা পালন কল্পে মক্কায় গমন করেন। সন্ধির শর্তাবলী পুংখানু পুংখানুরূপে পালন করে উমরা আদায় করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

۸ھ (سریہ موتہ وفتح مکہ معظّمہ)

অষ্টম হিজরী (মুতার যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়)

سریہ موتہ موتہ ملک شام میں شہر بلقاء کے مضافات میں بیت المقدس سے تقریبا دومنزل کے فاصلہ پر ایک مقام کا نام ہے، یہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی جسکا باعث یہ تھا کہ عمر بن شرحبیل نے جو شاہ روم کی طرف سے بصری کا گورنر تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر کو قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۸ھ کے نصف میں تین ہزار صحابہ کا لشکر اسکی طرف روانہ کیا۔ جب لشکر موتہ کے قریب پہنچا تو رومیوں کو اطلاع ہوئی وہ ڈیڑھ لاکھ لشکر لیکر مقابلہ کیلئے نکلے۔ چند روز جنگ ہونیکے بعد خدا تعالی نے ڈیڑھ لاکھ کفار پر تین ہزار مسلمانوں کا رعب اس طرح ڈالدیا کہ پسپا ہونیکے سوا اور کوئی صورت نجات نہ ملی

(تلخیص السیرت)

প্রশ্ন ঃ মুতা কোথায় অবস্থিত? সে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট উল্লেখপূর্বক যুদ্ধের বিবরণ পেশ কর।

উত্তর ঃ সিরিয়ার বালকা শহরের উপকণ্ঠে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে প্রায় ২ দুই মনযিল দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম মুতা।১.

টীকা১. موتہ (মুতা) শব্দুটির میم এর উপর পেশ এবং واؤ এর উপর যবর ہمزہ বিহীন সুকুন। তবে কারো মতে واؤ এর উপর ہمزہ হবে। যুরকানী ২য় খন্ড ২৬৭ পৃঃ

এখানে প্রথমে মুসলমান ও ইয়াহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের কারণ এই যে, রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে বুসরার গভর্ণর ছিলো তখন আমর ইবনে শুরাহবীল। সে মহানবী (সা.) এর প্রেরিত দূত হযরত হারিস ইবনে উমাইর (রা). কে হত্যা করে। এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর নবী করীম (সা.) অষ্টম হিজরী সনের মধ্যভাগে তিন হাজার সাহাবীর এক বাহিনী মুতা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

সাহাবীদের বাহিনী যখন মুতার নিকটবর্তী পৌঁছেন, তখন রোমানরা এ ব্যাপারে অবগত হয়ে দেড় লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী তাঁদের মুকাবিলার জন্যে বের হয়। কয়েকদিন যুদ্ধ হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা দেড় লক্ষ কাফির সৈন্যের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি এতো ভীতি সঞ্চার করে দেন, যাতে তারা পলায়ন করা ছাড়া রক্ষার আর কোন উপায় দেখল না। -তালখীসুস সীরাত।

فتح مکہ

মক্কা বিজয়

حدیبیہ میں جو صلحنامہ لکھا گیا تھا مسلمان اپنی عادت کے موافق پوری پابندی کیساتھ اس پر عامل تھے کہ ۸ھ میں قریش نے عہد شکنی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجکر قریش کے سامنے چند شرطیں تجدید عہد صلح کیلئے پیش فرمائی۔ اور آخر میں تحریر فرمادیا کہ اگر یہ شرطیں منظور نہ ہوں تو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے نقض معاہدہ ہی کو پسند کیا۔

بالآخر آپنے جہاد کی پوری تیاری شروع کردی اور ۱۰ رمضان المبارک ۸ھ بروز چہرشنبہ عصر کے بعد دس ہزار صحابہ کی جمعیت کے ساتھ آپ مدینہ طیبہ سے نکلے۔ مقام کدید یہ میں مغرب کا وقت ہوگیا تو روزہ افطار فرمایا۔ مکہ معظّمہ پہنچکر حضرت خالد بن ولیدؓ کو لشکر کے ایک حصہ کے ساتھ روانہ کیا کہ اوپر کیجانب سے مکہ میں داخل ہوں اور ان سے فرمادیا کہ جو شخص تم سے مقاتلہ نہ کرے تو تم بھی انسے قتال نہ کرنا۔ ادھر دوسری جانب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اعلان عام

www.smfoundationbd.com

فرمادیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوجائے وہ مامون ہے اور جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے وہ مامون ہے اور جو اپنی گھر کا دروازہ بند کرے وہ مامون ہے البتہ صرف گیارہ مرد اور چار عورتوں کا خون معاف نہ فرمایا جنکا وجود خود ہر قسم کے فتنوں کا مجسمہ تھا مگر یہ سب منتشر ہوگئے اور پھر ان میں سے اکثر آدمی بعد فتح مکہ کے مدینہ طیبہ پہنچکر مسلمان ہوگئے۔

۲۰ رمضان یوم جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اسوقت تک کعبہ کے گرد تین سوساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ آپکے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جب آپ کسی بت کے پاس گذرتے تو اس سے اشارہ فرمادیتے تھے اور وہ بت منہ کے بل گر پڑتا تھا اور یہ آیت کریمہ زبان مبارک پر تھی ۔جاء الحق وزھق الباطل ان الباطل کان زھوقا۔

প্রশ্ন ঃ মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপট ও উল্লেখপূর্বক ঘটনার বিবরণ পেশ কর।

উত্তর ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধিতে যে সব শর্তাবলী স্থির হয়েছিলো মুসলমানগণ তা পূর্ণরূপে পালন করে আসছিলেন। কিন্তু অষ্টম হিজরী সনে কুরাইশরা উক্ত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে। নবী করীম (সা.) একজন দূতের মাধ্যমে কুরাইশদের নিকট হুদাইবিয়ার সন্ধি নবায়ন করার জন্যে প্রস্তাব পেশ করেন এবং পরিশেষে লিখে দিলেন যে, এ সকল শর্ত যদি গৃহীত না হয়, তাহলে আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গের ঘোষণা দিচ্ছি। কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গের দিকটিই পছন্দ করলো। অবশেষে আল্লাহর রাসূল (সা.) জিহাদের জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। সে মুতাবিক অষ্টম হিজরী সনের ১০ই রমাযান মঙ্গলবার আসরের নামাযের পর ১০,০০০ (দশহাজার) সাহাবীর১. এক বিশাল বাহিনী নিয়ে নবী করীম (সা.) মদীনা তাইয়িবা হতে বের হন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে মাগরিবের ওয়াক্ত হলে সেখানে ইফতার করেন। মক্কা মুআযযমায় পৌঁছে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.কে একদল সৈন্য দিয়ে উঁচু দিক থেকে শহরে প্রবেশের নির্দেশ দেন এবং বললেন- যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয় তেমরাও তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না।

এদিকে স্বংয় রাসূলে করীম (সা.) অপর দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন

টীকা.১ হাকীমের বর্ণনা মতে ১২ হাজার। মোগলতাঈ।

এবং সাধারণ ঘোষণা করে দিলেন যে, "যারা মসজিদে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ। যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে পবেশ করবে তারা নিরাপদ। যারা নিজ গৃহে দরজা বন্ধ করে থাকবে তারা নিরাপদ। তবে মাত্র ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলার খুন ক্ষমা করলেন না। কারণ এদের অস্তিত্বই বিভিন্ন ধরনের কলহের উৎস ছিলো। এদের সকলেই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। তন্মধ্য হতে অধিকাংশই মক্কা বিজয়ের পর মদীনায় পৌঁছে মুসলমান হয়ে যায়।

২০ শে রমাযান শুক্রবার আল্লাহর রাসূল (সা.) তাওয়াফ কার্য সম্পন্ন করেন। তখনো পর্যন্ত কাবা গৃহের চতুরপার্শ্বে ৩৬০টি মূর্তি রাখছিল। রাসূল (সা.) এর হাত মুবারকে একটি শলাকা ছিলো। তিনি যখন কোন মূর্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করতেন তখন তদ্বারা ইশারা করতেন- অমনি তা উপুড় হয়ে ভূপাতিত হতো। তখন আল্লাহর রাসূলের যবানে এ আয়াত মুবারক উচচারিত হচ্ছিলো -

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔

অর্থাৎ, সত্য আগমন করেছে, বাতিল দূরীভূত হয়েছে। নিশ্চয়ই বাতিল ধবংসশীল।

فتح مکہ کے بعد قریش کیساتھ مسلمانوں کا سلوک

মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের আচরণ

طواف سے فارغ ہوکر آپنے کعبہ کی کنجی عثمان بن طلحہ شیبی حاجب کعبہ سے لے لی اور اندر تشریف لے گئے وہاں سے باہر تشریف لانیکے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوکر آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے لوگ اسکے منتظر تھے کہ آج قریش کے حق میں آپکا کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ لیکن رحمت عالم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ہر طرح آزاد اور مامون ہو۔ پھر کعبہ کی کنجی بھی ان ہی کو واپس دیدی

(تلخیص السیرت)

প্রশ্ন ঃ মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানরা কুরাইশদের সাথে কিরূপ আচরণ করেন?

উত্তর ঃ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর নবী করীম (সা.) উসমান ইবনে তালহা শাইবীর নিকট হতে কা'বা গৃহের চাবি গ্রহণ করেন এবং ভিতরে

প্রবেশ করেন। বের হওয়ার পর মাকামে ইবরাহীমে নামায আদায় করেন। নামায শেষ করে তিনি মসজিদে তাশরীফ নিলেন। অদ্য কুরাইশদের ব্যাপারে তিনি কি নির্দেশ জারী করবেন এ অপেক্ষায় সকলে অপেক্ষমান। আল্লাহর নবী (সা.) কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন- " তোমরা সর্ব দিক দিয়ে স্বাধীন ও নিরাপদ।" অতঃপর তিনি কা'বা গৃহের চাবিও ফেরত দিয়ে দিলেন। -তালখীসুস সীরাত।

نبی کریم صلی اللہ وسلم کا خلق عظیم اور ابوسفیان کا اسلام

নবী করীম (সা.) এর মহত্ত চরিত্র ও আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

ابوسفیان جو ابتک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے علمبردار تھے اور تقریبا قریش کے تمام معرکوں میں انکی فوج کے افسر بھی یہی ہوتے تھے فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کیلئے مکہ سے باہر نکلے تھے صحابہ نے گرفتار کرلیا۔لیکن جب گرفتار ہو کہ رحمۃ للعالمین کے دربار میں حاضر کئے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا حکم ہو جاتا ہے اور اسی کا یہ اثر ہے کہ ابوسفیان فوراً اسلام کے حلقہ بگوش بنجاتے ہیں۔اور اب ہم ان کو حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن ایک شخص ہانپتا کانپتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سراپا رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو مطمئن رہو میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں۔

প্রশ্ন ঃ আবু সুফিয়ানের (রা.) ইসলাম গ্রহণের বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ আবু সুফিয়ান যিনি তখনো পর্যন্ত কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা বড় সরদার (পতাকাবাহী) তথা নেতা ছিলেন এবং প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি কুরাইশ বাহিনীর সেনাপতি থাকতেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামী বাহিনীর তথ্য গ্রহণের জন্যে মক্কার বাইরে আসলে সাহাবীগণ তাকে বন্দী করেন। কিন্তু বন্দী হয়ে নবীজী (সা.) এর দরবারে আনীত হলে রহমাতুললীল আলামীনের দরবার হতে তাঁকে ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হলো। এতে তাঁর হৃদয়ে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, আবু সুফিয়ান তখনই

ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ সময় হতে আমরা হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) বলে থাকি।

মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি কাঁপতে কাঁপতে নবী করীম (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হলো। করুণার আধার নবী মুহাম্মাদ (সা.) তাকে বললেন- স্থির হও, শান্ত থাক। আমি কোন বাদশাহ নই। বরং সাধারণ এক মহিলার সন্তান।

فتح مکہ کے بعد آپ پندرہ روز مکہ معظّمہ میں مقیم رہے اسوقت انصار کو یہ خیال ہو کر رنج تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اقامت فرمائیں گے اور ہم آپ سے دور ہو جائیں گے۔ مگر جب آپکو انکے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا نہیں (بلکہ ابتو ہماری موت وحیات تمہارے ساتھ ہے) پھر حضرت عتاب ابن اسید ؓ کو مکہ کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ طیبہ کی طرف واپس ہوئے۔

প্রশ্ন ঃ মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) সেখানে কয়দিন অবস্থান করেন এবং তখন আনসারদের মাঝে কি ভাবনার উদ্রেক হয়?

উত্তর ঃ মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) ১৫ দিন১. মক্কায় অবস্থান করেন। তখন আনসারগণ এ চিন্তায় ব্যাকুল ছিলেন যে, আল্লাহর নবী (সা.) সম্ভবত এখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবেন। আর আমরা তাঁর থেকে দূরে সরে পড়বো। আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন তাঁদের এধারণা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন ইরশাদ করলেন- না! (বরং এখনো আমার জীবন মরণ তোমাদের সাথেই হবে।) অতঃপর হযরত আত্তাব ইবনে উসায়েদ (রা.) কে মক্কার আমীর নিযুক্ত করে তিনি মদীনা তাইয়িবার পথে রওয়ানা হলেন।

غزوۂ حنین

গাযওয়ায়ে হুনাইন

فتح مکہ کے بعد عام طور سے عرب اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا کیونکہ ان میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کی شوکت کے ڈر

টীকা১. সীরাতে মোগলতাঈ পৃ ঃ৭ বুখারীর সনদ সুত্রে, এ ব্যাপারে আরো কতিপয় উক্তি আছে।

سے مسلمان ہونے میں توقف اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے اسوقت وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلہ میں کھڑے ہوں۔

البتہ دو قبیلے ہوازن اور ثقیف غیرت کی وجہ سے آمادۂ جنگ ہو کر مکہ معظّمہ کی طرف مسلمانوں کے قتال کیلئے بڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپنے بارہ ہزار کا لشکر مقابلہ کیلئے جمع کیا جن میں دس ہزار تو وہ مہاجرین اور انصار تھے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے اور دو ہزار نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ (اور یہ ابتک اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی) ۶ شوال ۸ھ کو یہ حزب اللہ (خدائی لشکر) روانہ ہوا اور جب وادئے حنین میں پہنچا تو دشمن پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے فورا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ چونکہ ابھی تک ترتیب صفوف بھی نہیں ہوئی تھی اسلئے اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پسپا ہونے لگا۔

প্রশ্ন ঃ গাযওয়ায়ে হুনাইনের বিবরণ পেশ কর?

উত্তরঃ মক্কা বিজয়ের পর ব্যাপক ভাবে আরববাসী ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। কেননা তাদের মধ্যে অধিকাংশই ইসলামের সত্যতার পূর্ণ বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও কুরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয়ে মুসলামন হতে বিলম্ব করছিলো এবং মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। এখন তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলো। অবশিষ্ট আরববাসীদের ইসলামের বিপক্ষে দাঁড়ানোর সাহস চিরতরে খর্ব হয়ে গেলো।

অবশ্য হাওয়াযেন ও সাকীফ গোত্রদ্বয় তাদের আত্মমর্যাদা বোধের দরুন যুদ্ধের জন্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি ১২ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী যুদ্ধের জন্যে সমবেত করলেন। এদের মধ্যে ১০ হাজার ছিলেন ঐ সমস্ত আনসার ও মুহাজির যারা মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সা.) এর সঙ্গে ছিলেন। বাকী ২ হাজার ছিলেন ঐ সকল মুসলমান, যারা মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। অতীতের তুলনায় এটাই ছিল সর্বাধিক সৈন্য সংখ্যা। ৮ম হিজরী সনে ৬ই শাউয়াল এ হিযবুল্লাহ (আল্লাহর বাহিনী) যাত্রা

করেন। হুনাইন উপত্যকায়১. পৌঁছলে পাহাড়ে লুকায়িত শত্রু বাহিনী অতর্কিতে মুসলমানদের উপর চড়াও হয়। যেহেতু এখনো পর্যন্ত সৈন্যদের কাতার বিন্যস্তও হয়নি, এ কারণে ইসলামী বাহিনীর অগ্রভাগ পিছু হটতে বাধ্য হলেন।

اس پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی بے ترتیبی تھی لیکن حقیقی سبب وہ ہے جسکی طرف قران عزیز نے اشارہ کیا ہے یعنی مسلمان اسوقت خلاف عادت اپنی کثرت اور ساز وسامان کو دیکھکر خوش ہو رہے تھے اور بعض صحابہ کی یہانتک کہ صدیق اکبرؓ کی زبان پر بھی یہ کلمات آ گئے کہ آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اسلئے مالک بے نیاز نے انکو تنبیہ کرنے کیلئے یہ صورت ظاہر فرمائی تا کہ مسلمان سمجھ لیں کہ ہماری فتح وشکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں تلواروں کا کھیل نہیں بلکہ

ایں ہمہ مستی وبیہوشی نہ حد بادہ بود ☆ باحریفاں آنچہ کرد آں نرگس مستانہ کرد

بدر میں بے سروسامانی کے ساتھ فتح مبین اور حنین میں اس قدر ساز وسامان کے باوجود شکست کا یہی راز تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسوقت دوزرہ پہنے ہوئے ایک سفید خچر پر سوار تھے جسکو دلدل کہا جاتا تھا۔ قبائل کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھا تو آپکے ارشاد سے حضرت عباسؓ نے ایک دلیرانہ آواز دی جس سے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے۔ اور طرفین سے قتل وقتال شروع ہو گیا۔

প্রশ্ন ঃ গাযওয়ায়ে হুনাইনে মুসলমানদের পিছু হটার প্রকৃত কারণ কি ছিলো?

উত্তর ঃ এ পিছু হটার বাহ্যিক কারণ তো ছিলো কাতার বিন্যাস না হওয়া। কিন্তু প্রকৃত কারণ অন্যটি যে সম্পর্কে কুরআন মজীদের মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুসলমানগণ তাঁদের চিরাচরিত রীতির বিপরীত এবার সংখ্যাধিক্য ও রণসামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি করে বেশ আনন্দিত ছিলেন। কোন

টীকা.১ হুনাইন" মক্কা নগরী হতে তিন মনযিল দুরে তায়িফের নিকটবর্তী একটি স্থান।

কোন সাহাবী এমনকি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) এর যবানেও একথা উচ্চারিত হয়েছিল যে, "এবার তো আমরা পরাজিত হতেই পারি না"। মহান আল্লাহ পাকের নিকট তাঁদের এ মনোভাব আদৌ পছন্দনীয় ছিলো না। এ জন্যে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে এ অবস্থা সৃষ্টি করলেন। যাতে মুসলমানগণ বুঝতে পারেন যে, তাঁদের জয়-পরাজয় তাঁদের হাতের এবং তীর তলোয়ারের খেলা নয়। বরং এটা সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহ পাকের হাতে।

ایں ہمہ مستی وبیہوشی نہ حد بادہ بود۔ باحریفاں آنچہ کرد آں نرگس مستانہ کرد

শরাবের এসব শক্তি কোথা মত্ত-পাগল করবে সে মোরে-
প্রিয়ের তরে করিছে যা তা করিছে মত্ত নার্গিসে।১.

বদর যুদ্ধে রণ সামগ্রীহীনতা সত্ত্বেও প্রকাশ্য বিজয় এবং হুনাইনে এতো বিপুল পরিমাণ রণসম্ভার থাকা সত্ত্বে প্রাথমিক পরাজয়ের এটাই মূল রহস্য ছিলো। মহাবী (সা.) সে সময় দুটি লৌহ বর্ম পরিধান করে দুলদুল নামক একটি সাদা খচ্চরের উপর আরোহিত ছিলেন, মুসলিম বাহিনীকে পিছু হটতে দেখে তাঁর নির্দেশে আব্বাস (রা.) এক বীরত্বপূর্ণ আওয়াজ দিলেন, যদ্বারা মানুষের স্খলিত পা পুনরায় দৃঢ় হয়ে গেলো এবং উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হলো।

ایک عظیم الشان معجزہ ایک مٹھی مٹی سے تمام لشکر غنیم کو شکست۔

একটি বিশেষ মুজিযা ঃ
(এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সকল শত্রু বাহিনীর পরাজয়)

ادھر آپنے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لشکر غنیم کی طرف پھینکی جسکو قدرت خداوندی نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھوں میں اس طرح پہنچا دیا کہ کوئی ایک آنکھ اس سے نہ بچ سکے۔ (سیرت مغلطائی ص ۷۲) آخر دشمن مرعوب ومغلوب ہوکر بھاگے۔ مسلمانوں میں صرف چار آدمی اور کفار کے (۷۰) سے زیادہ آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں نے جوش انتقام میں بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ مغلطائی۔ ۷۲

টীকা.১ সম্ভবত ঃ উক্ত পংক্তিটির অনুবাদ জনৈক কবি উর্দ্দুতে এভাবে করেছেন।
چرخ کوکب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں ☆ کوئی محبوب ہے اس پردہ زگاری میں

প্রশ্ন ঃ অবশেষে গযাওয়ায়ে হুনাইনে কিভাবে বিজয় লাভ হয়?

উত্তর ঃ এদিকে রাসূলে করীম (সা.) এক মুষ্টি মাটি নিয়ে শত্রু বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ পাকের কুদরত তা বিপক্ষ শত্রু বাহিনীর প্রত্যেকের চোখে পৌঁছে দিলো। কোন চোখই এর থেকে রেহাই পায়নি। -সীরাতে মোগলতাঈ: ৭২ পৃঃ।

অবশেষে শত্রু পক্ষ ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পলায়ন করলো। মুসলমানদের মধ্যে কেবল চার জন এবং কাফেরদের পক্ষের ৭০জন মারা যায়। মুসমানগণ প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনায় শিশু ও নারীদের প্রতি হাত অগ্রসর করলে নবী করীম (সা.) তাদেরকে নিষেধ করেন। -মোগলতাঈ ৭২ পৃঃ।

غزوۂ طائف

গাযওয়ায়ে তায়িফ

اسکے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف متوجہ ہوئے جہاں بنی ثقیف اور ہوازن کا مرکز تھا۔ تقریبا اٹھارہ دن تک اس کا محاصرہ کیا لیکن فتح نہ ہوا۔ جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو ابھی راستہ ہی میں تھے کہ مقام جعرانہ میں طائف سے قبیلہ ہوازن کے وفد آپ کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ حنین کے موقعہ پر جو انکے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے انکو واپس کردیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما کر انکے قیدی واپس فرمادئے جب آپ طائف سے واپس آکر مدینہ میں مقیم ہوگئے تو اہل طائف کا ایک وفد حاضر خدمت ہوکر اور خود درخواست کرکے داخل اسلام ہوگیا۔ (مغلطائی ص ۷۴)

প্রশ্ন ঃ গাযওয়ায়ে তায়িফের বিবরণ পেশ কর।

উত্তর ঃ অতঃপর নবী করীম (সা.) তায়েফের প্রতি দৃষ্টি দিলেন, যা বনী সাফীক ও বনী হাওয়াযিন গোত্রের কেন্দ্রস্থল ছিলো। প্রায় ১৮দিন পর্যন্ত তাদেরকে অবরোধ করে রাখেন; কিন্তু বিজয় সম্ভব হয়নি। নবী করীম (সা.) সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন পথে জিই'ররানা নামক স্থানে তায়িফ থেকে হাওয়াযিন গোত্রের এক কাফেলা নবী করীম (সা.) এর খিদমতে হাযির হলো। তারা আবেদন জানাল যে, হুনাইনের ঘটনাস্থলে মুসলমানদের হাতে তাদের যে সকল মানুষ বন্দী হয়েছে তাদেরকে ফেরত

দিন। নবী করীম (সা.) তাদের এ আবেদন মঞ্জুর করে কয়েদীদের মুক্তি দিলেন। তায়িফ থেকে মদীনায় প্রত্যার্বতনের পর যখন তিনি মদীনায় অবস্থান করতে লাগলেন, তখন তায়িফ বাসীদের একটি দল রাসূল (সা.) এ খিদমতে হাজির হয়ে স্বেচছায় ইসলাম গ্রহণ করে। (মোগলতাঈ ৭৪)

عمرۂ جعرانہ

ওমরায়ে জিইর'রানা

اسکے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ ہی سے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ معظّمہ تشریف لے گئے اور ادائے عمرہ کے بعد پھر مدینہ طیبہ کو واپس ہوئی۔ ۶ ذی قعدہ ۸ھ کو مدینہ میں داخل ہوئے (تلخیص السیرت صفحہ ۵۴)

প্রশ্ন ঃ ওমরায়ে জিই'ররানা সম্পর্কে যা জান লিখ।
উত্তর ঃ জিই'ররানা অবস্থান কালেই রাসূলুল্লাহ (সা.) উমরার নিয়ত করেন এবং এহরাম বেঁধে পবিত্র মক্কায় গমন করেন। উমরা আদায়ের পর পুনরায় মদীনা তাইয়িবায় ফিরে যান। অষ্টম হিজরী সনের ৬ই যীকা'দা তারীখে মদীনায় পৌঁছেন। -তালখীসুস সীরাত ৫৪ পৃঃ।

۹ھ

غزوۂ تبوک حج الاسلام وفود کی آمد اور فوج در فوج مسلمان ہونا۔

নবম হিজরী

গাযওয়ায়ে তাবুক, হাজ্জুল ইসলাম,

প্রতিনিধি দলের আগমন এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ

غزوۂ تبوک اور اسلام میں چندہ کا رواج

গাযওয়ায়ে তাবুক এবং ইসলামে চাঁদা প্রচলন

طائف سے واپسی کے بعد ۹ھ کے نصف تک مدینہ میں مقیم رہے پھر آپکو اطلاع ملی کہ غزوۂ موتہ کے شکست خوردہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کیلئے مقام تبوک میں (جو مدینہ سے چودہ منزل کے فاصلہ پر ہے) بہت کچھ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کی تیاری شروع کی لیکن

اسوقت مسلمان قحط سالی کی وجہ سے نہایت تنگدستی اور افلاس کی حالت میں تھے اور اس پر مزید یہ کہ گرمی سخت پڑ رہی تھی لیکن جانثاروں کی جماعت تھی کہ اسکے باوجود بھی جہاد کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ چندہ کیا گیا تو حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ لاکر رکھدیا اور حضرت عثمان غنیؓ نے ایک عظیم الشان امداد سامان جنگ وغیرہ سے پیش کی جو نوسو اونٹ اور سو گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ (سیرت مغلطائی ص ۷۶)

جمعرات کے روز ماہ رجب میں تیس ہزار صحابہ کی جمعیت لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے چلے۔

প্রশ্ন ঃ গাযওয়ায়ে তাবুক কখন সংঘটিত হয় এবং মুসলমানগণ তার জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেন?

উত্তর ঃ তায়িফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নবী করীম (সা.) মদীনাতেই অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পেলেন যে, মুতার যুদ্ধে পরাজিত রোমরা মুসলমানদের সাথে পুনরায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে ১৪ মনযিল দূরে তাবুক নামক স্থানে বিপুল সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। নবী করীম (সা.) ও কাল বিলম্ব না করে জিহাদের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। তবে সে সময় দূর্ভিক্ষের দরুন মুসলমানগণ অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে দিন অতিবাহিত করছিলেন। তদুপরি প্রচন্ড গরম পড়ছিল তখন। এতদ্বসত্ত্বেও আত্মত্যাগী সাহাবীগণ জিহাদের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। এ উদ্দেশ্যে চাঁদা গ্রহণ করলে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) ঘরের সর্বস্ব সম্বল নবীজী (সা.) এর খিদমতে হাজির করলেন। হযরত উসমান গণী (রা.) যুদ্ধ সামগ্রীর এক বিশাল সাহায়তা প্রদান করেন। ৯০০ উট এবং ১০০ অশ্ব ও এর অর্ন্তভুক্ত ছিল। -সীরাতে মোগলতাঈ. ৭৬ পৃঃ। রজব মাসের কোন এক বৃহস্পতিবার রজনীতে ৩০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রাসূলে আকরাম (সা.) তাবুক অভিমুখে যাত্রা করলেন।

چند معجزات

কয়েকটি মুজিযা

راستہ میں ابوذر غفاریؓ کو دیکھا کہ سب سے علیحدہ چل رہے ہیں تو فرمایا کہ یہ دنیا سے علیحدہ ہی چلیں گے اور علیحدہ ہی زندگی گذاریں گے اور علیحدہ ہی مریں

گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔

اسی غزوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہوگئی اور آپکو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اسکی مہار ایک درخت میں فلاں جگہ الجھ گئی ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو یہی صورت سامنے آئی (مغلطائی صٹ ۷۷) جب پہنچے تو اس جگہ کوئی نہ تھا:۔ ہرقل بادشاہ حمص چلا گیا تھا۔ آپ نے حضرت خالدؓ کو اکیدر نصرانی کی طرف بھیجا اور پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ تم رات کے وقت اس سے ملو گے جبکہ وہ شکار کر رہا ہوگا۔ خالد پہنچے تو ٹھیک یہی واقعہ پیش آیا اور اسکو گرفتار کر لائے۔

প্রশ্ন ঃ তাবুক অভিযানে প্রকাশিত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কয়েকটি মুজিযা উল্লেখ কর।

উত্তরঃ (ক) পথিমধ্যে হযরত আবুযর গিফারী (রা.) কে সবার থেকে পৃথক চলতে দেখে নবীজী (সা.) ইরশাদ করলেন- আবু যর দুনিয়ায় সমাজ থেকে পৃথক পৃথক চলাফেরা করবে। পৃথক জীবন-যাপন করবে এবং পৃথক অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করবে। বাস্তবিকই তেমনটিই হয়েছিলো।

(খ) এ অভিযানে নবী করীম (সা.) এর উটনী হারিয়ে গিয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে নবীজী (সা.) কে জানান হলো যে, অমুক স্থানে এক বৃক্ষের সাথে উটনীর লাগাম আটকে গেছে। সেখানে গিয়ে দেখা গেলো যে, সত্যিই অবস্থা এমনটিই ঘটেছে। -মোগলতাঈ ৭৭ পৃঃ।

(গ) তাবুক পৌঁছার পর দেখা গেলো সেখানে কেউ নেই। সম্রাট হিরাক্লিয়াস হিমস চলে গেছে। নবী করীম (সা.) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) কে উকাইদর নামক খৃষ্টানের নিকট পাঠালেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী রূপে তাঁকে বলে দিলেন- তুমি রাত্রে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে। পৌঁছলে তাকে শিকাররত দেখবে। হযরত খালিদ সেখানে পৌঁছলে ঠিক এমনই ঘটনা দেখলেন এবং উক্ত অবস্থায় তাকে গ্রেফতার করে আনলেন।

الغرض آپ پندرہ بیس روز تقریباً وہیں مقیم رہے لیکن کوئی مقابلہ پر نہیں آیا تو واپسی کا ارادہ ہوا۔ اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ رمضان المبارک ۹ھ میں آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچے۔

প্রশ্ন ঃ তাবুকে রাসূল (সা.) কতদিন অবস্থান করেন এবং যুদ্ধ হয়েছে কি না?

উত্তর ঃ প্রায় ১৫/২০দিন তিনি সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু কেউ কোন সংঘর্ষে আসেনি। অবশেষে ফিরে আসার সংকল্প করলেন। এটাই ছিল প্রিয় নবী (সা.) এর সর্ব শেষ গাযওয়া। নবম হিজরীর রমাযান মাসে তিনি মদীনার তাইয়িবায় পৌঁছেন।

مسجد ضرار کو آگ لگانا

মসজিদে যিরারে অগ্নি সংযোগ

واپسی کے بعد آپ نے اس جگہ کو آگ لگا دینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کیلئے مسجد کے نام سے بنائی تھی اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کیلئے اسکا نام مسجد رکھدیا تھا۔ (مغلطائی) اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ مسجد ضرار در حقیقت مسجد نہ تھی۔

প্রশ্ন ঃ মসজিদে যিরার কি? রাসূল (সা.) তাতে কেন অগ্নি সংযোগ করলেন?

উত্তর ঃ মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শের জন্যে মুনাফিকরা মসজিদের নামে যে ঘর নির্মাণ করেছিল এবং মুসলমানদের ধোকা দেয়ার জন্যে তার নাম রেখেছিল মসজিদ। রাসূল (সা.) উক্ত ঘরে অগ্নি সংযোগের জন্যে নির্দেশ দেন। -মোগলতাঈ। এতে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, মুসজিদে যিরার বস্তুত ঃ কোন মসজিদ ছিলো না।

وفود کی آمد اور جوق جوق اسلام میں داخلہ

প্রতিনিধি দলের আগমন এবং দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণ

صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے مامون ہوئے تو اشاعت اسلام (جسکو امن وامان ہی کی ضرورت تھی) ایک حد تک وسیع پیمانہ پر ہوسکی اور اسی لئے اس صلح کا نام آسمانی دفتروں میں فتح رکھا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ قریش کے دباؤ کی وجہ سے اسلام میں

داخل نہ ہوسکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس قصہ کو بھی طے کر دیا اور اب قرآن عظیم نے تمام عرب میں گھر گھر پہنچکر اپنے اعجازی تصرف سے سب کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو کسی طرح اسلام اور مسلم کی صورت دیکھنا نہ چاہتے تھے آج جوق جوق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی صورت سے پہنچتے ہیں اور برضا و رغبت اسلام کے حلقہ بگوش اپنا جان و مال فدا کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ وفود اکثر ۹ھ میں حاضر خدمت اقدس ہوئے۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম (সা.) এর দরবারে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল কেন আগমন করেছিল?

উত্তর ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যখন রাস্তা নিরাপদ হলো তখন ইসলামের প্রসার (যার জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তার অতিব প্রয়োজন ছিল) এক পর্যায়ে বেশ ব্যাপক আকারে সূচিত হয়। আর এ কারণেই আসমানী দফতরে এর নাম রাখা হয়েছিল বিজয় রূপে। এতদ্বসত্ত্বেও কিছু মানুষ কুরাইশদের চাপের কারণে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিল না। মক্কা বিজয় এ অসুবিধাটুকুও দূর করলো। এখন পবিত্র কুরআন আরবের ঘরে ঘরে পৌঁছে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও অলৌকিক ক্ষমতা বলে মানুষের হৃদয়-মন জয় করে নিলো। এর ফলশ্রুতিতে যে সমস্ত মানুষ কোন এক সময় ইসলাম ও মুসলমানদের চেহারা দেখতেও প্রস্তুত ছিলো না, তারাই এখন দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে (নিজ নিজ গোত্রের) প্রতিনিধি দলের আকারে মহানবী (সা.) এর দরবারে স্বেচ্ছায় উপস্থিত হতে লাগলো এবং ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের জান ও মাল কুরবানী করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলো। এ সকল প্রতিনিধি দলের অধিকাংশই নবম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমতে আগমন করেছিলো।

وفد ثقیف

تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا اور پھر پے در پے وفود آنے شروع ہو گئے جن کی تعداد ستر تک نقل کی جاتی ہے ان میں سے بعض کے

واقعات مختصرا یہ ہیں۔

وفد بنی فزارہ

پہلے ہی مسلمان ہوکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیخدمت میں حاضر ہوئے

وفد بنی تمیم

آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ مکالمات کے بعد سب کے سب مسلمان ہو کر وطن کولوٹ گئے۔

وفد بنی سعد بن بکر

اس وفد کے امیر ضمام بن ثعلبہؓ تھے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کئے آپنے سب کے شافی جواب دئے اور پوری تحقیق مذہب اور شرح صدر کے بعد مشرف باسلام ہوکر اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم میں تبلیغ کی جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہوگئی۔

وفد کندہ

سورۂ صافات کی ابتدائی آیات سنتے ہی انکے قلوب میں اسلام نے گھر کرلیا۔

وفد بنی عبدالقیس

پہلے نصاری تھے سب کے سب آپکی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوگئے آپ نے ضروری امور اسلامی انکو تعلیم فرمائے۔

وفد بنی حنیفہ

یہ بھی حاضر خدمت ہوکر مسلمان ہوگئے ان میں مسیلمہ بھی شامل تھا جو بعد میں نبوت کا دعوی کر کے مسیلمہ کذاب کینام سے پکارا گیا اور محض اس دعوائے نبوت کی بناپر صدیق اکبر کے زمانہ میں جماعت صحابہ کے ہاتھوں سے مع اپنے رفقا کے قتل کیا گیا۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে কোন্ কোন্ প্রতিনিধি দল আগমন করেছিল তার বিবরণ দাও।

উত্তর ঃ সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল ঃ
তাবুক অভিযান হতে প্রত্যাবর্তনের পরপরই সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল মদীনা তাইয়িবা পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর একের পর এক প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হয়ে গেলো।১ কোন কোন বর্ণনা মতে এর সংখ্যা ৭০টি। এর মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ-

বনু ফাযারা গোত্রের প্রতিনিধি দল ঃ
এরা পূর্বেই মুসলমান হয়ে নবীজী (সা.) এর দরবারে হাজির হয়েছিলো।

বনী তামীমের প্রতিনিধি দল ঃ
বনী তামীমের প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কিছু কথোপকথনের পর সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরে যান।

বনী সা'দ ইবনে বকরের প্রতিনিধি দল ঃ
এ প্রতিনিধি দলের আমীর ছিলেন যিমাম ইবনে সা'লাবা (রা.)। তিনি প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) তার সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেন। ধর্ম সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য গ্রহণ এবং হৃদয়ের সকল সংশয় অবসানের পর ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। অতঃপর স্বীয় গোত্রে পৌঁছেন। তার তাবলীগের ফলে গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে যায়।

কিন্দা এর প্রতিনিধি দল ঃ
এ প্রতিনিধি দল (রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমতে পৌঁছলে) সূরা সাফফাত এর প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত শ্রবণেই তাদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।

বনী আব্দুল কায়িস এর প্রতিনিধি দল ঃ
এ গোত্রটি পূর্বে খৃষ্টান ছিলো। সকলে রাসূলে করীম (সা.) এর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুযূর (সা.) তাদরেকে ইসলামের জরুরী তালীম দান করেন।

বনী হানীফার প্রতিনিধি দল ঃ
এ প্রতিনিধি দলের সকলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে হাজির হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। এদের মধ্যে মুসাইলামাও শামিল ছিল। পরে সে নবুওয়াতের দাবীর কারণেই সিদ্দীকে আকবার (রা.) এর খিলাফত আমলে সাহাবায়ে কিরাম এক জামাআতের হাতে সহচরবৃন্দ সহ নিহত হয়।

টীকা.১ হাফেজ মুগলতাঈ এদের নাম বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। (সীরাতে মোগলতাঈ)

فائدہ

مسیلمہ کذاب بوقت دعوئے نبوت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن واسلام کا منکر نہیں تھا۔ چنانچہ امام الحدیث والتفسیر شیخ ابوجعفر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسیلمہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا تھا کہ اذان میں برابر اشهد ان محمد رسول الله کہا کرے لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعوی جائز نہیں بلکہ مطلقا دعوئے نبوت سے نصوص قرآنی اور احادیث متواترہ اور اجماعی عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے اسلئے باجماع صحابہ مسیلمہ کا غیر تشریعی نبوت کا دعوی بھی کفر وارتداد شمار کیا۔ اور باجماع صحابہ اس پر جہاد کیا گیا صحابہ کو اسکی اذان ونماز اور تلاوت قرآن نے اسکے کافر کہنے سے نہیں روکا۔

প্রশ্ন ঃ মুসাইলামাতুল কাজ্জাব মুহাম্মাদ (সা.) কে নবী মানতো এবং তার মতে আমল করতো নামায ও কুরআন তিলাওয়াত করতো এরপরও তাকে কেন কাফির বলা হয়?

উত্তর ঃ সে নবুওয়াতের দাবীর সময়ও মহানবী (সা.), কুরআন মজীদ ও ইসলামের সত্যতাকে অস্বীকার করতো না।১. ইমামুল হাদীস ওয়া তাফসীর ইমাম আল্লামা আবু জাফর তাবারী স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে লিখেন- মুসাইলামা তার মুয়াযযিনকে আযানের মধ্যে রীতিমতো اشهد ان محمدرسول الله বলার নির্দেশ দিয়েছিলো। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পরে কোন প্রকারের নবুওয়াতের দাবী করা জায়িয নয়। বরং যে কোন ধরনের নবুওয়াতের দাবী করা কুরআনের বহু আয়াত, হাদীসে মুতাওয়াতির ও ইজমায়ী আকীদা খতমে নবুয়াত অস্বীকারের নামান্তর। এ জন্যে সাহাবায়ে কিরামের ঐক্যমতে মুসাইলামার শরীয়ত বিরোধী অর্থাৎ নবুওয়াতের দাবী কুফরী ও ধর্মত্যাগ রূপে বিবেচিত হয়েছে। তাই সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এর সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালিত হয়েছে। তার আযান, নামায ও কুরআনে তিলাওয়াত তাকে কাফির আখ্যায়িত হওয়ার থেকে বিরত রাখেনি।

টীকা.১ এবং নিজেকে স্বতন্ত্র শরীয়ত বিরোধী নবী বলেও দাবী করত না। বরং আমাদের যামানার কাদিয়ানী মির্জা সাহেবের মত কোন নতুন শরীয়তের দাবী ছাড়াই নবী করীম (সা.)এর অধীনে নবুওয়াতের দাবী করত।

www.smfoundationbd.com

قادیانی مرزا صاحب جنکی دعوی اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہین یہی نہیں کہ اپنے آپکو تمام انبیاء سے افضل بتاتے ہیں بلکہ بہت سے انبیا کی ایسی گرخراش توہین کرتے ہیں کہ کسی شریف انسان سے ممکن نہیں۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ ؑ پر تو اپنا ترکش خالی کردیا ہے اور وہ بازاری گالیاں دی ہیں کہ کوئی مسلمان انکو سنکر کسی طرح صبر نہیں کرسکتا۔ جسکی تصدیق خود مرزا صاحب کی تصانیف ضمیمہ انجام اتھم اور دافع البلاء، نزول المسیح سے ہر شخص کرسکتا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے مشرکانہ دعوی دیکھکر تمام اسلامی فرقوں کے علماء نے متفقہ طور پر اگر انکے کفر کا فتوی دیا اور انکی نماز روزہ اور انکی مزعومہ تبلیغ اسلام کی پرواہ نہ کی تو بلاشبہ اسوۂ صحابہ کی پیروی کی۔ ان پر اس میں کوئی ملامت نہیں کی جاسکتی۔

প্রশ্ন ঃ মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর নবুওয়াতের দাবী ও মুসাইলামার দাবী একই ছিলো না ভিন্ন ছিলো ?

উত্তর ঃ মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর নবুওয়াতের দাবী মুসাইলামার দাবী অপেক্ষা জঘন্যতম। তার অপরাধ শুধু এই নয় যে, সে নিজেকে অন্যান্য সকল নবীর চেয়ে উত্তম দাবী করেছে; বরং অনেক নবীদের ব্যাপারে এমন অশালীন ও অবমাননাকর মন্তব্য করেছে যে, কোন সাধারণ ভদ্র মানুষের দ্বারা তা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ হযরত ঈসা (আ.) কে সে নগ্ন ভাষায় এমন সব অকথ্য গালি দিয়েছে, যা শুনে কোন মুসলমানের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব নয়। এসব কথার সত্যতা তার রচিত **"যমীমায়ে আঞ্জামে আতহাম, দাফেউল বালা ও নুযুলে মসীহ"** ইত্যাদি বই-পুস্তক দ্বারা সকলেই যাঁচাই করতে পারে। এসব এবং এ জাতীয় আরো অসংখ্য শিরিকী দাবী দেখে সকল ইসলামী দল ও মতের আলিমগণ সর্বসম্মতিক্রমে যদি তাকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন এবং তার নামায, রোযা তার কল্পিত ইসলাম প্রচারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেন, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা সাহাবায়ে কিরামের আদর্শের অনুসরণ করবেন। এ কারণে তাদেরকে কোন প্রকার তিরস্কার করা যেতে পারে না।

وفد قحطان وفد بنی الحارث
বনী কাহতান ও বনী হারিসের প্রতিনিধি দল

وفد قحطان۔ جسکے امیر زید الخیل تھے یہ بھی سب کے سب حاضر ہوکر مسلمان ہوگئے وفد بنی الحارث۔ ان میں خالد بن الولیدؓ بھی تھے جو مع اپنے رفقاء کے مسلمان ہوگئے۔ اسی طرح بنی اسد، بنی محارب، ہمدان، غسان وغیرہ کے وفود کچھ حاضری سے پہلے اور کچھ بعد میں مسلمان ہوئے۔ حمیر کے مختلف سردار جو اپنی اپنی جماعت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے ان کی طرف سے قاصد یہ خبر لائے کہ ان سب نے برضا ورغبت اسلام قبول کرلیا۔ اور اسی طرح پیادہ وسوار وفود حاضر ہوکر اسلام لاتے رہے یہانتک کہ ۱۰ھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے اور جو لوگ اس حج میں حاضر نہیں تھے ان کی تعداد بھی اس سے کئی گنی تھی۔

প্রশ্ন ঃ বনী কাহতান ও বনী হারিছের প্রতিনিধি দলের ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা দাও?

উত্তর ঃ বনী কাহতান গোত্রের সরদার ছিলেন হযরত যাইদ আল খাইল। এদের সকলেই নবী করীম (সা.) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। বনী হারিসের প্রতিনিধি দলে হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) ও অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। তিনি নিজ সঙ্গী-সাথীসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে বনী আসাদ, বনী মাহারিব, হামদান, গাস্‌সান প্রভৃতি গোত্রের বহু প্রতিনিধি দল কেউ নবীজী (সা.) এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর বা কেউ পূর্বে মুসলমান হন। হিমইয়ারের বিভিন্ন সরদার যারা নিজ নিজ গোত্রের বাদশাহ রূপে বিবেচিত ছিলেন- তাদের পক্ষের দূত এসে তাদের সকলের স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রদান করে। এভাবে ১০ হিজরী সনের মধ্যে হুযূর (সা.) এর সাথে হজ্জের সময় এক লক্ষের অধিক মুসলমান ছিলেন। আর যারা হজ্জে আসেননি, তাদের সংখ্যা আরো কয়েকগুণ ছিলো।

صدیق اکبرؓ کا امیر حج ہونا

সিদ্দীকে আকবর (রা.) কে হজ্জের আমীর নির্বাচন

غزوۂ تبوک کے بعد ذی قعدہ ۹ھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ کو امیر حج بنا کر مکہ معظّمہ روانہ فرمایا۔

প্রশ্ন ঃ হযরত আবু বকর (রা.) কে কখন হজ্জের আমীর নির্বাচন করা হয়?
উত্তর ঃ তাবুক অভিযান হতে প্রত্যাবর্তন করে নবী করীম (সা.) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) কে হজ্জের আমীর নির্বাচন করে পবিত্র মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

۱۰ھ حجۃ الاسلام

দশম হিজরী
{হজ্জাতুল ইসলাম ও বিদায় হজ্জের ভাষণ}

۲۵ ذی قعدہ ۱۰ھ روز دو شنبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کیلئے مکہ معظّمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہؓ کی بھی عظیم الشان جمعیت ساتھ ہوئی جسکی تعداد ایک لاکھ سے زائد منقول ہے۔ مدینہ منورہ سے چھ میل پر بمقام ذوالحلیفہ احرام باندھا ۴ ذی الحجہ کو بروز شنبہ مکہ معظّمہ میں داخل ہوئے اور حسب قواعد شرعیہ حج ادا فرمایا۔

প্রশ্নঃ বিদায় হজ্জ কোন সনে কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তার বিবরণ দাও।
উত্তর ঃ দশম হিজরী সনের ২৫ শে যীকা'দা সোমবার মহানবী (সা.) লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মদীনা হতে ছয় মাইল দূরে যুল হুলাইফা নামক স্থানে হজ্জের ইহরাম বাধেন। ৪ঠা যিলহজ্জ রবিবার পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন এবং শরীআতের বিধান মুতাবিক হজ্জ সম্পন্ন করেন।

خطبہ عرفات

বিদায় হজ্জের ভাষণ

نویں تاریخ کو عرفات تشریف لیجا کر آپنے ایک مفصل اور بلیغ خطبہ دیا جو نصائح وحکم سے بھرا ہوا خدا کے آخری رسول کا آخری پیام تھا۔ خصوصا اس کے مندرجہ ذیل ارشادات ہر مسلمان کو اپنے صفحہ دل پر لکھ لینا چاہئیں۔

،،اے لوگو! میرا کلام سنو تا کہ میں تمہارے لئے تمام ضروری امور کو بیان کردوں نہ معلوم کہ آئندہ سال پھر میں آپسے مل سکوں یا نہیں۔ بعد میں فرمایا کہ مسلمانوں کی جان ومال وآبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن (عرفہ) اس مہینہ (ذی الحجہ) اور اس شہر (مکہ) کی حرمت ہے۔ اسلئے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسکو ادا کردے اسکے بعد ارشاد فرمایا،، اے لوگو! تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ اے لوگو! مسلمان سب بھائی بھائی ہیں کسی شخص کیلئے آپنے بھائی کا مال بغیر اسکے خوشی کے حلال نہیں۔ میرے بعد تم پھر کافر نہ ہو جاؤ کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، اسلئے کہ میں نے تمہارے لئے اپنے بعد خدا کی کتاب چھوڑی ہے کہ اگر تم اسکے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ،، اے لوگوں! تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو کسی عربی کو کسی عجمی پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہوسکتی، یاد رکھو کہ میں تبلیغ کر چکا اور یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا۔ حاضرین کو چاہئے کہ یہ کلمات غائبین کو پہنچادیں،،

حج سے فارغ ہوکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دس روز مکہ معظّمہ میں مقیم رہکر مدینہ واپس ہوئے۔

প্রশ্ন ঃ বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) কি কি বলেছেন?

উত্তর ঃ যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে নবী করীম (সা.) আরাফায় গমনের পর

উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামগণকে লক্ষ্য করে এক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন, যা বিভিন্ন উপদেশ ও নির্দেশমূলক কথা দ্বারা পরিপূর্ণ। এটি শেষ নবীর সর্বশেষ ভাষণ ছিলো। তন্মধ্য হতে বিশেষ করে নিম্নোক্ত বাণীগুলো প্রত্যেক মুসলমানের মনে লিখে রাখা চাই। যথা-

হে লোক সকল! অতি মনোযোগের সাথে শুনবে। আমি তোমাদের সম্মুখে আজ দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি তুলে ধরছি। জানি না আগামী বছর পুনরায় তোমাদের সাথে উপস্থিত হতে পারি কি না।

অতঃপর ইরশাদ করলেন- মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান তোমাদের জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ সম্মানিত, যেরূপ আজকের এদিন (আরাফা), এ মাস (যিলহজ্জ) এবং এ শহর (মক্কা) সম্মানিত। অতএব যার নিকট কারো আমানত রক্ষিত আছে, সে যেন তা পৌঁছে দেয়।

অতঃপর বললেন- হে লোক সকল! তোমাদের ওপর তোমাদের স্ত্রীদের কিছু অধিকার রয়েছে এবং তাদের উপর তোমাদেরও কিছু হক আছে।

লোক সকল! বিশ্বের সকল মুসলমান ভাই ভাই। কোন ব্যক্তির জন্যে অন্য ভাইয়ের মাল তার সন্তুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা হারাম। আমার অবর্তমানে তোমরা কাফিরে পরিণত হয়ো না যে, একে অপরকে হত্যা করতে আরম্ভ করবে। তোমাদের জন্যে আমি আমার অবর্তমানে আল্লাহর কালাম রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি তার বিধানকে মজবুত রূপে ধারণ কর, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

অতঃপর ইরশাদ করলেন- হে লোক সকল! তোমাদের প্রভু এক। তোমাদের পিতা এক। তোমরা সকলে আদমের সন্তান। আর আদম (আ.) মাটির তৈরী। তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক খোদাভীরু। কোন অনারব ব্যক্তির উপর কোন আরব ব্যক্তির তাকওয়া ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়ে প্রাধান্য থাকতে পারে না। মনে রাখবে, আমি আল্লাহর বিধানকে তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো- আমি তোমার বিধান পৌঁছে দিলাম। উপস্থিতদের উচিত অনুপস্থিতদের নিকট এ সকল বাণী পৌঁছে দেয়া।

হজ্জ্ব সম্পন্ন করার পর নবী করীম (সা.) দশ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। অতঃপর মদীনা তাইয়িবায় প্রত্যার্বতণ করেন।

۱۱ھ سریہ اسامہ، مرض اور وفات

سریہ اسامہ
একাদশ হিজরী
{সারিয়ায়ে উসামা, অসুস্থতা ও ওফাত}

مکہ معظّمہ سے واپسی کے بعد ۲۶ صفر ۱۱ھ بروز دوشنبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ جہاد روم کیلئے تیار فرمایا جس میں صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ اور ابوعبیدہؓ جیسے اکابر بھی شامل تھے مگر اس سریہ کے امیر حضرت اسامہؓ مقرر ہوئے۔ اور یہ آخری لشکر تھا جس کی روانگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا۔ یہ ابھی روانہ نہ ہوا تھا کہ حضور کو بخار شروع ہو گیا۔

প্রশ্নঃ রাসূল (সা.) এর প্রস্তুতকৃত সর্ব শেষ অভিযান কোন্‌টি? এর বিবরণ পেশ কর?

উত্তর ঃ মহানবী (সা.) মক্কা হতে প্রত্যাবর্তনের পর একাদশ হিজরী সনের ২৬শে সফর সোমবার রোমকদের সাথে জিহাদের জন্যে এক অভিযান প্রস্তুত করেন। এ অভিযানে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) হযরত ফারূকে আ'যম (রা.) হযরত আবু উবাইদা (রা.) প্রমুখের ন্যায় বিশেষ বিশেষ সাহাবীগণ অর্ন্তভূক্ত ছিলেন। কিন্তু এর আমীর নিযুক্ত হয়ে ছিলেন হযরত উসামা (রা.) এটাই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রস্তুতকৃত সর্বশেষ অভিযান। এ অভিযান প্রেরণের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জ্বর শুরু হয়।

آپ ﷺ کا مرض وفات
রাসূলে করীম (সা.) এর অন্তিম রোগ

۲۸ صفر ۱۱ھ چہار شنبہ کی رات میں آپنے قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لیجا کر اہل قبور کیلئے دعائے مغفرت کی اور فرمایا۔ اے اہل مقابر تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو کیونکہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہاں سے تشریف

لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا۔ اور یہ بخار صحیح روایات کے موافق تیرہ روز تک متواتر رہا اور اسی میں وفات ہو گئی

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সা.) এর অন্তিম রোগ কখন থেকে শুরু হয় এবং তা কতোদিন স্থায়ী ছিল?

উত্তর ঃ একাদশ হিজরী সনের ২৮শে সফর বুধবার রাতে নবী করীম (সা.) "বাকী-ই গারকদ" নামক কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে কবরবাসীদের জন্যে মাগফিরাত কামনা করেন এবং ইরশাদ করেন-" হে কবরবাসী! তোমাদের এ অবস্থা এবং কবরের অবস্থান তোমাদের জন্য মঙ্গল হোক। কেননা এখন পৃথিবীতে ফিতনার আঁধার ছড়িয়ে পড়েছে।"১.

সেখান থেকে যখন ফিরে আসেন তখন মাথা মুবারকে ব্যথা ছিলো। এরপর পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হন। সহীহ বর্ণনা মতে লাগাতার ১৩ দিন যাবত জ্বর ছিলো এবং এ অবস্থাতেই তিনি ওফাত পান।২.

اس عرصہ میں آپ اپنے دستور کے مطابق ہر روز ازواج مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہے جب آپکا مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں صدیقہ عائشہؓ کے گھر میں رہیں سب نے اجازت دیدی۔

প্রশ্ন ঃ অন্তিম কালে রুগ্নাবস্থায় রাসূলুল্লাহ কার ঘরে অবস্থান করেন?

উত্তর ঃ এ সময়ের মধ্যেও নবী করীম (সা.) স্বীয় সহধর্মিনীদের গৃহে পর্যায়েক্রমে স্থানান্তরিত হন। রোগ দীর্ঘ ও কঠিন আকার ধারণ করলে অসুস্থতার দিনগুলোতে হযরত আয়িশা (রা.) এর গৃহে অবস্থান করার জন্যে অন্যান্য বিবিগণের নিকট অনুমতি চাইলে সকলেই অনুমতি দেন।

টীকা.১ সীরাতে ইবনে হিশাম ২য় খন্ড,পৃঃ ৪২২।

২. ফতহুল বারী হিন্দী, পারা ১৮,পৃঃ৯৮।

صدیق اکبرؓ کی امامت
সিদ্দীকে আকবর (রা.) এর ইমামতি

رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے تو ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبرؓ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے تقریباً سترہ نمازیں پڑھائیں پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبرؓ اور حضرت عباسؓ انصار کی ایک مجلس پر گذرے تو وہ سب رو رہے تھے سبب پوچھا تو کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں حضرت عباسؓ نے یہ خبر آپکو بھی پہنچا دی۔ آپ یہ سنکر حضرت علیؓ اور حضرت فضلؓ کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے اور حضرت عباسؓ آگے آگے تھے۔ آپ منبر پر چڑھے لیکن نیچے ہی کی سیڑھی پر جلوہ افروز ہوئے اوپر نہ چڑھ سکے اور بلیغ خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں۔

آخرالانبیاء کا آخری خطبہ
শেষ নবীর শেষ ভাষণ

اے لوگو! مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو، کیا مجھ سے پہلے کوئی ہمیشہ رہا ہے جو میں رہتا۔ ہاں میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ ہاں تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے پس جو شخص یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو تو اسکو چاہئے کہ اپنے ہاتھ اور زبان کو لایعنی اور بے ضروری باتوں سے روکے۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور مہاجرین کو باہمی حسن سلوک اور اتحاد کی وصیت کرتا ہوں (اور ارشاد فرمایا کہ) جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو انکے حکام اور بادشاہ انکے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے تو انکے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ সা.এর মৃত্যুর কথা স্বরণ করে সাহাবাদের ক্রন্দনের খবর শুনে প্রিয় নবী (সা.) তাদেরকে কি বলে সান্ত্বনা দেন?

উত্তর ঃ ক্রমান্বয়ে রোগ এতো বাড়তে লাগল যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) মসজিদেও তাশরীফ নিতে পারলেন না। তখন ইরশাদ করলেন- সিদ্দীকে আকবর (রা.) কে নামায পড়াতে বল। অতঃপর হঠাৎ একদিন হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.) আনসারদের এক মজলিসের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন- তাঁরা সকলে কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলেন- তাঁরা সকলেই আল্লাহর নবীর মজলিসের কথা স্মরণ করে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন। হযরত আব্বাস (রা.) নবী করীম (সা.) কে এ সংবাদ অবহিত করলেন। তিনি এ কথা শুনে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফযল (রা.) এর কাঁধে ভর করে বাইরে তাশরীফ নিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন আগে। আল্লাহর রাসূল (সা.) মিম্বরে আরোহণ করে নীচের সিঁড়িতেই বসে গেলেন। উপরে উঠতে সক্ষম হলেন না। অতঃপর এক সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। ভাষণের কিছু অংশ নিম্নরূপ-

হে লোক সকল! আমি জানতে পেরেছি- তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর কথা স্মরণ করে কাঁদছো। আমার পূর্বে কি কোন নবী চিরদিন ছিলেন যে, আমিও চির দিন থাকব? হ্যাঁ! আমার এবং তোমাদের মিলনস্থল হবে হাউজে কাউসার। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে হাউজে কাউসার হতে পান করে পরিতৃপ্ত হতে চায়, তার জন্যে উচিত স্বীয় হাত ও যবানকে অনর্থক বিষয়াদি হতে সংযত রাখা। মুহাজিরদের সাথে সদাচারের জন্যে আমি তেমাদেরকে অসিয়ত করছি এবং মুহাজিরদেরকেও পারস্পারিক সদাচার ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার উপদেশ দিচ্ছি। অতঃপর ইরশাদ করলেন- মানুষ যখন আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন তাদের শাসকবর্গ ও রাজা-বাদশাহগণ তাদের সাথে ইনসাফ করে। আর যখন তারা স্বীয় প্রভুর নাফরমানী করে, তখন তাদের উপর নির্দয় ব্যবহার করে।১.

اسکے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے پانچ یا تین روز پہلے پھر ایک مرتبہ باہر تشریف لائے سر مبارک باندھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نماز پڑھا رہے تھے

টীকা.১ এটা ছিল নবী করীম (সা.) এর নামায, ফতহুল বারী হিন্দী,১৮ পারা, পৃঃ১১৬

وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپنے ہاتھ کے اشارہ سے منع فرمایا اور خود ابوبکرؓ کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا۔ جسکے دوران میں فرمایا ابوبکرؓ سب سے زیادہ میرے محسن ہیں اور اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکرؓ کو بناتا۔ لیکن چونکہ خلیل سوائے خدا کے کوئی نہیں اسلئے ابوبکرؓ میرے بھائی اور دوست ہیں اور فرمایا مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب سوائے ابوبکرؓ کے دروازے کو بند کر دئے جائیں۔ (صحیح بخاری مع فتح الباری)

محدث ابن حبانؒ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد صدیق اکبرؓ ہی خلیفہ ہیں۔ (فتح الباری)

اس کے بعد دوسرے ربیع الاول دوشنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت صدیق اکبرؓ کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ یکا یک آپنے حضرت عائشہؓ کے حجرہ کا پردہ کھولکر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا صدیق اکبرؓ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے

شعر :

درنمازم خم ابروی تو چوں یاد آمد حالتے رفت کہ محراب بفریاد آمد

آپنے انکو ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ لیا اور اسکے بعد پھر تشریف نہیں لائے۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলে আকরাম (সা.) এর ওফাতের পূর্বে কয়বার গৃহের বাইরে তাশরীফ রাখেন এবং কি ভাষণ প্রদান করেন?

উত্তর ঃ উক্ত ভাষণের পর রাসূলে করীম (সা.) গৃহে তাশরীফ নেন এবং ওফাতের ৫ অথবা ৩দিন পূর্বে একবার গৃহের বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসেন। তখন শির মুবারক বাধা ছিলো। এ সময় হযরত সিদ্দিকে আকবর (রা.) নামায পড়াচ্ছিলেন।১.

টীকা.১ সহীহ বর্ণনা মতে এসময় নবী করীম (সা.) ইমাম ছিলেন। সিদ্দীকে আকবার (রা.) এবং সমস্ত জামাত তার মুক্তাদী ছিলেন। অবশ্য হরত সিদ্দীকে আকবার উচচস্বরে তাকবীর উচচারণ করেন। মেশকাত, মুতাবা'আতুল ইমাম অধ্যায়)

তিনি বুঝতে পেরে পিছু হটতে চাচ্ছিলেন; কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁকে হাতের ইশারা দ্বারা নিষেধ করেন এবং নিজে হযরত আবু বকরের বাঁ দিকে বসে পড়েন।

নামাযের পরে একটি সংক্ষিপ্ত খুতবা দান করেন। খুতবা দান কালে বলেন- আবু বকর আমার উপর সবার চেয়ে বেশী অনুগ্রহশীল। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খলীল (পরম বন্ধু) বানাতাম, তাহলে আবু বকরকেই খলীল বানাতাম। যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কাউকে খলীল বানানো জায়িয নয়, এজন্যে আবু বকর আমার ভাই এবং বন্ধু। তিনি আরো ইরশাদ করলেন- " মসজিদের দিকে যাদের দরজা আছে, একমাত্র আবু বকরের দরজা ছাড়া বাকী সবগুলো বন্ধ করে দিবে। -সহীহ বুখারী, ফতহুল বারী-২য় পারা, ২৫৬ পৃঃ।

মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হিব্বান (রহ.) এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেন-নবী করীম (সা.) এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা.)ই যে, মুসলিম বিশ্বের খলীফা হবেন, আলোচ্য হাদীসে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। -ফতহুল বারী: ১৪ পারা ৩৫৬ পৃঃ।

এরপর ২রা রবিউল আউয়াল সোমরার যখন মানুষ হযরত আবু বকরের ইমামতিত্যে ফজরের নামায পড়ছিলেন, তখন হঠাৎ নবী করীম (সা.) হযরত আয়িশার হুজরার পর্দা উঠিয়ে মুসল্লীদের প্রতি তাকালেন এবং মৃদু হাসলেন। সিদ্দীকে আকবর (রা.) পিছনে সরে আসতে লাগলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে সাহাবীগণের মনও নামাযের মধ্যে কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলো।

درنمازم خم آبروئے تو چوں یاد آمد۔ حالتے رفت کہ محراب بفریاد آمد

নামাযের মাঝে তব চেহারা স্মরণ হয় মোর যবে-
মেহরাব করে কথোপকথন এগিয়ে এসে মোর সনে।

আল্লাহর নবী হাতের ইশারায় নামায পূর্ণ করতে বললেন। এবং নিজে ঘরে প্রবেশ করেন এবং পর্দা ঝুলিয়ে দেন, এরপর আর কখনো বাহিরে আসেননি।

اسی روز ظہر کے بعد اس عالم سے انتقال فرما کر رفیق اعلی کے ساتھ واصل ہوئے فانا للہ وانا الیہ راجعون ۔صحیح بخاری کی روایت کے موافق اس وقت حضور ﷺ کی عمر شریف تریسٹھ برس تھی۔

প্রশ্নঃ রাসূলে পাক (সা.) কোন তারিখে ইন্তিকাল করেন এবং ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স কত ছিলো?

উত্তর ঃ ঐ দিনই যুহরের নামাযের পর নবী করীম (সা.) ইহধাম ত্যাগ করে রফীকে আলা (পরম বন্ধুর) সান্নিধ্যে গমন করেন। انا لله وانا اليه راجعون সহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে নবী করীম (সা.) এর বয়স তখন ৬৩ বছর।১.

آپ کے اخری کلمات

রাসূলে করীম (সা.) এ অন্তিম বাণী সমূহ

حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ اس مرض کے دوران میں کبھی کبھی آپ چہرۂ مبارک سے چادر اٹھا کر فرماتے تھے کہ یہود ونصاری پر اسلئے خدا کی لعنت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا ہے۔غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچیں (بخاری ۱۰۵)

آہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحہ حیات میں جس چیز سے ڈرایا تھا وہ بھی آج مسلمانوں نے نہ چھوڑا اور اولیاء وصلحاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا (نعوذ باللہ منہ) حضرت صدیقہ ؓ فرماتی ہیں کہ قریب وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے اللھم الرفیق الاعلی یعنی اے اللہ میں رفیق اعلی کو پسند کرتا ہوں

بعض روایات میں ہے کہ آخری لمحہ حیات میں زبان رسالت پر الصلوۃ الصلوۃ کے کلمات جاری تھے اور جب تک آواز سنی گئی یہی کلمات جاری رہے۔(خصائص کبری)

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সা.) এর অন্তিম বাণী সমূহ কি ছিলো?

টীকা.১ প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ১২ ই রবিউল আউয়াল ই ছিল। নবী করীম (সা.) এর ওয়াফাতের তারিখ।এটাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের অভিমত। তবে চাদের হিসাব অনুযায়ী এই তারিখটি ওয়াফাতের তারিখ হতে পারে না। কেননা এটা সর্বস্বীত ও নিশ্চিত বিষয় যে, ওয়াফাতের দিনটি ছিল সোমবার। আর নীব করীম (সা.) এর হজ্জ ৯ই জিলহজ্জ শুক্রবারে অনুষ্ঠিত হওয়াও নিশ্চিত। উভয়টি মিলানোর দ্বারা ১২ই রবিউল আউয়াল দিনটি সোমবার হয় না। এই জন্য হাফেজ ইবনে হাজার (রাহ.) বুখারীর শরাহ গ্রন্থে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর ২রা রবিউল আউয়ালকে ওয়াফাতের তারিখ হওয়াকে সঠিক আখ্যা দিয়েছেন। কিতাবের লেখার ভুলে ২ এর জায়গায় ১২ হয়েগেছে। এবং আরবী বাক্যের ثانی شهر ربیع الاول এর স্থলে ثانی عشر ربیع الاول হয়ে গিয়েছে। হাফেজ মোগলতাঈ ও ২রা রবিউল আওয়ালকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ সর্বোজ্ঞ।

উত্তর ঃ হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রা বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্তিম রোগে আক্রান্ত থাকা কালে মাঝে মধ্যে চেহারা মুবারক হতে চাদর উঠিয়ে বলতেন- ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ওপর এ জন্যে আল্লাহর অভিশম্পাত নাযিল হয়েছে যে, তারা স্বীয় নবীগণের কবরকে সিজদাস্থলে পরিণত করেছিলো। এর উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন এ থেকে বিরত থাকে। অতীব পরিতাপের বিষয় যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) জীবনের শেষলগ্নে যা থেকে মানুষকে সতর্ক করেছেন, মুসলমানরা আজ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আউলিয়ায়ে কিরামের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। (নাঊযুবিল্লাহি মিনহু)।

হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) আরো বলেন- ওফাতের পূর্বে নবী করীম (সা.) প্রায়ই ছাদের দিকে তাকিয়ে বলতেন اللهم الرفيق الاعلى অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তো আমার পরম বন্ধুকেই পছন্দ করি। কোন কোন বর্ণনায় আছে, জীবনের অন্তিম মূহুর্তে রাসূলে করীম (সা.) এর যবানে মুবারকে যতক্ষণ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, বার বার الصلوة الصلوة শব্দ উচ্চারিত হচ্ছিলো।১. -খাসায়েসুল কুবরা।

وفات کی خبر صحابہ میں شائع ہوئی تو گویا سب کی عقلیں اڑ گئیں فاروق اعظمؓ جیسے جلیل القدر صحابی فرط غم سے آپکی موت ہی کا انکار کرنے لگے، صدیق اکبرؓ اس وقت تشریف لائے تو ایک مختصر سا خطبہ دیا جسمیں لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ ﷺ وفات پا گئے اور جو اللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ وہ حی وقیوم آج بھی زندہ ہے۔ یہ سنکر صحابہ کو کچھ ہوش آیا۔

প্রশ্ন ঃ রাসূলে করীম (সা.) এর ওফাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সাহাবায়ে কিরামের কি অবস্থা হয়?

উত্তর ঃ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ওফাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর সকলে শোকে প্রায় জ্ঞান শুন্য হয়ে পড়েন। ফারূকে আ'যম (রা.) এর ন্যায় শীর্ষ স্থানীয় সাহাবীও রাসূলে করীম (সা.) এর ওফাতকেই অস্বীকার করে বসেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে এক সংক্ষিপ্ত

টীকা.১ বায়হাকীর এক বর্ণনা অনুযায়ী অন্তিমকালে এই শব্দ কয়টি উচ্চারিত হচ্ছিল। الصلوة وما ملكت ايمانكم অর্থাৎ নামায এবং তোমাদের অধীনস্ত দাস-দাসীদের প্রতি লক্ষ রাখবে।

ভাষণে সবাইকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দেন এবং বলেন- যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.) এর ইবাদত করতো, সে জেনে রাখুক মুহাম্মাদ (সা.) এর ইন্তিকাল হয়ে গেছে। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করত তারাও জেনে রাখুক তাঁদের আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। এ কথা শোনার পর সাহাবায়ে কিরামের কিছুটা সম্বিত ফিরে এলো।

پھر چونکہ آپکے بعد خلیفہ کا قائم کرنا سب سے پہلا اور مقدم کام تھا کیونکہ دوسرے دینی معاملات کے خلل اور بیرونی واندرونی دشمنوں کے حملے کے خطرات کے علاوہ خود آپکی تجہیز وتکفین کے معاملات میں بھی نزاع واختلاف کا سخت اندیشہ تھا اسلئے صحابہ کرام نے آپکی تجہیز وتکفین سے پہلے ہی خلیفہ کا قائم کرنا ضروری سمجھا اور اس قصہ کے طے ہونے میں کچھ دیر ہوئی اور اسی لئے پیر کے بقیہ دن سے بدھ کی رات تک توقف ہوا

প্রশ্ন ঃ রাসূলে পাক (সা.) এর দাফন কার্য সমাধা না করে সাহাবায়ে কিরাম খলীফা নির্বাচনকে সর্বাধিক জরুরী মনে করলেন কেন?

উত্তর ঃ অতঃপর যেহেতু হুযুর (সা.) এর ওফাতের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো খলীফা নির্বাচন করা, কেননা পার্থিব ও ধর্মীয় বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধানে নানাবিধ জটিলতা দেশের ভিতরের ও বাইরের সম্ভাব্য হামলা এবং স্বয়ং নবী করীম (সা.) এর দাফন-কাফনের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়ার প্রবল আশংকা ছিলো। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) দাফন কাফনের পূর্বেই খলীফা নির্বাচন করাকেই সর্বাধিক জরুরী মনে করলেন। সুতরাং এ বিষয়টির নিস্পত্তি হতে বেশ সময় লেগে গেলো। এ কারণেই সোমবার বিকেল হতে বুধবার রাত পর্যন্ত নবী করীম (সা.) এর দাফন কার্য স্থগিত ছিলো।

بدھ کی رات میں حضرت علیؓ اور عباسؓ وغیرہ نے آپکو غسل وکفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی گئی۔ قبر شریف حدیث شریف کے موافق صدیقہ عائشہؓ کے حجرہ میں اسی جگہ کھودی گئی جہاں وفات ہوئی تھی ابوطلحہؓ نے قبر کھودی اور حضرت علیؓ وعباسؓ وغیرہ ہما نے قبر میں رکھا آپکی قبر شریف ایک بالشت اونچی رکھی گئی۔

سیرت نبویہ کو مختصراً بیان کرنیکے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپکے اخلاق کریمہ کا کچھ حصہ مختصرا پیش کیا جائے شاید خداوند کریم ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ذلك على الله بعزيز

প্রশ্ন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কখন কোথায় দাফন-কাফন করা হয়?
উত্তর ঃ বুধবার রাতে হযরত আলী (রা.) ও আব্বাস (রা.) প্রমুখ নবী করীম (সা.) এর গোসল ও কাফন সম্পন্ন করেন। অতঃপর জানাযার নামায আদায় করা হয়। হাদীস শরীফ মুতাবিক হযরত আয়িশা (রা.) এর কক্ষে ওফাতের স্থানেই কবর শরীফ খনন করা হয়। হযরত আবু তালহা (রা.) কবর খনন করেন। হযরত আলী (রা.) ও হযরত আব্বাস (রা.) রাসূল (সা.) কে কবরের মধ্যে রাখেন। রাসূলে করীম (সা.) এর কবরকে মাটি থেকে এক বিঘত উঁচু রাখা হয়।

নবী করীম (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত উল্লেখের পর নবী করীম (সা.) এর চরিত্র মাধুরীর কিছু অংশ সংক্ষেপে আলোচনা করা সমীচিন মনে করছি,১. যাতে আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তদঅনুযায়ী আমল করার তাওফীক ইনায়াত করেন। وما ذالك على الله بعزيز (আর এটা আল্লাহর জন্যে আদৌ কষ্টকর নয়)।

آپ کے اخلاق، خصائل و معجزات
নবী করীম (সা.) এর আখলাক-চরিত্র ও মুজিযা

اخلاق شریفہ

آپ ﷺ سب سے زیادہ شجاع و بہادر اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب کبھی آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو فوراً عطا فرما دیتے تھے۔ سب سے زیادہ حلیم و بردبار تھے یہانتک کہ صحابہ نے کفار کی ایک قوم کے متعلق آپ سے عرض کیا کہ انکے لئے بددعا فرمایئے۔ آپنے فرمایا کہ میں رحمت ہوکر آیا ہوں عذاب بنکر نہیں آیا۔ آپکا دندان

টীকা.১ এবিষয়ে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা হাবীবুর রহমান আযমী (রহ.) একটি আরবী কাব্যের মাঝে নবী করীম (সা.) এর ১০০ টি মুযিজা সন্নিবেশিত করেছেন। এর উর্দূ অনুবাদ ও প্রকাশিত হয়েছে।

مبارک شہید کیا گیا مگر آپ اسوقت بھی ان کیلئے دعائے مغفرت ہی فرماتے تھے۔
آپ سب سے زیادہ حیادار تھے آپکی نگاہ کسی کے چہرہ پر ٹھہرتی نہ تھی اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہ لیتے تھے اور نہ غصے ہوتے تھے ہاں جب حدود خداوندی پر دست اندازی کیجاتی تو غصہ آتا تھا اور جب غصہ آتا تو پھر آپکے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا جب آپکو دو کاموں میں اختیار دیا گیا تو ہمیشہ ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا (تاکہ امت کیلئے سہولت ہو) آپ نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا البتہ اگر مرغوب ہوتا تو کھالیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے آپ تکیہ لگا کر نہ کھاتے تھے اور نہ میز پر بیٹھکر کھاتے تھے اور نہ کبھی آپ ﷺ کیلئے پتلی چپاتی پکائی گئی۔ ککڑی خربوزہ کو کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے شہد اور تمام شرین چیزوں کو طبعاً پسند فرماتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لیگئے اور کبھی آپنے اور آپکے اہل بیت نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ آپکے گھر والوں پر دو دو مہینے صاف اسطرح گذر جاتے تھے کہ چولھے میں آگ بھی جلانیکی نوبت نہ آئی تھی بلکہ صرف چھواروں اور پانی پر گذار ہوتی تھی۔
آپ ﷺ اپنا جوتہ خود سی لیتے اور کپڑے میں پیوند خود لگاتے تھے اپنے اہل بیت کے کاروار میں رہتے تھے مریضوں کی عیادت کرتے تھے جب کوئی آدمی آپکو دعوت دیتا تو خواہ وہ امیر ہوتا یا مفلس اس کے یہاں تشریف لیجاتے تھے کسی مفلس کو اسکے فقر کی وجہ سے حقیر نہ جانتے اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے اسکے ملک کی وجہ سے مرعوب نہ ہوتے تھے اپنے پیچھے اپنے غلام وغیرہ کو سوار کر لیتے تھے موٹے کپڑے پہنتے تھے اور گٹھے ہوئے جوتے پہن لیتے تھے۔ سفید کپڑے آپکو سب سے زیادہ پسند تھے۔
کثرت سے اللہ کا ذکر فرماتے اور بیکار باتوں سے اجتناب فرماتے تھے۔ نماز کو

طویل اور خطبہ کو مختصر پڑھتے تھے غلاموں اور مفلسوں کے ساتھ چلنے پھرنے سے پرہیز نہ فرماتے تھے۔ خشبو کو پسند اور بد بو سے نفرت فرماتے تھے۔ اہل کمال کا اعزاز فرماتے تھے اور کسی سے ترش روئی نہ کرتے تھے مباح کھیل کود کو دیکھتے تو منع نہ فرماتے تھے کبھی کبھی ہنسی اور خوش طبعی کی باتیں فرماتے لیکن اسوقت بھی واقعہ کیخلاف کبھی نہ بولتے تھے تمام انسانوں سے زیادہ خندہ پیشانی خوش خلق تھے عذر خواہ کا عذر قبول فرمالیتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپکا خلق قرآن مجید تھا یعنی جس چیز کو قرآن پسند کرتا اسکو آپ ﷺ بھی پسند فرماتے اور جس کو قرآن پسند نہ کرتا تھا اسکو آپ بھی ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آپکی خوشبو سے بہتر کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی

প্রশ্ন ঃ নবী করীম (সা.) এর চরিত্র মাধুরীর কয়েকটি দিক আলোচনা কর।
উত্তর ঃ চরিত্র মাধুরী ঃ নবী করীম (সা.) সর্বাধিক সাহসী ও বীরত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বাধিক দানশীল। তাঁর নিকট কোন সময়ে কোন কিছু চাইলে তখনই তা দিয়ে দিতেন। অতিশয় ধৈর্য ও সহনশীল ছিলেন। একবার সাহাবায়ে কিরাম (রা.) এক কাফির গোত্রের ব্যাপারে মাহনবী (সা.) এর নিকট আরয করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! এদের জন্য বদদুআ করুন। রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করলেন- আমি করুণা স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি, অভিশাপ রূপে নয়।" যখন তার দান্দান মুবারক শহীদ হয় তখনও তিনি তাদের জন্যে মাগফিরাত কামনা করছিলেন।

আল্লাহর নবী (সা.) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। কারো চেহারার উপর তাঁর দৃষ্টি স্থির থাকতো না। ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো থেকে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না এবং রাগও করতেন না। তবে আল্লাহর বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করলে রাগান্বিত হতেন। রাগান্বিত হলে কেউ তাঁর সামনে দাঁড়ানোর সাহস পেতো না। (শরী'আতের) দুটি কাজের কোন একটি গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে অধিকার দিলে তিনি সহজটিকেই গ্রহণ করতেন। (যাতে উম্মতের জন্যে তা পালন করা সহজসাধ্য হয়।) রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো খাদ্যের দোষ অন্বেষণ করতেন না। পছন্দ হলে

ভক্ষণ করতেন অন্যথায় বর্জন করতেন। তিনি হেলান দিয়ে বা চেয়ার-টেবিলে বসেও আহার করতেন না। তাঁর জন্যে পাতলা চাপাতি রুটি তৈরী করা হতো না। খেজুরের সাথে শসা ও তরমুজ মিলিয়ে খেতেন। স্বভাবত মধু ও মিষ্টি দ্রব্য পছন্দ করতেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন- হযরত রাসূলে করীম (সা.) এবং তাঁর পরিবারবর্গ এ অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন যে, যবের রুটিও কখনো পেট ভরে আহার করেননি। রাসূলে করীম (সা.) এর পরিবারে কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো যে, দু'দুমাস যাবত তাঁর চুলায় আগুন জ্বলতো না। শুধু শুকনো খেজুর ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতেন।

হুযূর (সা.) নিজেই নিজ জুতা মুবারক সেলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন। গৃহস্থলি কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। তাঁকে কেউ দাওয়াত দিলে সে ধনী হোক বা গরীব তার গৃহে গমন করতেন। কোন দরিদ্রকে তাঁর দারিদ্রতার কারণে অবজ্ঞা করতেন না। আবার কোন প্রতাপশালী রাজা-মহারাজার প্রতিও তাঁর অর্থ ও রাজত্বের কারণে প্রভাবান্বিত হতেন না।

স্বীয় সওয়ারীর পিছনে গোলাম-ভৃত্যকে আরোহণ করাতেন। মোটা কাপড় পরিধান করতেন। সেলাই কৃত জুতা পরিধান করতেন। সাদা পোশাক তাঁর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় ছিলো।

রাসূলে করীম (সা.) অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করতেন। অপ্রয়োজনীয় কথা হতে বিরত থাকতেন। নামায দীর্ঘ ও খুতবা সংক্ষিপ্ত করতেন। সুঘ্রাণ পছন্দ ও দুর্গন্ধ অপছন্দ করতেন।

জ্ঞানী-গুণীজনদের সমাদর করতেন। বৈধ খেলাধুলা দেখতেও নিষেধ করতেন। কখনো কখনো হাসি-মজাক ও বিনোদন মূলক কথা বলতেন। তবে কখনো বাস্তবতার বাইরে কথা বলতেন না।

সমস্ত মানব জাতির মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক প্রফুল্ল মেজাযী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। কেউ অপারগতা পেশ করলে তা কবুল করতেন। হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন- পবিত্র কুরআনই ছিল আল্লাহর রাসূলের চরিত্র। অর্থাৎ, কুরআন মজীদ যেটাকে পছন্দ করতো আল্লাহর নবীও সেটাকে পছন্দ করতেন এবং কুরআন মজীদ যেটাকে অপছন্দ করত আল্লাহর নবীও সেটাকে অপছন্দ করতেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন- আল্লাহর রাসূলের শরীরের সু-ঘ্রাণের ন্যায় আমি আর উত্তম

কোন সু-ঘ্রাণ গ্রহণ করিনি।

معجزات

নবী করীম (সা.) এর কয়েকটি মুজিযা

دنیوی بادشاہ جب کسی کو اپنی طرف سے صوبہ کا عامل (گورنر) بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں ایسی دی جاتی ہیں کہ جنکو دیکھکر لوگوں کو اسکی گورنری کا یقین آجائے مثلا کچھ حشم وخدام اور فوج اور وہ اختیارات جنکو عام رعایا نافذ نہیں کرسکتی اسی طرح خداتعالی کے رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو انکے ساتھ صدق دیانت اور حسن خلق اور جملہ کمالات بشریہ کی نشانیوں کے ساتھ ایک قوت قاہرہ بھی ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے معاندین کی گردانیں جھک جاتی ہیں اور اسی قوت قاہرہ اور فوق العادت اختیارات کا نام معجزات اور خرق عادت ہے۔

ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تعداد اور کیفیت کے لحاظ سے بھی تمم انبیائے سابقین سے افضل اور زائد ہیں۔

پہلے انبیا علیہم السلام کے معجزات انکی مقدس ہستیوں تک محدود تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن آج تک بھی ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری قوتیں اور جن وانس عاجز ہیں۔ اسکے علاوہ چاند کے دوٹکڑے کردینا۔ انگلیوں سے پانی جاری ہونا۔ کنکروں کا تسبیح پڑھنا۔ لکڑی کے ستون کا رونا۔ درختوں کا آپکو سلام کرنا۔ درختوں کو بلانا اور انکا آجانا ہزاروں پیشنگوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا وغیرہ وغیرہ ہزاروں معجزات ہیں جو نہ صرف آیات اور صحیح احادیث میں وارد ہیں بلکہ بہت سے کفار کی شہادت سے بھی ثابت ہیں جنکو علمائے متقدمین ومتاخرین نے مستقل تصنیفوں میں ثابت کیا ہے۔ علامہ سیوطی کی خصائص کبری اور متاخرین میں رسالہ الکلام المبین اردو اسی مضمون میں لکھی گئے ہیں۔ مگر اس مختصر رسالہ

میں انکی تفصیل کی گنجائش نہیں۔ اسلئے اسی قدر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ والحمد اللہ رب العالمین۔

مولای صل وسلم دائما ابدا علی حبیبك خیر الخلق کلهم

آخر میں مناسب معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند کلمات نصیحت بھی لکھے جاویں اور انکا مستقل نام جوامع الکلم ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بدنام کنندہ چند نیکو نامے چند بندہ محمد شفیع دیوبندی غفرلہ ولوالدیہ ومشائخہ

প্রশ্ন ঃ রাসূল (সা.) এর কয়েকটি মুজিযা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ পার্থিব রাজা-বাদশাহগণ যখন কাউকে কোন প্রদেশের শাসক বা গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠান, তখন তার সাথে এমন কতিপয় নিদর্শনাবলী বা প্রমাণ পত্র পাঠান যা দেখে জনগণ তাঁর গভর্ণর বা শাসক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে। যেমন চাকর-বাকর, সৈন্য সামন্ত এবং এমন কিছু ক্ষমতা থাকে, যা সাধারণ জনগণের পক্ষে প্রয়োগ করা অসম্ভব। ঠিক তেমনিভাবে মহান আল্লাহ যখন দুনিয়ার বুকে কোন রাসূল প্রেরণ করেন তখন তাঁদের সঙ্গে সততা, বিশ্বস্ততা, চরিত্র মাধুর্যতা, এবং অন্যান্য সকল মানবিক গুণাবলী ছাড়াও এমন কিছু অলৌকিক শক্তি দান করেন, যদ্বারা শত্রুদের মাথানত হয়ে যায়। এ সকল অলৌকিক, শক্তি ও প্রকৃতির উর্ধ্বের ক্ষমতাকে মুজিযা বলে।

আমাদের রাসূলে করীম (সা.) এর মুজিযা সংখ্যা ও গুণগত মানের দিক দিয়ে পূর্বের সকল নবী রাসূলগণের চেয়ে অধিক ও শ্রেষ্ঠতর। পূর্বের নবী রাসূলগণের মুজিযা তাঁদের স্বত্বা পর্যন্ত সীমিত ছিলো। আর মহানবী (সা.) এর মুজিযা আল-কুরআন অদ্যাবধি সকল মুসলমানের হাতে হাতে। যার মুকাবিলায় বিশ্বের সকল শক্তি এবং জিন-ইনসান সবাই ব্যর্থ।

এ ছাড়া চাঁদ দ্বি-খন্ডিত করা, আঙ্গুল মুবারক হতে পানি প্রবাহিত হওয়া, পাথর কণার তাসবীহ পাঠ করা, খেজুর গাছের ক্রন্দন, তাঁকে লক্ষ্য করে গাছের সালাম প্রদান, গাছ কে ডাকা এবং রাসূল (সা.) এর ডাকে গাছের আগমন, অজস্র ভবিষ্যত বাণী সূর্যের ন্যায় স্পষ্টাকারে প্রতি ফলিত হওয়া ইত্যাদি হাজারো মুজিযা রয়েছে। সেসব শুধু কুরআনের আয়াত ও

শব্দার্থ ঃ صوبہ প্রদেশ। حشم وخدام চাকর-বাকর। حسن خلق চরিত্র মাধুর্যতা। ہستیوں সত্তা

সহীহ হাদীসেই নয় বরং বহু কাফির থেকেও সে সবের স্বীকারোক্তিও প্রমাণিত রয়েছে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরাম সেগুলোকে বিভিন্ন কিতাবাদিতে সুন্নিবেশিত করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী রচিত " খাসায়েসে কুবরা" ও পরবর্তী আলিমগণের মধ্য হতে লিখিত- " আল কালামুল মুবীন" এ বিষয়ের ওপরই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অত্র সংক্ষিপ্ত কিতাবে এর বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভব নয়। বিধায় এ ব্যাপারে এতটুকুর উপর সমাপ্ত করছি।

والحمد لله رب العالمين مولاى صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم

পরিশেষে নসীহত স্বরূপ রাসূলে করীম (সা.) এর কতিপয় হাদীস সংযোজন করা সমীচিন মনে করছি। "জাওয়ামিউল কালিম' নামে এর ভিন্ন একটি নামকরণ করা হলো।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

জাওয়ামিউল কালিম
বা নবীজী (সা.) এর চল্লিশ হাদীস

রাসূলে মাকবুল১. (সা.) ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপকারের লক্ষ্যে ৪০টি হাদীস শোনাবে বা মূখস্ত করবে, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আলিম ও শহীদগণের সাথে উঠাবেন এবং তাকে বলা হবে- তোমার যে দরজা দ্বারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা হয়, সে দরজা দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ কর।

এ মহান সওয়াবের প্রত্যাশায় যুগে যুগে শত শত উলামায়ে কিরাম নিজ নিজ পদ্ধতিতে ৪০ হাদীস লিখেছেন। সর্বস্তরের মানুষের নিকট তা সমাদৃত ও বিস্তর উপকারীও হয়েছে। এ ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া আমার যোগ্যতা ও ক্ষমতার বহু উর্ধ্বে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমি অধম যখন প্রাথমিক ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠ দানের লক্ষ্যে মহানবী (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত " সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া (সা.)" লিখলাম, তখন শেষাংশে নবীজী (সা.) এর অসংখ্য হাদীস ভান্ডার হতে ছোট কতিপয় হাদীস সংযোজন করাকে সমীচিন মনে করলাম। যাতে প্রাথমিক স্তরের ছাত্র /ছাত্রীরা অনায়াসে মুখস্থ করতে পারে।

শেষ পর্যায়ে ৪০ টি হাদীস পূর্ণ করার বাসনা জাগলো, যাতে মুখস্থকারীরা ও ৪০টি হাদীসের বিপুল সওয়াবের অধিকারী হতে পারে এবং তাদের বরকতে অধমও বুযুর্গগণের খাদিমদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

وما ذالك على الله بعزيز

জ্ঞাতব্য ঃ

১. নিম্মোক্ত হাদীসগুলো অত্যন্ত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য বুখারী ও মুসলিম হতে সংগৃহীত।২.

২. বর্তমান যেহেতু স্বাভাবিক ভাবে মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র চরম অবক্ষয়ের দিকে। আর শৈশবের নৈতিক শিক্ষা পরবর্তী জীবনের জন্যে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল হয় এজন্যে এমন সব হাদীস সংকলন করলাম যাকে উন্নত চরিত্র ও ইসলামী সংস্কৃতির সোনালী নীতিমালা রূপে অভিহিত করা যায়।

টীকা.১ رواه ابن عدى عن ابن عباس و ابن الفخار عن ابى سعيد كذا في الجامع الصغير

২. হাদীস হিফজ করার দুটি পদ্ধতি (১) মুখস্ত করে মানুষের নিকট পৌছে দেয়া (২) লিখে মানুষের কাছে প্রচার করা। সুতরাং হাদীসের ওয়াদায় তারাও শামিল যাঁরা ৪০ (চল্লিশ) হাদীস লিখে প্রচার করেন। অতএব ৪০ (চল্লিশ) হাদীসের প্রতিটি কপি ঐ বিপুল সওয়াবের অধীকারী বানিয়ে দেয়। সুতরাং এমন সহজ লভ্য ও বিপুল সওয়াব হতে বঞ্চিত থাকা দূর্ভাগের পরিচায়ক মনে করতে হবে। " সীরাজুল মুনীর" শরহে 'জামে' সগীর' গ্রন্থে নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা এটাই প্রতিভাত হয়-যথ

فمو حفظ في كتاب ثم نقل الى الناس دخل في وعد الحديث ولو كتبها عشرين كتابا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ (بخارى ومسلم)

১। সকল কাজ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। -বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ।

٢ـ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ. رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ (بخارى ومسلم)

২। এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে। যথা- (১) সালামের উত্তর দেয়া। (২) রোগীর সেবা করা। (৩) জানাযার সাথে গমন করা। (৪) দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জওয়াবে يرحمك الله বলা। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٣ـ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ (بخارى ومسلم)

৩। যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেনা। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٤ـ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ (بخارى ومسلم)

৪। চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٥ـ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (بخارى ومسلم)

৫। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٦ـ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بخارى ومسلم)

৬। অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকার রূপ ধারণ করবে। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٧ـ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فِى النَّارِ (بخارى ومسلم)

৭। পায়ের গিরার যে অংশ লুঙ্গির (পরিধেয় বস্ত্রের) নীচে থাকবে, তা দোযখে যাবে। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٨ـ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ (بخارى ومسلم)

৮। সে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান, যার যবান ও হাত হতে মানুষ নিরাপদে থাকে। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٩ ـ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ (مسلم)

৯। যে নম্র আচরণ হতে বঞ্চিত, সে সকল কল্যাণ হতে বঞ্চিত। -মুসলিম শরীফ।

١٠ ـ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ (بخارى ومسلم)

১০। সে বীর নয় যে কুস্তিতে মানুষকে পরাস্ত করে; বরং সেই বীর যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

١١ ـ اِذَا لَمْ تَسْتَحِيْى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (بخارى ومسلم)

১১। যখন তুমি লজ্জা করবে না তখন যা ইচ্ছে তাই কর। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

١٢ ـ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ (بخارى ومسلم)

১২। আল্লাহর নিকট ঐ আমলটি সর্বাধিক পছন্দনীয় যার উপর অটল থাকা হয়, যদিও তা সামান্য হয়। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

١٣ ـ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ اَوْ تَصَاوِيْرُ (بخارى ومسلم)

১৩। যে ঘরে কুকুর বা (প্রাণীর) ছবি থাকে উক্ত ঘরে (রহমতের) ফিরিশতা প্রবেশ করে না। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

١٤ ـ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنَكُمْ خُلُقًا ـ (بخارى ومسلم)

১৪। তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সর্বাধিক সুন্দর, সেই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

١٥ ـ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ (بخارى ومسلم)

১৫। দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফিরের জন্যে বেহেশত। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

١٦ ـ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ ـ (بخارى ومسلم)

১৬। কোন মুমিনের জন্যে তার অপর মুমিন ভাই থেকে তিনদিনের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা জায়িয নয়। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

١٧ ـ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ (بخارى ومسلم)

১৭। মুমিন এক গর্তে দুবার দংশিত হয় না। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

١٨ ـ اَلْغِنٰى عِنَى النَّفْسِ (بخارى ومسلم)

১৮। মনের ধনাঢ্যতাই প্রকৃত ধনাঢ্যতা। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

١٩ ـ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ (بخارى)

১৯। দুনিয়াতে এভাবে বসবাস কর যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথচারী। -বুখারী শরীফ।

٢٠ ـ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (مسلم)

২০। মানুষের কথা মিথ্যা হওয়ার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই বলে। -মুসলিম শরীফ।

٢١ ـ عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ (بخارى ومسلم)

২১। চাচা পিতৃতুল্য। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٢٢ ـ مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بخارى ومسلم)

২২। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিবসে তার দোষ গোপন রাখবেন। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٢٣ ـ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ (مسلم)

২৩। যে ইসলাম গ্রহণ করবে, সে সফলকাম হবে। তাকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দান করা হবে এবং আল্লাহর প্রদত্ত রিযিকের উপর তাকে তুষ্ট করবেন। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٢٤ ـ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ (بخارى ومسلم)

২৪। কিয়ামতের দিবসে সর্বাধিক শাস্তি প্রাপ্ত হবে প্রাণীর ছবি অংকনকারীগণ। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٢٥ ـ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ (مسلم)

২৫। মুসলমান মুসলমানের ভাই। -মুসলিম শরীফ।

٢٦ ـ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخارى ومسلم)

২৬। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্যে যা পছন্দ করে অন্যের জন্যে তা পছন্দ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না। -বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٢٧ ـ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (مسلم)

২৭। যার প্রতিবেশী তার নির্যাতন হতে নিরাপদে না থাকে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না। -মুসলিম শরীফ।

٢٨ ـ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ (بخارى ومسلم)

২৮। আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী আসবে না।-বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٢٩ ـ لَا تَقَاطَعُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا (بخارى)

২৯। তোমরা পরাস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না। একে অন্যের দোষান্বেষণের পিছনে পড়ো না। পরস্পরে ঈর্ষা পোষণ করো না এবং একে অন্যকে হিংসা পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যাও। -বুখারী শরীফ।

٣٠ ـ اِنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَاِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَاِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ (مسلم)

৩০। ইসলাম পূর্বের পাপ সমূহকে মোচন করে দেয়। হিজরত তার পূর্বের গোনাহ সমূহকে নষ্ট করে দেয় এবং হজ্ব পূর্বের গোনাহ সমূহ ধব্বংস করে দেয়। -মুসলিম শরীফ।

٣١ ـ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ (بخارى ومسلم)

৩১। সকল কাজ পরিণামের উপর নির্ভর করে। -বুখারী শরীফ,মুসলিম শরীফ।

٣٢ ـ اَلْكَبَائِرُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ (بخارى ومسلم)

৩২। কবীরা গুনাহ হলো- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ও মিথ্যা

স্বাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

٣٣ ـ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ (مسلم از مشكوة)

৩২। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পার্থিব কোন বিপদ হতে উদ্ধার করবে আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের বিপদ হতে উদ্ধার করেন এবং যে ব্যক্তি কোন অভাবীর প্রতি সহজ আচরণ করবে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সহজ আচরণ করবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ পাক তার দোষ গোপন রাখবেন। মানুষ যতোক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য-সহানুভুতি করে থাকে আল্লাহ পাক ততোক্ষণ তার সাহায্য সহানুভুতি করেন। -মুসলিম শরীফ।

٣٤ ـ اَبْغَضُ الرِّجَالِ عِنْدَ اللّٰهِ اَلَالُدُّ الْخِصَامِ (بخارى ومسلم)

৩৪। ঝগড়াটে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত। - বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ।

٣٥ ـ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (مسلم)

৩৫। প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী-মুসলিম শরীফ।

٣٦ ـ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ (مسلم)

৩৬। পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ -মুসলিম শরীফ।

٣٧ ـ اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُ هَا (مسلم)

৩৭।আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় জায়গা হলো মসজিদ।-মুসলিম শরীফ।

٣٨ ـ لَا تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ (مسلم)

৩৮। তোমরা কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করো না। -মুসলিম শরীফ।

٣٩ ـ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ (مسلم)

৩৯। তোমরা নামাযের মধ্যে (অবশ্যই) কাতার সোজা করবে। অন্যথায়

আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দিবেন। -মুসলিম শরীফ।

٤٠ ـ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشَرًا (بخارى)

৪০। যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। - বুখারী শরীফ।

اللهم صلى على سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وخواص الحكم واخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

العبد الضعيف

محمد شفيع

আপনার সংগ্রহে রাখার মত আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই

১। জূদুল মন'ইম {শরহে মুকাদ্দমায়ে মুসলিম বাংলা} -১১০ টাকা।
মাওলানা নোমান আহমাদ

২। দরসে বাইযাভী {শরহে তাফসীরে বাইযাভী বাংলা} -১৪০ টাকা।
মাওলানা আব্দুল মুমিন অনুদিত

৩। আজমালুল হাওয়াশী ঃ {শরহে উর্দ্দু উসুলুশ শাশী} -১২০ টাকা।

৪। হীলা-বাহানা শয়তানের ফাঁদ ঃ -৭০ টাকা।
মূল ঃ মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী, অনুবাদ ঃ মাওলানা যাইনুল আবেদীন

৫। নারী স্বাধীনতা পর্দাহীনতা ঃ -৭০ টাকা
মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী

৬। মওদুদী সাহেব ও ইসলাম - ৫০টাকা
মূল ঃ মুফতী রশীদ আহমাদ লুদয়ানুভী, অনুবাদ ঃ মাওলানা মজীবুর রহমান

৭। বির্তকিত মাসায়েল সহজ সমাধান ঃ -৭০ টাকা।
মাওলানা নোমান আহমাদ

৮। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার ঃ -৭০ টাকা।
মাওলানা নোমান আহমাদ

৯। কাকরাইল থেকে বিশ্ব ইজতেমা ঃ -৩০ টাকা।
শাকের হুসাইন শিবলী

১০। রাসূল (সা.) এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার হাকীকত ঃ -১০০ টাকা
মূল ঃ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার {দা.বা.}অনুবাদ ঃ মাওলানা শহীদুল ইসলাম

১১। সুলতা গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ূবী ঃ ৫৫ টাকা।
মাওলানা আবু তালহা আনসারী

১২। স্বপ্নের তারকা ঃ মূল এনায়েতুল্লাহ আল তামাশ ঃ -১০০ টাকা
অনুবাদ মাওলানা শহীদুল ইসলাম

১৩। বিশ্ব বরেণ্য উলামাদের দৃষ্টিতে মওদূদী মতবাদ ঃ
মূল ঃ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার {দা.বা.}
অনুবাদ ঃ মুফতী মঈনুল ইসলাম সাইয়্যিদপুরী

১৪। আর্তনাদ -১-২ মূল ঃ নসীম হিজাজী
অনুবাদ ঃ মাওলানা মাহবুবুর রহমান-

১৫। সংক্ষিপ্ত মুনাজাতে মকবুল ও কুরআনী চিকিৎসা

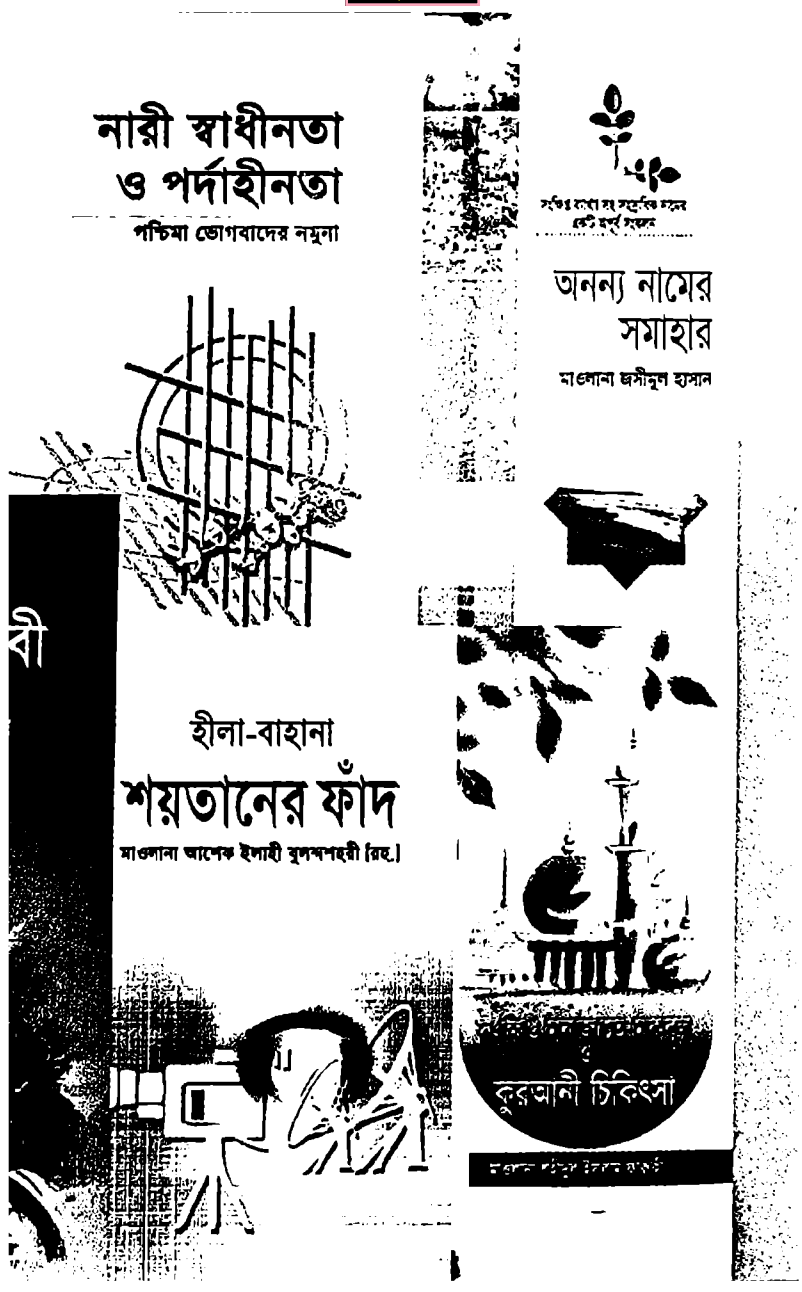

www.smfoundationbd.com